ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর

ক্রয় নীতিমালা, ২০২৬

ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি

মুখবন্ধ

ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি ১৯৯৬ সনে মেঘনাঘাট পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড নামে গঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৪ সনে এ কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে "ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড" করা হয় এবং কোম্পানির কার্যক্রম পুরোপুরি শুরু হয়। সর্বশেষ, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ সনে কোম্পানির নিবন্ধিত নাম পরিবর্তন করে "ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি" করা হয়।

ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর আওতায় সিদ্ধিরগঞ্জ ২×১২০ মে:ও: পিকিং পাওয়ার প্লান্ট, হরিপুর ৪১২ মে:ও: কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট, সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মে:ও: কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট এবং সোনাগাজী ৭৫ মে:ও: সোলার পাওয়ার প্লান্ট নির্মিত হয়েছে। উক্ত ০৪ (চার) টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে মোট ১০৩২ মে:ও: বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়া ফেনীর সোনাগাজীতে ২২০ মে:ও: সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প এর কাজ চলমান রয়েছে।

ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর আওতাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালন সংশ্লিষ্ট ক্রয় কার্য শুরু থেকে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে আসছিল। তবে কোম্পানির কার্যক্রম সরকারি কার্যক্রম হতে ভিন্ন হওয়ায় কোম্পানির জন্য একটি পৃথক ক্রয় নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে লক্ষ্যে ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর জন্য একটি ক্রয় নীতিমালা প্রস্তুতের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যার ধারাবাহিকতায় ২৮/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ১০/২০১৫তম বোর্ড সভায় "ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর ক্রয় নীতিমালা, ২০১৫" অনুমোদিত হয়।

সম্প্রতি ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই, ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর বিদ্যমান ক্রয় নীতিমালা, ২০১৫-তে প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জনের পরিবর্তে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫ অনুসরণ করে একটি নতুন ক্রয় নীতিমালা প্রণয়ন করা অধিক যুক্তিযুক্ত ও প্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ০৫/০৩/২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ০২/২০২৬তম বোর্ড সভায় "ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর ক্রয় নীতিমালা, ২০২৬" অনুমোদিত হয়।

অনুমোদিত "ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর ক্রয় নীতিমালা, ২০২৬" কোম্পানির নিজস্ব তহবিল দ্বারা কর্পোরেট দপ্তরে এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের পরিচালন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত ক্রয় কাজে সহায়ক হবে। এ নীতিমালা ক্রয়কার্যের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের পাশাপাশি ক্রয় কাজে গতিশীলতা আনয়ন করবে। ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর নিজস্ব অর্থে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হবে। এ নীতিমালায় ক্রয়কার্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে সহজ ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে ০৯ (নয়) টি অধ্যায় এবং ১৪ (চৌদ্দ) টি পরিশিষ্ট রয়েছে। পরিশিষ্টে ক্রয়কার্যের ধারাবাহিকতা দেখিয়ে বিভিন্ন ধরনের ক্রয় প্রক্রিয়ার কয়েকটি ফ্লো-ডায়াগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ নীতিমালা প্রণয়নে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা বিবেচনায় আনা হয়েছে। এছাড়াও ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর কাজের ধরণ এবং কোম্পানির ভবিষ্যত কার্যক্রমও এ ক্রয় নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, প্রকিউরমেন্ট এন্ড টেকনিক্যাল কমিটি এবং বোর্ডের সহায়তায় এ নীতিমালা দ্রুততার সাথে চূড়ান্তকরণ সম্ভব হয়েছে। আমি তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এ নীতিমালা কোম্পানির ক্রয় কার্যে যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে কোম্পানি তথা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ উপকৃত হবে বলে আমি আশা করি।

কে এম আলী রেজা
চেয়ারম্যান
ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি
ও
অতিরিক্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় – প্রারম্ভিক--১

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন -- ১

২। সংজ্ঞা: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই ক্রয় নীতিমালায়------------------------------ ১

দ্বিতীয় অধ্যায় – ক্রয় কৌশল, প্রশাসনিক অনুমোদন, কারিগরি অনুমোদন, বিজ্ঞাপন, দরপত্র বা প্রস্তাব দলিল প্রস্তুতকরণ, দাখিল, ইত্যাদি -- ৬

৩। ক্রয়কৌশল (Procurement strategy) প্রণয়ন এবং ক্রয়পদ্ধতি নির্বাচন----------------------------------৬

৪। প্রশাসনিক অনুমোদন এবং বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন -- ৭

৫। কারিগরি অনুমোদন--৮

৬। দরপত্র বা প্রস্তাব দলিল প্রস্তুতকরণ--৯

৭। কারিগরি বিনির্দেশ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি ---১০

৮। দরপত্র মূল্য নির্ধারণে অনুসরণীয় বিধান -- ১১

৯। ক্রয়সংক্রান্ত দলিল বিতরণ ও রেকর্ড সংরক্ষণ ---১২

১০। বিজ্ঞাপন--১২

১১। দরপত্র দলিলের সংশোধন---১৩

১২। দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিল ---১৩

১৩। পণ্য, কার্য, ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণ ---১৪

১৪। ক্রয়কার্যে প্রতিযোগিতা ---১৫

তৃতীয় অধ্যায় – দরপত্র বা প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ, মূল্যায়ন, দরপত্র জামানত, কার্য সম্পাদন জামানত, ক্রয় অনুমোদন, চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারি, চুক্তি স্বাক্ষর, ইত্যাদি --১৬

১৫। দরপত্র বা প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটি এবং অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি-----------------------------------১৬

১৬। মূল্যায়ন কমিটির গঠন --১৭

১৭। দরপত্র মূল্যায়ন, ইত্যাদি --১৯

১৮। চুক্তিসম্পাদনের পূর্বশর্ত হিসাবে নেগোসিয়েশন বা দরপত্র সংশোধন না করা -------------------------- ২৫

১৯। দরপত্র বা প্রস্তাবের বৈধতার মেয়াদ নির্ধারণ ও মেয়াদ বৃদ্ধি -- ২৫

২০। দরপত্র জামানত--- ২৬

২১। দরপত্র জামানতের মেয়াদ বৃদ্ধি --- ২৬

২২। দাখিলকৃত দরপত্র জামানতের সঠিকতা যাচাইকরণ -- ২৬

২৩। দরপত্র জামানত বাজেয়াপ্তকরণ--- ২৭

২৪। দরপত্র জামানত ফেরত প্রদান -- ২৭

২৫। কার্য-সম্পাদন জামানত --- ২৭

২৬। ক্রয় প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশে বাধা-নিষেধ, ইত্যাদি--- ২৮

২৭। দরপত্র, প্রস্তাব বা কোটেশন বাতিলের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি------------------------------ ২৯

২৮। বাতিল পরবর্তী গৃহীতব্য ব্যবস্থা --- ২৯

২৯। দরপত্র বা প্রস্তাব অনুমোদন-- ৩০

৩০। ক্রয় অনুমোদন প্রক্রিয়া, চুক্তি সম্পাদন নোটিশ জারি এবং চুক্তি স্বাক্ষর ---------- ৩০

চতুর্থ অধ্যায় – পণ্য, কার্য ও ভৌতসেবার ক্রয় পদ্ধতি এবং উহার প্রয়োগ ---------- ৩৩

৩১। উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ: এক ধাপ এক খাম পদ্ধতি ---------- ৩৩

৩২। পণ্য, কার্য, ইত্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্রয় পদ্ধতির প্রয়োগ ---------- ৩৩

৩৩। সীমিত দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ ---------- ৩৪

৩৪। সীমিত দরপত্র পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি ---------- ৩৫

৩৫। দুই পর্যায় বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি ---------- ৩৫

৩৬। এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি ---------- ৩৬

৩৭। কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি ---------- ৩৭

৩৮। সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি ---------- ৩৯

৩৯। সরাসরি চুক্তির প্রয়োগ ---------- ৪০

৪০। নগদ ক্রয় ---------- ৪২

৪১। আন্তর্জাতিক ক্রয়ে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ: এক ধাপ এক খাম পদ্ধতি ---------- ৪২

৪২। আন্তর্জাতিক ক্রয়ে দুই পর্যায় বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি ---------- ৪৪

৪৩। আন্তর্জাতিক ক্রয়ে এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি ---------- ৪৪

৪৪। আন্তর্জাতিক ক্রয়ে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি ---------- ৪৫

৪৫। আন্তর্জাতিক ক্রয়ে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি ---------- ৪৫

৪৬। আন্তর্জাতিক ক্রয়ে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি ---------- ৪৫

৪৭। ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট ---------- ৪৬

পঞ্চম অধ্যায় – বুদ্ধিবৃত্তিক এবং পেশাগত সেবা ক্রয় ---------- ৪৭

৪৮। বুদ্ধিবৃত্তিক এবং পেশাগত সেবা ক্রয় পদ্ধতি এবং ইহার প্রয়োগ ---------- ৪৭

৪৯। গুণগত মান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির অধীন পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি ---------- ৪৮

৫০। নির্দিষ্ট বাজেটের অধীন নির্বাচন পদ্ধতির অধীন পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি ---------- ৪৯

৫১। সর্বনিম্ন ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির অধীন পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি ---------- ৪৯

৫২। পরামর্শকের যোগ্যতাভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির অধীন পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি ---------- ৪৯

৫৩। একক উৎসভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির অধীন পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি ---------- ৫০

৫৪। ডিজাইন প্রতিযোগিতা (Design contest) এর ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি ---------- ৫০

৫৫। ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচন পদ্ধতির অধীন পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি ---------- ৫১

৫৬। বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগতসেবা ক্রয়ে ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টের প্রয়োগ ---------- ৫২

৫৭। আগ্রহব্যক্তকরণপত্র দাখিল ---------- ৫২

৫৮। আবেদনপত্র উন্মুক্তকরণ ---------- ৫৩

৫৯। আবেদনপত্র মূল্যায়ন এবং সংক্ষিপ্ত তালিকা অনুমোদন, ইত্যাদি ---------- ৫৩

৬০। পরামর্শ সেবার কর্মপরিধি প্রস্তুতকরণ ---------- ৫৪

৬১। প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিল প্রণয়ন ও জারি ---------- ৫৫

৬২। প্রস্তাব দাখিল এবং উন্মুক্তকরণ ---------- ৫৯

৬৩। কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন ---------- ৫৯
৬৪। আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়ন ---------- ৬০
৬৫। গুণগত ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতিতে সম্মিলিত বিবেচনায় কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন ----------৬১
৬৬। নেগোসিয়েশন ---------- ৬২
৬৭। নেগোসিয়েশনে ব্যর্থতা এবং সকল প্রস্তাব বাতিলকরণ ---------- ৬৩
৬৮। অনুমোদন প্রক্রিয়া ---------- ৬৩
৬৯। চুক্তি স্বাক্ষর ---------- ৬৩
৭০। প্রস্তাব প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ---------- ৬৪
ষষ্ঠ অধ্যায় – চুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ----------৬৫
৭১। চুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ---------- ৬৫
৭২। ভেরিয়েশন অর্ডার ---------- ৬৭
৭৩। ভেরিয়েশন অর্ডার প্রণয়ন ---------- ৬৮
৭৪। ভেরিয়েশনের মূল্যনির্ধারণ ---------- ৬৮
৭৫। পণ্যের অতিরিক্ত সরবরাহ আদেশ ---------- ৬৯
৭৬। কার্যচুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ----------৭০
৭৭। পণ্য চুক্তি ব্যবস্থাপনা ----------৭১
৭৮। বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা সংক্রান্ত চুক্তি ব্যবস্থাপনা ---------- ৭২
৭৯। ভৌতসেবা সংক্রান্ত চুক্তি ব্যবস্থাপনা ---------- ৭৩
৮০। চুক্তি বাতিল এবং বিরোধ নিষ্পত্তি ----------৭৪
৮১। ক্রয়সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ ----------৭৪
৮২। ক্রয়সংক্রান্ত কার্যক্রমের রেকর্ডপত্র প্রাপ্তিসাধ্যকরণ ----------৭৫
সপ্তম অধ্যায় – অর্পিত ক্রয়কার্য, বৈষম্যহীনতা, ব্যক্তির যোগ্যতা, প্রাকযোগ্যতা, যৌথ উদ্যোগ, তালিকা সংরক্ষণ, স্বার্থের সংঘাত, অভিযোগ ও আপিল, ইত্যাদি----------৭৬
৮৩। 'অর্পিত ক্রয়কার্য' (Delegated procurement) প্রক্রিয়াকরণ ---------- ৭৬
৮৪। বৈষম্যহীনতাসংক্রান্ত অনুসরণীয় বিধান ---------- ৭৬
৮৫। ব্যক্তির যোগ্যতা ----------৭৭
৮৬। ব্যক্তির যোগ্যতার সমর্থনে আবশ্যকীয় দলিলপত্র ----------৭৯
৮৭। প্রাকযোগ্যতার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি ----------৮০
৮৮। ক্রয়কারী কর্তৃক যোগ্যতাসম্পন্ন সরবরাহকারী বা ঠিকাদারদের তালিকা সংরক্ষণ ----------৮১
৮৯। সহঠিকাদার বা সহপরামর্শক নিয়োগ ---------- ৮২
৯০। যৌথ উদ্যোগ ---------- ৮২
৯১। স্বার্থের সংঘাত ----------৮৪
৯২। অভিযোগ করার অধিকার ---------- ৮৫
৯৩। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দায়ের, নিষ্পত্তি, ইত্যাদি। ---------- ৮৬

অষ্টম অধ্যায় – পেশাগত অসদাচরণ, ইত্যাদি ---------- ৮৭

৯৪। পেশাগত অসদাচরণ, অপরাধ, চুক্তি বাতিল, ইত্যাদি ---------- ৮৭

নবম অধ্যায় – ক্রয়ে ইলেকট্রনিক পরিচালন (e-GP) পদ্ধতির ব্যবহার, ইত্যাদি ---------- ৯০

৯৫। ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতিতে ক্রয় ---------- ৯০

পরিশিষ্ট ---------- ৯১

পরিশিষ্ট-১: ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদনের সময়সীমা ---------- ৯২

পরিশিষ্ট-২: পণ্য, কার্য, ভৌতসেবা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ের আদর্শ দলিলসমূহের তালিকা ---------- ৯৩

পরিশিষ্ট-৩: ফ্লো-ডায়াগ্রাম – উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি ---------- ৯৬

পরিশিষ্ট-৪: ফ্লো-ডায়াগ্রাম – সীমিত দরপত্র পদ্ধতি ---------- ৯৭

পরিশিষ্ট-৫: ফ্লো-ডায়াগ্রাম – দুই পর্যায় বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি ---------- ৯৮

পরিশিষ্ট-৬: ফ্লো-ডায়াগ্রাম – এক ধাপ দুইখাম পদ্ধতি ---------- ৯৯

পরিশিষ্ট-৭: ফ্লো-ডায়াগ্রাম – কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি ---------- ১০০

পরিশিষ্ট-৮: ফ্লো-ডায়াগ্রাম – সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি ---------- ১০১

পরিশিষ্ট-৯: ফ্লো-ডায়াগ্রাম – গুণগত মান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি ---------- ১০২

পরিশিষ্ট-১০: ফ্লো-ডায়াগ্রাম – নির্দিষ্ট বাজেটভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি ---------- ১০৩

পরিশিষ্ট-১১: ফ্লো-ডায়াগ্রাম – সর্বনিম্ন ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি ---------- ১০৪

পরিশিষ্ট-১২: ফ্লো-ডায়াগ্রাম – একক উৎস ভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচন পদ্ধতি ---------- ১০৫

পরিশিষ্ট-১৩: স্বার্থের সংঘাত ---------- ১০৬

পরিশিষ্ট-১৪: উল্লেখযোগ্যরূপে নিম্নমূল্যের দরপত্রসমূহকে (Significantly low-priced tender) চিহ্নিতকরণ --- ১০৭

ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি
ক্রয় নীতিমালা, ২০২৬

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর পরিচালনা পর্ষদ এর ০২/২০২৬তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ক্রয় নীতিমালা, ২০২৬ প্রণয়ন করা হইল।

১ সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১.০১ এই ক্রয় নীতিমালা **"ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর ক্রয় নীতিমালা, ২০২৬"** নামে অভিহিত হইবে।

১.০২ এই ক্রয় নীতিমালা ১৫ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

১.০৩ এই নীতিমালা কার্যকর হইবার অব্যবহিত পর "ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর ক্রয় নীতিমালা, ২০১৫" রহিত হইবে।

১.০৪ ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর নিজস্ব তহবিল ব্যবহার করিয়া পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৩(গ) প্রযোজ্য হইবে না বিধায় ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয়ের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হইল।

১.০৫ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অর্থের সর্বোত্তম মূল্য, দক্ষতা, নৈতিকতা, গুনগতমান, টেকসই ক্রয়, সম-আচরণ ও অবাধ প্রতিযোগিতা এই ক্রয়নীতিমালার মূলনীতি হিসাবে পরিগণিত হইবে।

১.০৬ ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর পরিচালনা পর্ষদ সময় সময় প্রয়োজন অনুযায়ী এই ক্রয় নীতিমালা পরিবর্তন অথবা সংশোধন করিতে পারিবেন।

১.০৭ এই নীতিমালায় কোনো বিষয় উদ্ধৃত না হইলে বা কোনো বিধান অসম্পূর্ণ থাকিলে, সেই সকল ক্ষেত্রে পরিপূরক হিসেবে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫ অনুসরণ করিতে হইবে।

১.০৮ এই ক্রয় নীতিমালা প্রণয়নের পর ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি ইহার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই ক্রয় নীতিমালার নির্ভরযোগ্য ইংরেজি পাঠ (Authentic English Text) নামে অভিহিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ক্রয় নীতিমালার বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

১.০৯ এই নীতিমালা সর্বসাধারণের সহজ প্রাপ্তির লক্ষ্যে ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

২ সংজ্ঞা: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই ক্রয় নীতিমালায়-

২.০১ **"অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ"** অর্থ ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর অনুমোদিত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি মোতাবেক পণ্য, কার্য, ভৌতসেবা বা বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ের জন্য চুক্তিসম্পাদনের অনুমোদন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ;

২.০২ **"অনুমোদন পদ্ধতি"** অর্থ অনুচ্ছেদ ৩০-এ উল্লিখিত কোনো দরপত্র বা প্রস্তাব অনুমোদন পদ্ধতি;

২.০৩ **"অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated procurement)"** অর্থ কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা ক্ষেত্রমতো কোনো বেসরকারি সংস্থার পক্ষে কোনো ক্রয়কার্য সম্পাদনের

নিমিত্ত ব্যবহারকারী বা স্বত্ত্বাধিকারী সত্তা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্যে পারদর্শী কোনো ক্রয়কারীর উপর উহা সম্পাদনের জন্য অর্পিত ক্রয়কার্য;

২.০৪ **"আইন"** অর্থ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন);

২.০৫ **"আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ"** অর্থ ক্রয়কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে, বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি বা উহার অধীন প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতা পুনঃঅর্পণ বিধি;

২.০৬ **"আবেদনকারী"** অর্থ সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে তালিকাভুক্ত হইবার জন্য, বা সপ্তম অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৮৭ অধীন প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাকযোগ্যতা অর্জনের জন্য আগ্রহ ব্যক্তকরণের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য আগ্রহী ব্যক্তি;

২.০৭ **"ইকনোমিক অপারেটর (Economic operator)"** অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি যিনি কোনো ক্রয়কারীর সহিত চুক্তির অধীনে পণ্যসরবরাহ বা কার্যসম্পাদন বা ভৌতসেবা বা বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগতসেবা সম্পাদনে নিয়োজিত আছেন এবং এই নীতিমালায় বিভিন্ন অনুচ্ছেদের বর্ণনায় সম্মিলিতভাবে ব্যবহারের শর্তে উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে সরবরাহকারী (Supplier), ঠিকাদার (Contractor), সেবাপ্রদানকারী (Service provider) এবং পরামর্শক (Consultant);

২.০৮ **"ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতিতে সরকারি ক্রয় (e-Government Procurement)"** অর্থ কোনো ক্রয়কারী কর্তৃক ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্রয়;

২.০৯ **"উন্মুক্তকরণ (Opening) কমিটি"** অর্থ এই ক্রয় নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১৫ অনুযায়ী গঠিত দরপত্র উন্মুক্তকরণ বা প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটি;

২.১০ **"কল অফ (Call-off) নোটিশ"** অর্থ এই নীতিমালার অধীন পুনঃপুন ক্রয়ের নিমিত্ত সম্পাদিত ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টের আওতায় প্রদত্ত পণ্যসরবরাহ অথবা কার্য বা সেবাসম্পাদন আদেশ, যাহার দ্বারা নির্দিষ্ট একটি ক্রয়ের জন্য চুক্তিসম্পাদিত (Formation of contract) হইবে;

২.১১ **"কার্য"** অর্থ রেলপথ, রাস্তা, সড়ক, মহাসড়ক বা কোনো ভবন, অবকাঠামো বা কাঠামো বা স্থাপনা নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, সাইট প্রস্তুতকরণ, অপসারণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ বা নবরূপদান সংক্রান্ত সকল কাজ, অথবা খননকার্য, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংস্থাপন, অপসারণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ বা নবরূপদান ডেকোরেশনসহ যে কোনো প্রকারের নির্মাণ কাজ এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ভৌতসেবা যদি উহার মূল্য কার্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক না হয়;

২.১২ **"কোটেশন"** অর্থ এই ক্রয় নীতিমালা দ্বারা নির্ধারিত আর্থিক সীমা সাপেক্ষে, সহজলভ্য প্রমিত পণ্য, কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয়ের জন্য দরপত্রদাতাগণের নিকট হইতে লিখিতভাবে প্রাপ্ত মূল্য জ্ঞাপক প্রস্তাব;

২.১৩ **"ক্রয়"** অর্থ কোনো চুক্তির অধীন পণ্য সংগ্রহ বা ভাড়া করা বা সংগ্রহ ও ভাড়ার মাধ্যমে পণ্য আহরণ এবং কার্য বা সেবাসম্পাদন;

২.১৪ **"ক্রয়কারী (Procuring entity)"** অর্থ যে কোনো চুক্তির আওতায় কোনো পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের জন্য প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ক্রয়কারী;

২.১৫ **"ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান (Head of the procuring entity)"** অর্থ ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক;

২.১৬ **"ক্রয় কৌশল (Procurement strategy)"** অর্থ ক্রয় কাজে সর্বোত্তম অর্থমূল্য নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে কোনো ক্রয়প্রক্রিয়াকরণ এবং চুক্তিবাস্তবায়নে প্রকল্প ধারণা, কর্মপরিবেশ, অংশীজন এবং বাজার ও বিকল্প বিশ্লেষণ, টেকসইতা (Sustainability), ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদির আলোকে গৃহীত কৌশল ও পদ্ধতি;

২.১৭ **"গ্রহণযোগ্য (Responsive)"** অর্থ দরপত্র দলিল অথবা প্রস্তাব দলিলে বর্ণিত মূল্যায়ন নির্ণায়কের ভিত্তিতে বিবেচনার যোগ্য;

২.১৮ **"চুক্তিমূল্য (Contract price)"** অর্থ চুক্তিপত্রে উল্লিখিত মূল্য এবং অতঃপর চুক্তির সংস্থান অনুযায়ী সমন্বয়কৃত মূল্য;

২.১৯ **"টেকসই সরকারি ক্রয় (Sustainable public procurement)"** অর্থ এমন একটি প্রক্রিয়া বা কৌশল যাহা টেকসই সরকারি ক্রয় চাহিদা, কারিগরি বিনির্দেশ এবং মানদণ্ডগুলিকে একীভূত করিবে এবং যাহা সম্পদের কার্যকারিতা, পণ্যের মান ও সেবার গুণগতমান বৃদ্ধি এবং ক্রয়ের ক্ষেত্রে সামগ্রিক ব্যয়সমন্বয় করিবার মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা, সামাজিক অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সমর্থন করিবে;

২.২০ **"ঠিকাদার"** অর্থ কোনো কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ক্রয়কারীর সহিত চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি;

২.২১ **"ডে ওয়ার্কস"** অর্থ সেই কাজ যাহা ক্রয়কারী বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নির্দেশ মোতাবেক সম্পন্ন করা হয় এবং যাহার মূল্য ঠিকাদারের শ্রমিক কর্তৃক নিয়োজিত সময় এবং ঠিকাদারের সরঞ্জামাদির ব্যবহারের ভিত্তিতে কার্যের পরিমাণগত হিসাব-সংবলিত বিবরণীতে (Bill of Quantities) উল্লিখিত হারে পরিশোধিত হয়;

২.২২ **"ত্রুটি"** অর্থ চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী কোনো কার্যের / মালামাল সরবরাহের / সেবা প্রদানের অনিষ্পন্ন অথবা অসম্পন্ন অংশ বুঝাইবে;

২.২৩ **"ত্রুটি সংশোধন সংক্রান্ত সনদপত্র (Defects correction certificate)"** অর্থ ঠিকাদার কর্তৃক ত্রুটি সংশোধনের পর বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত সনদ;

২.২৪ **"ত্রুটিজনিত দায়ের মেয়াদ (Defects liability period)"** অর্থ ওয়্যারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে পণ্য ও কার্যের ত্রুটি সংশোধন এবং দায় মোচনের জন্য চুক্তিতে উল্লিখিত মেয়াদ যাহা পণ্য সরবরাহের বা কার্য সমাপনের তারিখ হইতে হিসাব করা হয়;

২.২৫ **"দরপত্র"** বা **"প্রস্তাব"** অর্থ দরপত্র দাখিলের আহ্বান বা, ক্ষেত্রমতো, প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো দরপত্রদাতা বা কোনো পরামর্শক কর্তৃক পণ্য, কার্য বা সেবা সরবরাহের জন্য ক্রয়কারীর নিকট দাখিলকৃত দরপত্র বা প্রস্তাব; এবং কোটেশনও দরপত্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে;

২.২৬ **"দরপত্র দলিল"** বা **"প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিল"** অর্থ দরপত্র বা প্রস্তাব প্রস্তুত করিবার ভিত্তি হিসাবে ক্রয়কারী কর্তৃক কোনো দরপত্রদাতা বা পরামর্শককে সরবরাহকৃত দলিল;

২.২৭ **"দরপত্রদাতা"** অর্থ দরপত্র দাখিলকারী ব্যক্তি;

২.২৮ **"দিন"** অর্থ ভিন্নভাবে কার্যদিবস হিসাবে উল্লিখিত না হইলে, খ্রিস্টীয় পঞ্জিকা বৎসরের দিন;

২.২৯ **"দৈব দুর্ঘটনা (Force Majeure)"** অর্থ ইকনোমিক অপারেটরের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত এমন কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতি, যাহা তাহাদের অবহেলা বা অযত্নের কারণে উদ্ভূত নহে, বা যাহা অদৃষ্টপূর্ব ও অবশ্যম্ভাবী; সরকার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পাদিত কোনো কাজ, যুদ্ধ, বা বিপ্লব, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, অনুপযোগী কার্যক্ষেত্র (জলাবদ্ধতা, ইত্যাদি), অতিমারি, মহামারি, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য আরোপিত বিধি নিষেধ, এবং মালামাল পরিবহণের ক্ষেত্রে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা (Freight embargoes) উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে কেবল উহার মধ্যেই সীমিত থাকিবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, উপর্যুক্ত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ইকনোমিক অপারেটর ক্রয়কারীকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করিবে।

২.৩০ **"পণ্য"** অর্থ কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য ও যন্ত্রপাতি এবং কঠিন, তরল বা বায়বীয় আকারে পণ্যদ্রব্য, বিদ্যুৎ, প্রস্তুতকৃত কম্পিউটার সফটওয়্যার (Off-the-shelf) ও অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তিজাত অথবা সমজাতীয় সফটওয়্যার এবং পণ্যসংশ্লিষ্ট সেবা, যদি উহার মূল্য পণ্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক না হয়;

২.৩১ **"পরামর্শক"** অর্থ পরিকল্পনা, ডিজাইন, স্থাপন এবং কমিশনিং সহ বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদানের জন্য ক্রয়কারীর সহিত চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি;

২.৩২ **"প্রকল্প ব্যবস্থাপক (Project Manager)"** অর্থ চুক্তিতে উল্লিখিত ব্যক্তি অথবা ক্রয়কারী কর্তৃক নিযুক্ত এবং সরবরাহকারী বা ঠিকাদারকে অবহিত যে কোনো উপযুক্ত ব্যক্তি যিনি চুক্তি পরিচালনা এবং কার্য বাস্তবায়ন তদারকির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত;

২.৩৩ **"প্রত্যাশিত সমাপ্তির তারিখ (Intended completion date)"** অর্থ ঠিকাদার কর্তৃক কার্য সমাপনের/গ্রহণযোগ্য পণ্য সরবরাহের/সেবা প্রদানের চুক্তিতে বর্ণিত প্রত্যাশিত তারিখ অথবা বর্ধিত তারিখ;

২.৩৪ **"প্রভিশনাল সাম (Provisional sum)"** অর্থ কার্যের পরিমাণগত হিসাব-সংবলিত বিবরণীতে ক্রয়কারী কর্তৃক উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ বুঝাইবে, যাহা ক্রয়কারী কর্তৃক, স্বেচ্ছাধীন বিবেচনায়, মনোনীত সহঠিকাদারের জন্য অর্থপরিশোধ বা প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয়নির্বাহের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে;

২.৩৫ **"প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ"** অর্থ সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান, বোর্ড;

২.৩৬ **"প্রাকযোগ্যতা"** অর্থ দরপত্রে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসাবে যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য আহ্বান জানাইবার প্রক্রিয়া;

২.৩৭ **"ফর্ম" (Form)** বা **"ছক" (Format)** অর্থ বিপিপিএ কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত বা ক্রয়কারী কর্তৃক পরিমার্জিত কোনো ফর্ম বা ছক;

২.৩৮ **"ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট"** অর্থ পণ্য, কার্য বা সেবার মূল্য এবং ক্ষেত্রমতো, পরিমাণ বা অনুমিত পরিমাণ সম্পর্কিত শর্তাধীন কোনো পণ্য, সাধারণ কার্য, ভৌতসেবা বা বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগতসেবা ক্রয়ের জন্য এক বা একাধিক ক্রয়কারীর সহিত এক বা একাধিক দরপত্রদাতা বা পরামর্শকের সহিত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পাদিত এগ্রিমেন্ট;

২.৩৯ **"বিজ্ঞাপন"** অর্থ বহুল প্রচারের জন্য অনুচ্ছেদ ১০ অনুযায়ী খবরের কাগজ, ওয়েবসাইট অথবা যে কোনো গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন;

২.৪০ **"বিপিপিএ"** অর্থ বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৩২ নং আইন) এর ধারা ৪-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (বিপিপিএ);

২.৪১ **"বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগতসেবা"** অর্থ বুদ্ধিবৃত্তিক অথবা পেশাগত বিষয়ে চুক্তিতে বর্ণিত মতে পরামর্শক কর্তৃক পরামর্শ প্রদান, বা কোনো কম্পিউটার সফটওয়্যার ও অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তিজাত অথবা সমজাতীয় সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ, বা ডিজাইন প্রণয়ন, বা কাজের তত্ত্বাবধান বা ব্যবহারিক জ্ঞান হস্তান্তর বিষয়ক সেবা, এবং সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা;

২.৪২ **"বোর্ড"** অর্থ ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর পরিচালনা পর্ষদ;

২.৪৩ **"ব্যক্তি"** অর্থ ক্রয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ, ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি কারবার, কোম্পানি, সংঘ, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) বা সমবায় সমিতি;

২.৪৪ **"ভৌতসেবা (Physical services)"** অর্থ নিম্নবর্ণিত পরিমাপণীয় সেবা-

ক) পণ্য সরবরাহ বা কার্য সম্পাদনের সহিত সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা প্রদানকারী উপকরণাদি বা কোনো প্রতিষ্ঠানের ভবন ও সরঞ্জাম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, জরিপ, অনুসন্ধানমূলক খননকার্য; বা

খ) যে কোনো বিশেষজ্ঞের সেবা; বা

গ) নিরাপত্তা সেবা, পরিবেশন সেবা, ভূতত্ত্ব বিষয়ক সেবা বা একক সেবাদানমূলক চুক্তির অধীনে তৃতীয় পক্ষ প্রদত্ত কোনো সেবা; বা

ঘ) প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন বা Pre-Shipment Inspection (PSI) এজেন্ট নিয়োগ, ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট নিয়োগ, পণ্য পরিবহন কাজ, ভাড়ায় যানবাহন সংগ্রহ, পণ্য পরিবহনের জন্য পরিবহন ঠিকাদার নিয়োগ বা বিমা ঝুঁকি; বা

ঙ) আউটসোর্সিং (Outsourcing) এর মাধ্যমে ক্রয়কারী কর্তৃক সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে আইনের অধীন নির্দিষ্টকৃত কোনো সেবা বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত কোনো সেবা;

ব্যাখ্যা: এই উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আউটসোর্সিং (Outsourcing) বলিতে ইহার মাধ্যমে সেবা গ্রহণের বিষয়টি সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে জারিকৃত বিধিমালা বা নীতিমালা বা অনুরূপ কোনো নির্দেশনাকে বুঝাইবে।

২.৪৫ **"মনোনীত সহঠিকাদার (Nominated sub-contractor)"** অর্থ কোনো কার্যচুক্তির বিপরীতে ক্রয়কারী কর্তৃক প্রদত্ত মনোনয়নের ভিত্তিতে চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত কোনো নির্দিষ্ট কাজসম্পাদনের নিমিত্ত মূল ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি;

২.৪৬ **"মান"** অর্থ চুক্তিতে বর্ণিত কারিগরি বিনির্দেশ / Bill of Quantities / Terms of Reference অনুযায়ী পণ্য, কার্য বা সেবার গুণগত মান;

২.৪৭ **"মূল্যায়ন কমিটি"** অর্থ দরপত্র অথবা প্রস্তাব খোলার পূর্বে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত দরপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি;

২.৪৮ **"মূল্যায়ন প্রতিবেদন"** অর্থ আবেদনপত্র, দরপত্র বা কোটেশন, আগ্রহব্যক্তকরণপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়নের পর অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত প্রতিবেদন;

২.৪৯ **"লিখিতভাবে"** অর্থ যথাযথভাবে স্বাক্ষরযুক্ত হাতে লিখিত বা যন্ত্রদ্বারা মুদ্রিত কোনো যোগাযোগ এবং যথাযথভাবে প্রমাণীকৃত (Authenticated) ইলেকট্রনিক বার্তাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

২.৫০ **"সমাপ্তির তারিখ"** অর্থ ক্রয়কারী / বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যয়িত কার্য / মালামাল সরবরাহের / সেবা প্রদান সমাপ্তির তারিখ;

২.৫১ **"সরবরাহকারী"** অর্থ পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা সরবরাহের উদ্দেশ্যে ক্রয়কারীর সহিত চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি;

২.৫২ **"সংক্ষিপ্ত তালিকা"** অর্থ আগ্রহ ব্যক্তকরণের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত আবেদনপত্র মূল্যায়নের পর বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগতসেবা প্রদানের প্রস্তাব দাখিলের আহ্বান জানাইবার জন্য যোগ্য বিবেচিত আবেদনকারীগণের তালিকা;

২.৫৩ **"সংশ্লিষ্ট সেবা"** অর্থ পণ্য সরবরাহ চুক্তির সহিত সম্পর্কিত সেবা;

২.৫৪ **"সহপরামর্শক (Sub-consultant)"** অর্থ পরামর্শক কর্তৃক প্রদেয় সেবার কোনো নির্দিষ্ট অংশসম্পাদনের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি বা সংস্থা,

২.৫৫ **"সহঠিকাদার (Sub-contractor)"** বলিতে চুক্তিবদ্ধ কার্যের কোনো অংশসম্পাদনের জন্য ঠিকাদারের সহিত চুক্তিবদ্ধ কোনো ব্যক্তি বা বিধিবদ্ধ সংস্থাকে বুঝাইবে এবং নির্বাচিত স্থানে কাজও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

২.৫৬ **"সেবা"** অর্থ পণ্য সংশ্লিষ্ট সেবা, ভৌতসেবা বা বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা,

২.৫৭ **"সেবাপ্রদানকারী"** অর্থ ভৌতসেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ক্রয়কারীর সহিত চুক্তিসম্পাদনকারী ব্যক্তি;

২.৫৮ **"স্বার্থের সংঘাত"** অর্থ এইরূপ অবস্থা যেখানে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক স্বার্থ কোনো ক্রয়কারীকে মিতব্যয়িতা, দক্ষতা, স্বচ্ছতা, সুবিচার, এবং দরপত্র বা প্রস্তাবসমূহের প্রতি সম আচরণ নিশ্চিত করিবার ক্ষেত্রে প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্রয় কৌশল, প্রশাসনিক অনুমোদন, কারিগরি অনুমোদন, বিজ্ঞাপন, দরপত্র বা প্রস্তাব দলিল প্রস্তুতকরণ, দাখিল, ইত্যাদি

৩ ক্রয়কৌশল (Procurement strategy) প্রণয়ন এবং ক্রয়পদ্ধতি নির্বাচন

৩.০১ ক্রয়কারী পণ্যের প্যাকেজ গঠন ও ক্রয়পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে—

ক) ক্রয়তব্য পণ্যের ধরন ও প্রাক্কলিত ব্যয়;
খ) স্থানীয় বাজারে সংশ্লিষ্ট পণ্যের প্রাপ্যতা;
গ) স্থানীয় বাজারে প্রাপ্য সংশ্লিষ্ট পণ্যের মান, উৎস ও ব্র্যান্ড;
ঘ) মনোনীত পণ্যের মূল্য;
ঙ) প্রয়োজনীয় পরিমাণ পণ্যসরবরাহে স্থানীয় সরবরাহকারীদের সামর্থ্য;
চ) সংশ্লিষ্ট জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য এবং উৎপাদিত পণ্যের মান;
ছ) বাজার পরিস্থিতি এবং প্রত্যাশিত প্রতিযোগিতা;
জ) ক্রয়ের জরুরি প্রয়োজনীয়তা;
ঝ) প্রাপকের ভান্ডারের ধারণক্ষমতা এবং প্রস্তাবিত সরবরাহের শর্তাদি ও সূচি; এবং
ঞ) স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সরবরাহ-সংক্রান্ত ঝুঁকি।

৩.০২ ক্রয়কারী, পুনঃপুন আবশ্যক এইরূপ পণ্য সরবরাহের জন্য, অনুচ্ছেদ ৪৭ অনুযায়ী ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট ব্যবহার করিতে পারিবে এবং সুবিধাজনক হইলে লটভিত্তিক বা আইটেমভিত্তিক দরপত্র আহ্বান করিতে পারিবে।

৩.০৩ ক্রয়কারী প্যাকেজ প্রণয়নে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিবে এবং সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের সংখ্যা যেন হ্রাস না পায় উহা নিশ্চিত করিবার জন্য একটি প্যাকেজে বেশিসংখ্যক আইটেম অন্তর্ভুক্ত করিবে না।

৩.০৪ সাধারণত একই ধরনের সরবরাহকারীগণ কর্তৃক সরবরাহ করা হইয়া থাকে, শুধু এইরূপ আইটেমসমূহের সমন্বয়ে ক্রয়কারী প্রতিটি লট সুবিন্যস্ত করিবে। পণ্যসরবরাহের জন্য লটভিত্তিক (Lot-by-lot basis) দরপত্র আহ্বান করা হইলে, প্রতিটি লটই একটি দরপত্র হিসাবে গণ্য হইবে।

৩.০৫ একটি প্যাকেজের অধীনে একাধিক লট থাকিলে, উক্ত প্যাকেজভুক্ত সকল লট একইসঙ্গে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ, মূল্যায়ন এবং অনুমোদনের জন্য বিবেচনা করিতে হইবে।

৩.০৬ কোনো একক প্যাকেজকে একাধিক ক্ষুদ্রতর প্যাকেজে বা একাধিক লটে বিভক্ত করা হইলে, উহার কোনো একটি প্যাকেজ বা লটের জন্য চুক্তিসম্পাদনের নোটিশ প্রদানের পূর্বে, প্যাকেজসমূহ বা লটসমূহের সামষ্টিক মূল্য যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের এখতিয়ারভুক্ত সেই কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিটি প্যাকেজ বা লটের দরপত্র অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে।

৩.০৭ ক্রয়কারী, কার্যের প্যাকেজ গঠন ও ক্রয়পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে—

ক) কার্যের প্রকৃতি ও প্রাক্কলিত ব্যয়;
খ) নির্মাণ সেক্টরের বিদ্যমান অবস্থা;
গ) স্থানীয় ঠিকাদারদের সামর্থ্য;
ঘ) প্রত্যাশিত প্রতিযোগিতা;
ঙ) ভৌগোলিক অবস্থান;
চ) কার্যসম্পাদনে প্রয়োজনীয় সময়;
ছ) প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়।

৩.০৮ ক্রয়কারী, ভৌতসেবার প্যাকেজ গঠন ও ক্রয়পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে

ক) ভৌতসেবার প্রকৃতি, মান এবং প্রাক্কলিত ব্যয়;

খ) সংশ্লিষ্ট সেবা সেক্টরের বিদ্যমান অবস্থা;

গ) ক্রয়ের জরুরি প্রয়োজনীয়তা;

ঘ) স্থানীয় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য;

ঙ) প্রত্যাশিত প্রতিযোগিতা;

চ) সেবাসম্পাদনের প্রত্যাশিত তারিখ;

ছ) প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়।

৩.০৯ ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর নিজস্ব বাজেটের অধীন উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোনো ক্রয়চাহিদাকে একাধিক প্যাকেজে ও লটে বিন্যস্ত করিবার ক্ষেত্রে, ক্রয়কারী এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৪ অনুসরণে কোনো ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে প্রস্তাবিত ক্রয়কার্য এবং ক্রয়ের বিষয় সতর্কতার সহিত পর্যালোচনা করিয়া এবং ক্রয়ের বৈশিষ্ট্য ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া প্যাকেজে ও লটে বিন্যস্তকরণ এবং প্রয়োগযোগ্য ক্রয় পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো প্রকল্পের অধীন প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নিরূপিত চাহিদার বিপরীতে বাজার পরিস্থিতি, ক্রয়ের সম্ভাব্য ঝুঁকি, সম্ভাব্য সমাধানের বিকল্পসমূহের বিশ্লেষণ, স্থানীয় ইকনোমিক অপারেটরগণের সামর্থ্য, টেকসইতা, ক্রয়কারীর সামর্থ্য, প্রত্যাশিত প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় লইয়া একটি ক্রয়কৌশল প্রণয়ন করিবে যা প্রকল্প দলিলে সন্নিবেশিত হইবে এবং উহার অনুবর্তীক্রমে উক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের সার্বিক ক্রয়পরিকল্পনা প্রণীত হইবে।

৩.১০ উপ-অনুচ্ছেদ ৩.০৯-এ বর্ণিত ক্রয়কৌশল প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ক্রয়কারী কর্তৃক বাজার পরিস্থিতি তথা বাজারে বিদ্যমান সমাধানের বিকল্প সম্পর্কে অবহিত হইবার লক্ষ্যে সম্ভাব্য ইকনোমিক অপারেটরগণের সমন্বয়ে প্রারম্ভিক বাজার সম্পৃক্ততার (Early market engagement) উদ্যোগ গ্রহণ করা যাইবে এবং সেইক্ষেত্রে ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর ওয়েবসাইটে ন্যূনতম ১৪ (চৌদ্দ) দিন সময় প্রদানপূর্বক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া সম্ভাব্য দরদাতা বা ইকনোমিক অপারেটরদের আমন্ত্রণপ্রদান, অতঃপর তাহাদের আগ্রহের ভিত্তিতে প্রাকক্রয় সভা (Pre-procurement conference) আয়োজন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রারম্ভিক বাজার সম্পৃক্ততার ধারাবাহিকতায় গৃহীত ক্রয়কার্যে কোনোভাবেই যেন সীমাবদ্ধকর প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি না হয়, সেই বিষয়ে ক্রয়কারী সতকর্তা অবলম্বন করিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত প্রারম্ভিক বাজার সম্পৃক্ততার মাধ্যমে নির্দিষ্টকৃত কোনো ক্রয়চাহিদা বা প্রস্তুতকৃত বিনির্দেশের মাধ্যমে কোনো ক্রয়প্রক্রিয়াকরণে সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী বাধ্য থাকিবে না।

৪ প্রশাসনিক অনুমোদন এবং বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন

৪.০১ প্রত্যেক অর্থ বছরের শুরুতে ক্রয়কারী কেবলমাত্র একটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে এবং ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিকট হইতে অনুমোদন নিতে হইবে। এই অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রশাসনিক অনুমোদন হিসাবে বিবেচিত হইবে।

৪.০২ ক্রয় প্রক্রিয়ায় বিলম্ব, পুনঃদরপত্র আহ্বান এবং অন্যান্য অদৃষ্টপূর্ব (Unforeseen) পরিবর্তন বা সীমাবদ্ধতা বিবেচনাক্রমে ক্রয়কারী নিজস্ব প্রয়োজনে ক্রয় পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক সাধারণত ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উহা হালনাগাদ বা সংশোধন করিবে।

৪.০৩ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের সময় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির পরিবর্তে অন্য যে কোনো পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলির আলোকে কারণ অথবা যৌক্তিকতাসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৪.০৪ ক্রয়কারী উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচির অধীন ক্রয়ের ক্ষেত্রে, অনুসারে প্রকল্পের পূর্ণ মেয়াদকালের জন্য সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে এবং উহা উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (DPP) বা কারিগরি/ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (TPP/TAPP) প্রস্তাবের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

৪.০৫ ক্রয়কারী উহার সার্বিক বা বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় কোনো নির্দিষ্ট ক্রয়পদ্ধতি বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা পরিহারের উদ্দেশ্যে, সাধারণত একটি প্রকল্প বা কর্মসূচি বা ক্রয়চাহিদার কোনো অংশ নিম্নতর মূল্যমানের একাধিক প্যাকেজে বিভক্ত করিবে না।

৪.০৬ ক্রয়কারী, মূল্যায়নের সময় আড়াআড়ি অবহার (Cross-discounts) প্রদান সংক্রান্ত বিধানের প্রয়োগ সহজ করিবার উদ্দেশ্যে, সার্বিক ক্রয়পরিকল্পনায় অনুমোদিত কোনো প্যাকেজ সাধারণত ৫ (পাঁচ) টির অধিক লটে বিভক্ত করিবে না।

৪.০৭ ক্রয়কারী কোনো ক্রয়চাহিদাকে ক্ষুদ্রতর একাধিক প্যাকেজে বা কোনো প্যাকেজকে একাধিক ক্ষুদ্রতর লটে বিভক্ত করিবার সময় অথবা বিপরীতক্রমে একাধিক প্যাকেজ বা লটকে বৃহত্তর একটি প্যাকেজ বা লটে একত্রিত করিবার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিবে-

ক) সুপারিশকৃত আকারের প্যাকেজ বা লটের জন্য গ্রহণযোগ্য (Responsive) দরপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সামর্থ্য;

খ) সুপারিশকৃত আকারের প্যাকেজ বা লটের জন্য পর্যাপ্ত যোগ্য ইকনোমিক অপারেটরগণের সংখ্যা ও সম্ভাব্য প্রতিযোগিতা; এবং

গ) সম্ভাব্য কার্য চুক্তির ক্ষেত্রে, উক্ত কার্যের জন্য নির্ধারিত স্থানের ভৌগোলিক অবস্থানের বিবেচনায় উহার বাস্তবায়নজনিত সুবিধা।

৪.০৮ কোনো প্রশাসনিক অনুমোদন বা বরাদ্দপ্রাপ্তির পূর্বেই নিজস্ব বাজেটের অধীন প্রস্তাবিত কোনো ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে ক্রয়কারী, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের অনুমোদনক্রমে, উক্তরূপ ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাজেটে প্রশাসনিক অনুমোদন বা বরাদ্দপ্রাপ্তির পূর্বে উক্তরূপ ক্রয়ের বিপরীতে চুক্তিসম্পাদনের নোটিশ জারি করা যাইবে না এবং ক্রয়কারী কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের অধীন গৃহীত ব্যবস্থাদি সংশ্লিষ্ট বাজেটের কোনো ক্রয়চাহিদার বিপরীতে প্রশাসনিক অনুমোদন বা বরাদ্দপ্রদানের অনুকূলে প্রেক্ষাপট হিসাবে উপস্থাপন করা যাইবে না।

৪.০৯ উপ-অনুচ্ছেদ ৪.০৮ এ বর্ণিত ক্রয় প্যাকেজটি প্রশাসনিক অনুমোদন বা বাজেট বরাদ্দপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সংশোধনযোগ্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৫ কারিগরি অনুমোদন

৫.০১ যে কোনো ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বে একটি দাপ্তরিক প্রাক্কলন অবশ্যই থাকিতে হইবে যাহা অনুমোদিত বিস্তারিত ডিজাইন (যদি থাকে), প্রকৌশল জরিপ, কার্যস্থান নির্ধারণ ইত্যাদি দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে যাহাতে শিডিউল বহির্ভূত এবং সাপ্লিমেন্টারি আইটেম পরিহার করা যায় এবং সাপ্লিমেন্টারি চুক্তির প্রয়োজন না হয়।

৫.০২ প্রত্যেক পণ্য / কার্য / সেবা ক্রয়ের জন্য একটি সঠিক বিস্তারিত প্রাক্কলন অবশ্যই প্রস্তুত করিতে হইবে।

৫.০৩ প্রস্তুতকৃত দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় সার্বিক বা বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় উল্লিখিত প্রাক্কলিত ব্যয় হইতে অধিক হইলে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান এবং অধিক না হইলে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (যদি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিম্নে হন) কর্তৃক অনুমোদনপূর্বক ক্রয়কারীর নিকট ফেরত প্রদান করিতে হইবে এবং ক্রয়কারী অতঃপর, দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় সিলগালা করিয়া রাখিবে, যাহা দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির নিকট দরপত্র খোলার প্রাক্কালে হস্তান্তর করিবে এবং দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি দরপত্র উন্মুক্তকরণ সভায় দাপ্তরিক প্রাক্কলিতমূল্য ঘোষণাপূর্বক দরপত্র উন্মুক্তকরণ শিটে উহা লিপিবদ্ধ করিবে।

৫.০৪ কোনো ক্রয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনুমোদনকারী কর্মকর্তা পদস্থ না থাকিলে পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ের কর্তৃপক্ষ কারিগরি অনুমোদন প্রদানকারী কর্মকর্তা হইবেন। তবে যে ক্ষেত্রে বোর্ড অনুমোদনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত, সে সকল ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক প্রাক্কলন অনুমোদন করিতে হইবে।

৫.০৫ দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিল চূড়ান্তকরণের পূর্বে বা দরপত্র বা প্রস্তাব আহ্বানের পূর্বে ক্রয়কারী, নিজ দপ্তর হইতে বা প্রয়োজনে অন্য ক্রয়কারী দপ্তরের কর্মকর্তার সমন্বয়ে কমপক্ষে ৩ (তিন) হইতে অনধিক ৫ (পাঁচ) জন সদস্য বিশিষ্ট একটি বিনির্দেশ ও প্রাক্কলন কমিটি গঠন করিবে।

৫.০৬ উপ-অনুচ্ছেদ ৫.০৫ অনুযায়ী গঠিত বিনির্দেশ ও প্রাক্কলন কমিটি পণ্য, কার্য, ও ভৌতসেবা ক্রয়ে কারিগরি বা কার্যসম্পাদন বা সেবাসম্পাদন বিনির্দেশ বা বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগতসেবা ক্রয়ে কর্মপরিধি প্রণয়ন করিবে এবং পরবর্তীকালে বাজার দর যাচাই বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত দর তফসিল মোতাবেক দাপ্তরিক ব্যয়প্রাক্কলন প্রণয়ন করিবে।

৫.০৭ ক্রয়কারী দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিল চূড়ান্তকরণের পূর্বে বা দরপত্র বা প্রস্তাব আহ্বানের পূর্বে ক্রয়কারী কর্তৃক উপ-অনুচ্ছেদ ৫.০৫ অনুসরণে গঠিত কমিটি দ্বারা, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্রয় নির্বিশেষে স্থানীয় মুদ্রায়, কোনো নির্দিষ্ট ক্রয়ের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় (Official cost estimate) প্রস্তুত করিবে এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় প্রস্তুতকালে পরিবহণ ব্যয়, ওভারহেড, মুনাফা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যয় (যেমন- বিমা পলিসি গ্রহণ, ইত্যাদি), ভৌগোলিক অবস্থান, চুক্তি বাস্তবায়নে প্রযোজ্য কারিগরি ও বাণিজ্যিক শর্তাদি, জটিলতা (Complexity), অনগ্রসরতা, জেলা সদর বা ক্রয় কার্যস্থল হইতে দূরত্ব, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, মূল্য সংযোজন কর (VAT), কাস্টম শুল্ক (Custom duties) এবং আয়করসহ (IT) আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রযোজ্য বিষয়সমূহ আবশ্যিকভাবে বিবেচনা করিবে।

৫.০৮ বিনির্দেশ ও প্রাক্কলন কমিটির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫" ও উহার সংশোধনী অনুযায়ী উহার প্রত্যেক সদস্যকে ফি বা সম্মানি প্রদান করা যাইবে।

৬ দরপত্র বা প্রস্তাব দলিল প্রস্তুতকরণ

৬.০১ ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রাকযোগ্যতা, দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সংবলিত দলিল বিপিপিএ কর্তৃক জারিকৃত বা জারিকৃতব্য আদর্শ দলিলসমূহ (Standard Documents) অনুযায়ী হইতে হইবে। পরিশিষ্ট-২ এ আদর্শ দলিল সমূহের তালিকা প্রদান করা হইল।

৬.০২ সরবরাহের জন্য নির্দিষ্টকৃত পণ্য বা সরঞ্জামাদি, অথবা সম্পাদিতব্য কার্য কারিগরি বিনির্দেশের সহিত সংগতিপূর্ণ কি-না উহা নির্ধারণ করিবার জন্য যে পরীক্ষা (test), মান ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা হইবে উহা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, দরপত্র দলিলে সঠিকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

৬.০৩ কারিগরি অনুমোদন প্রদানকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দরপত্র দলিল অনুমোদিত হইতে হইবে। তবে যেই ক্ষেত্রে কারিগরি অনুমোদনে বোর্ড ক্ষমতাবান সেই ক্ষেত্রে দরপত্র দলিল ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

৬.০৪ কোনো ক্রয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্রয়পদ্ধতি এবং ক্রয়ের ধরনের আলোকে বিপিপিএ কর্তৃক আদর্শ দলিল প্রকাশিত না হইলে ক্রয়কারী বিপিপিএ'র অন্যান্য আদর্শ দলিলের সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে স্বীয় প্রণীত দরপত্র দলিল ব্যবহার করিতে পারিবে।

৬.০৫ ক্রয়কারী টেকসই ক্রয় নিশ্চিতকরণার্থে বিপিপিএ কর্তৃক প্রণীত টেকসই ক্রয় নীতিমালা (Sustainable public procurement policy) প্রয়োজনীয় অভিযোজন অনুযায়ী ক্রয়কার্য সম্পাদন করিবে।

৬.০৬ ক্রয়কারী ক্রয়ের আর্থিক উদ্দেশ্য বা পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এমন বিষয়াদি এবং শ্রমিকদের মজুরি ও তৎসংশ্লিষ্ট সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, শিশুশ্রম নিষিদ্ধকরণ, ইত্যাদি সংক্রান্ত কোনো বিধানের সহিত সংগতিপূর্ণ শর্তসমূহ অন্তর্ভুক্ত করিয়া ক্রয়সংক্রান্ত দলিল প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৭ কারিগরি বিনির্দেশ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি

৭.০১ ক্রয়কারী কোনো সুনির্দিষ্ট ক্রয়ের প্রয়োজনীয় শর্তসমূহের বিবরণ প্রদানের সময়, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি প্রদান করিবে-

ক) ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত পণ্য, কার্য বা সেবার নাম ও বিবরণ;

খ) পণ্য, কার্য বা সেবার মান;

গ) প্রার্থিত কার্য-সম্পাদন যোগ্যতা (Required performance standard); এবং কর্মক্ষমতার মেয়াদকাল;

ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, টেকসই ক্রয়ের উপাদানসমূহের বিবরণ;

ঙ) নিরাপত্তার মান ও মাত্রা;

চ) ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত পণ্য মোড়কজাতকরণ, চিহ্নিতকরণ ও লেবেল আঁটার জন্য ব্যবহার্য প্রতীক ও পরিভাষা;

ছ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া;

জ) পণ্যের উপযোগিতা নিরূপণের জন্য কোনো পরীক্ষা পদ্ধতি থাকিলে তাহার উল্লেখ;

ঝ) অত্যধিক কারিগরি গুরুত্বের জন্য দরপত্র দলিলে প্রস্তুতকারীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে; বিশেষ করে টারবাইন, জেনারেটর, গ্যাস বুস্টার কম্প্রেসর, মিটার, কন্ট্রোল, প্রটেকশন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এর জন্য কমপক্ষে পৃথিবীর প্রসিদ্ধ তিনটি প্রস্তুতকারীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। নামসমূহ ভেন্ডর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

৭.০২ কারিগরি বিনির্দেশে কোনো পণ্যের ট্রেডমার্ক বা পণ্যের ব্যবসায়িক নাম (Trade name), পেটেন্ট, নকশা বা ধরন, এক বা একাধিক উৎস দেশের নাম (Specific one or few country(ies) of origin), উৎপাদনকারী বা সেবাসরবরাহকারীর নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হইলে "বা একইরূপ, বা সমতুল্য, or equivalent" শব্দগুচ্ছ যোগ করিতে হইবে।

৭.০৩ ক্রয়কারী বিশেষ কোনো দরপত্রের জন্য অবশ্যপূরণীয় শর্ত সম্প্রসারিত বা সংশোধন করিতে পারিবে, যথা:-

ক) টার্ন কি (Turn key) চুক্তি, যাহার ডিজাইন প্রণয়ন, নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন এবং চালুকরণ (Commissioning) সম্পর্কিত দায়িত্ব কোনো ঠিকাদারের উপর বর্তায়, সেই সকল কার্য কোনো দরপত্রদাতা কর্তৃক সমন্বিতভাবে সম্পাদন করিবার সামর্থ্য আছে কি-না বা উহার জন্য ক্রয়কারীর পৃথক বা বিশেষ কোনো শর্ত প্রতিপালন আবশ্যক কি-না উহা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে দরপত্র দলিলে অতিরিক্ত বা বিশেষ তথ্য প্রদানের জন্য; বা

খ) কোনো ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়কারীর প্রয়োজনীয়তার নিরিখে অথবা সংশ্লিষ্ট ইন্ডাস্ট্রি বা সেক্টরের প্রচলিত রীতি-নীতি অনুযায়ী অতিরিক্ত বা ভিন্নতর তথ্যপ্রদানের জন্য।

৭.০৪ ক্রয়কারী ভৌতসেবাসংশ্লিষ্ট কোনো সুনির্দিষ্ট ক্রয়ের প্রয়োজনীয় শর্তসমূহের বিবরণ প্রদানের সময়, নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি প্রদান করিবে-

ক) ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত ভৌতসেবার নাম, ধরন ও বিবরণ;

খ) সেবার প্রত্যাশিত মান ও ফলাফল বিনির্দেশ (Expected output);

গ) সেবাসম্পাদনে প্রয়োজনীয় সম্পদ, যন্ত্রপাতির বিনির্দেশ ও পরিমাণ এবং প্রয়োজনীয় জনবলের বিবরণ (Required inputs);

ঘ) ভৌগোলিক অবস্থান ও সাইটের অবস্থা;

ঙ) সেবাসম্পাদন পরিমিতি;

চ) ঝুঁকি ও পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা;

ছ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টেকসইতা নিশ্চিতকরণের উপাদানসমূহের সংশ্লেষ।

৭.০৫ এই নীতিমালার উপ-অনুচ্ছেদ (৫.০৫) অনুযায়ী ক্রয়কারী কর্তৃক গঠিত বিনির্দেশ ও প্রাক্কলন কমিটি পণ্য, কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয়ে কারিগরি বিনির্দেশ (Technical specifications) বা অন্যান্য বিনির্দেশ বা অনুচ্ছেদ ৬০ অনুযায়ী বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগতসেবা ক্রয়ে কর্মপরিধি (Terms of Reference) প্রণয়ন করিবে।

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো ক্রয়কারী সংস্থা কর্তৃক ক্রয়ে সচরাচর প্রয়োজনীয় পণ্য, কার্য বা ভৌতসেবার প্রমিত কারিগরি ও অন্যান্য বিনির্দেশ প্রণয়ন করিতে চাহিলে উহারা নিজস্ব কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া তাহা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৮ দরপত্র মূল্য নির্ধারণে অনুসরণীয় বিধান

৮.০১ কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থলে কোনো পণ্যসরবরাহ, বা কোনো কার্যসম্পাদন বা স্থাপনের (Installation) মূল্যসহ ইকনোমিক অপারেটর কর্তৃক প্রদেয় সকল সংশ্লিষ্ট ও সহায়ক সেবার মূল্যের ভিত্তিতে দরপত্র আহ্বান করিতে হইবে।

৮.০২ চুক্তি সম্পাদন করা হইলে, ইকনোমিক অপারেটর কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর ও শুল্কসহ যে কর প্রদেয় হইবে তাহা আলাদা আলাদা ভাবে দরপত্র দলিলের মূল্য তফসিলে উল্লেখ করিতে হইবে।

৮.০৩ দরপত্র দলিলে উল্লেখ থাকিবে যে:

ক) দরপত্রের মূল্য স্থির বা নির্দিষ্ট থাকিবে; বা

খ) কোনো চুক্তির মুখ্য অংশের যেমন- শ্রম, যন্ত্রপাতি, উপাদান, জ্বালানি মূল্যের, উর্ধ্বমুখ বা অধোমুখ, পরিবর্তনের ফলে দরপত্র মূল্য সমন্বয় করা যাইতে পারে। এ ধরণের সমন্বয়ের ভিত্তি দরপত্র দলিলে উল্লেখ করিতে হইবে।

৮.০৪ কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয়ে কোনো চুক্তিবাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ১৮ (আঠারো) মাসের বেশি সময় আবশ্যক হইলে, সেইক্ষেত্রে দরপত্র দলিলে বর্ণিত ফরমুলা অনুসরণক্রমে মূল্য সমন্বয় করা যাইতে পারে:

তবে শর্ত থাকে যে, ক্রয়কারী, ১৮ (আঠারো) মাসের কম সময় আবশ্যক এইরূপ চুক্তির ক্ষেত্রে, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের অনুমোদনক্রমে, প্রয়োজনে, মূল্য সমন্বয়ের ব্যবস্থা রাখিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, স্থিরমূল্য (Fixed priced) চুক্তিতে প্রত্যাশিত কার্যসমাপ্তির বা সেবাসম্পাদনের তারিখ সম্প্রসারণ করিয়া মোট চুক্তি বাস্তবায়নকাল ১৮ (আঠারো) মাস অতিক্রান্ত হইলে সেই ক্ষেত্রে মূল্যসমন্বয় করা যাইবে না বা সেই মোতাবেক অর্থপরিশোধ করা যাইবে না।

৮.০৫ সাধারণ বাণিজ্যিক রীতি-নীতির আওতায় সরবরাহের সময়সীমা নির্বিশেষে কোনো পণ্য নির্দিষ্ট মূল্যে সংগ্রহের ক্ষেত্রে মূল্যসমন্বয়ের শর্ত আরোপ করা যাইবে না।

৯ ক্রয়সংক্রান্ত দলিল বিতরণ ও রেকর্ড সংরক্ষণ

৯.০১ প্রাকযোগ্যতা, কোটেশন, আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিল বিক্রয়ের সময় কোনো পূর্বশর্ত আরোপ করা যাইবে না এবং উহা দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণের পূর্বদিন পর্যন্ত উল্লিখিত দলিলসমূহ বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করিতে হইবে।

৯.০২ কোনো ব্যক্তির অনুকূলে প্রাকযোগ্যতা, কোটেশন, আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিল জারি করিবার ক্ষেত্রে ক্রয়কারী নিম্নবর্ণিত তথ্য সংরক্ষণ করিবে

ক) ক্রয়সংক্রান্ত দলিল জারি সংক্রান্ত রেফারেন্স নম্বর;

খ) ব্যক্তির নাম ও ডাক যোগাযোগের ঠিকানা;

গ) টেলিফোন বা সেলফোন নম্বর ও ই-মেইল; এবং

ঘ) ক্রয়কারী কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত অন্য কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য।

১০ বিজ্ঞাপন

১০.০১ পণ্য, কার্য, ভৌতসেবা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ের জন্য ক্রয়কারী, ক্ষেত্রমতো, প্রাকযোগ্যতা বা তালিকাভুক্তির আবেদন বা দরপত্র আহ্বান এবং আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ-সংবলিত বিজ্ঞাপন সরাসরি প্রকাশ করিবে।

১০.০২ ক্রয়কারী উহার বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত আবশ্যকীয় ক্রয়কার্য সম্পাদনের জন্য বিজ্ঞাপন প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে:

ক) প্রাকযোগ্যতা, তালিকাভুক্তিকরণ, দরপত্র বা আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ সংবলিত বিজ্ঞাপন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বহুল প্রচারিত কমপক্ষে একটি বাংলা এবং একটি ইংরেজি সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে হইবে;

খ) ক্রয়কারী বিজ্ঞাপন প্রদানের জন্য সুবিদিত এবং সর্বজনগ্রাহ্য বহুল প্রচারিত জাতীয় সংবাদপত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্কতার সহিত বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করিবে;

গ) জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞাপন প্রদানের অতিরিক্ত হিসাবে প্রাক্কলিত মূল্য ০১ (এক) কোটি টাকার উর্ধ্বের কোনো অভ্যন্তরীণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঢাকার বাহিরে কার্যরত কোনো ক্রয়কারী, সরকারি মিডিয়া তালিকাভুক্ত বহুল প্রচারিত ১ (এক) টি আঞ্চলিক বা স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রে ১ (এক) দিনের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিবে;

ঘ) বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইলে, ক্রয়কারী উক্ত সংস্করণের প্রতিটি কপিতে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন প্রচারের নিশ্চয়তা বিধান করিবে;

ঙ) যদি বিজ্ঞাপনের ব্যয় বহুল প্রচারের ক্ষেত্রে বাঁধাস্বরূপ হয়, তাহা হইলে ক্রয়কারী বিজ্ঞাপনের আকার হ্রাস করিবার বিষয়টি বিবেচনা করিতে পারিবে এবং বহুল প্রচার ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করিবার জন্য অধিক সংখ্যক সংবাদপত্রে উহা প্রচারের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

চ) বিজ্ঞাপন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকযোগ্যতা দরপত্র বা প্রস্তাব দলিল আগ্রহী আবেদনকারী বা দরপত্রদাতাগণের নিকট বিতরণের জন্য প্রস্তুত রাখিতে হইবে;

ছ) বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর যদি পরবর্তীতে উক্ত বিজ্ঞাপনের পরিবর্তন বা সংশোধন করা হয়, তাহা হইলে পূর্ববর্তী বিজ্ঞাপন যে যে সংবাদপত্রে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হইয়াছিল উক্ত পরিবর্তন বা সংশোধন সেই একই সংবাদপত্রে ও ওয়েবসাইটে পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা শ্রেয় হইবে;

জ) আহ্বান-সংবলিত সকল বিজ্ঞাপন ক্রয়কারীর ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করিতে হইবে; দরপত্র দলিলের নমুনা কপি পিডিএফ ফরম্যাট এ ওয়েবসাইটে আপলোড করিতে হইবে। কোনো দরপত্র দলিল ক্রয়কারীর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হইলে ক্রয়কারী নিশ্চিত করিবে যে:

অ) দরপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত সর্বশেষ সময়সীমা উত্তীর্ণের পূর্বে উহা ওয়েবসাইট হইতে সরানো হইবে না; এবং

আ) দরপত্র দলিলে কোনো সংশোধন আনয়ন করা হইলে এবং দরপত্র দলিলসম্পর্কিত বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করা হইলে, রেফারেন্স নম্বর ও তারিখসহ উহা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

ঝ) ক্রয়কারী দরপত্র বা প্রস্তাব আহ্বান-সংবলিত বিজ্ঞাপন বিপিপিএ এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিবে যখন পণ্য, কার্য ও ভৌতসেবার দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য ১ (এক) কোটি টাকা বা উর্ধ্বে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা বা উর্ধ্বে হয়। বিজ্ঞাপন যুগপৎ বিপিপিএ এবং পত্রিকায় প্রেরণ করিতে হইবে।

১০.০৩ তালিকাভুক্তি, প্রাকযোগ্যতা, বা দরপত্র আহ্বানপত্র এবং আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ-সংবলিত বিজ্ঞাপন প্রকাশের ক্ষেত্রে বিপিপিএ কর্তৃক জারিকৃত ছক অনুসরণ করিতে হইবে।

১১ দরপত্র দলিলের সংশোধন

১১.০১ দরপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণের পূর্বে ক্রয়কারী, যে কোনো সময়, স্বীয় উদ্যোগে বা দরপত্র দলিল ক্রয় করিয়াছে এইরূপ দরপত্রদাতার অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে মূল দরপত্র দলিলের সংশোধন বা সংযোজন হিসাবে জারির মাধ্যমে কোনো দরপত্র দলিল পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবে।

১১.০২ উপ-অনুচ্ছেদ (১১.০১) এর আওতায় সংশোধন বা সংযোজন দরপত্র দলিলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হইবে এবং উহা ইস্যুর তারিখ ও নম্বর উল্লেখ থাকিবে এবং যে সকল দরপত্রদাতা দরপত্র দলিল ক্রয় করিয়াছেন তাহাদের নিকট উহা ফ্যাক্স, ই-মেইল বা ডাকযোগে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে দরপত্রদাতাগণ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন।

১১.০৩ দরপত্রদাতাগণ ০৩ (তিন) কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সংশোধন বা সংযোজনের প্রাপ্তিস্বীকার করিবে।

১১.০৪ যে সকল দরপত্রদাতা দরপত্র দলিল ক্রয় করিয়াছেন কিন্তু উপ-অনুচ্ছেদ (১১.০২) এর অধীন ইস্যুকৃত সংশোধন বা সংযোজন প্রাপ্ত হন নাই, তাহারা দরপত্র দাখিলের জন্য প্রদত্ত সময়ের দুই-তৃতীয়াংশ সময় অতিক্রান্ত হইবার পরে ফ্যাক্স, ই-মেইল বা ডাকযোগে উক্ত বিষয়ে ক্রয়কারীকে অবহিত করিবেন।

১১.০৫ অনুচ্ছেদ ১০ মোতাবেক দরপত্র দলিল ক্রয়কারীর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হইলে উক্ত দলিলের পরিবর্তন বা সংশোধন, উহার রেফারেন্স নম্বর ও তারিখ সহকারে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

১১.০৬ দরপত্র প্রস্তুতের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের কম সময় অবশিষ্ট থাকাবস্থায় দরপত্র দলিলে কোনোরূপ পরিবর্তন বা সংশোধন করা হইলে, ক্রয়ের শর্ত এবং সংশোধনের ধরণ ও প্রকৃতি বিবেচনা ক্রমে ক্রয়কারী দরপত্র দাখিলের সময়সীমা বৃদ্ধি করিবে।

১২ দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিল

১২.০১ দরপত্রদাতা এই অনুচ্ছেদ এবং দরপত্র দলিলের নির্দেশনা অনুসরণক্রমে দরপত্র প্রস্তুত করিবে।

১২.০২ কোনো দরপত্রদাতা, এককভাবে বা কোনো যৌথ উদ্যোগের সদস্য হিসাবে একটি মাত্র দরপত্র দাখিল করিবে।

১২.০৩ ক্রয়কারী কর্তৃক জারিকৃত দরপত্র দলিল এবং পরবর্তী সংশোধনীর (যদি থাকে) ভিত্তিতে দরপত্র দাখিল করিতে হইবে।

১২.০৪ দরপত্রদাতা দরপত্র দলিলের নির্দেশনা অনুসারে দরপত্র যথাযথভাবে চিহ্নিত করিবে, যাহাতে উহা অফিসের কাজে ব্যবহৃত অন্য সাধারণ পত্র যোগাযোগের সহিত বিভ্রান্তির সৃষ্টি না করে।

১২.০৫ দরপত্র বা প্রস্তাব সংবলিত খাম যথাযথভাবে চিহ্নিত ও সিলগালা না করা হইলে দরপত্রদাতা দরপত্রে প্রদত্ত তথ্য পূর্বে প্রকাশের (Pre-disclosure) জন্য একক ও সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকিবে।

১২.০৬ দরপত্রদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত সকল দরপত্র ক্রয়কারী নিরাপদে নিজ হেফাজতে সংরক্ষণ করিবে।

১২.০৭ দরপত্র দাখিলের জন্য তালা-চাবি যুক্ত বন্ধ বাক্স বা কেবিনেট ব্যবহার করা যাইবে বা দরপত্রের আকার বৃহৎ হইলে বা দরপত্রের খামের আকার বড় ও পুরু হওয়ার কারণে উহা সাধারণভাবে কোনো বাক্সে বা কেবিনেটে প্রবেশ করানো সম্ভব না হইলে উহা ক্রয়কারী কর্তৃক নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তা দ্বারা সরাসরি গ্রহণ করা যাইবে।

১২.০৮ ক্রয়কারীর নিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট সরাসরি কোনো দরপত্র দাখিল করা হইলে, দরপত্রদাতার অনুরোধে উক্ত কর্মকর্তা দরপত্র গ্রহণের সময় ও তারিখের উল্লেখ ক্রমে প্রাপ্তিস্বীকার পত্র প্রদান করিবে।

১২.০৯ সাধারণ বা কুরিয়ার ডাকযোগে প্রেরিত দরপত্র গ্রহণের জন্যও প্রাপ্তিস্বীকার পত্র প্রদান করিতে হইবে।

১২.১০ দরপত্রসমূহ একটি মাত্র স্থানে গ্রহণ ও উন্মুক্ত করিতে হইবে;

১২.১১ প্যাকেজের বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, লটের বিপরীতে দরপত্রদাতা শতকরা হারে শর্তহীন মূল্যছাড় (Unconditional discount) এবং লটভিত্তিক দরপত্র অর্থাৎ একটি প্যাকেজের অধীনে একাধিক লটের ক্ষেত্রে আড়াআড়ি মূল্যছাড় (Cross discount) প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রদত্ত মূল্যছাড় (Discount) প্যাকেজ বা লটের সকল আইটেমের উপর সমভাবে প্রযোজ্য হইবে।

১৩ পণ্য, কার্য, ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণ

১৩.০১ ক্রয়কারী নিম্নবর্ণিত বৃহৎ ও জটিল ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণ করিতে পারিবে, যথা-

ক) ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার অধিক মূল্যের নির্মাণ কার্য;

খ) ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার অধিক মূল্যের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য;

গ) ১৫ (পনের) কোটি টাকার অধিক মূল্যের প্লান্ট ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপন;

ঘ) ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার অধিক মূল্যের কোনো স্থাপনার নকশা তৈরী ও অবকাঠামো নির্মাণ কার্য;

ঙ) ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার অধিক মূল্যের নির্দিষ্ট নকশা ও মাপে যন্ত্রপাতি তৈরী (Custom designed equipment);

চ) ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) কোটি টাকার অধিক মূল্যের ব্যবস্থাপনা চুক্তি।

(ছ) ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকার অধিক মূল্যের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি।

১৩.০২ আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ অনুযায়ী অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ পণ্য, কার্য, ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণেরও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হইবে।

১৩.০৩ আগ্রহী আবেদনকারীকে প্রাকযোগ্যতার আবেদনপত্র প্রস্তুত করিবার জন্য কমপক্ষে ২১ (একুশ) দিন সময় দিতে হইবে, তবে বিজ্ঞাপন জারির তারিখে প্রাকযোগ্যতার দলিল প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

১৩.০৪ প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণ এর ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি ব্যবহার করিতে হইবে।

১৩.০৫ অনুচ্ছেদ ৮৫ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি ৩ (তিন) এর কম হয়, তাহা হইলে কোনো আবেদনকারী কতিপয় কম গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি (Minor deficiencies) ব্যতীত উল্লেখযোগ্যভাবে যোগ্যতার নির্ণায়কসমূহ পূরণ করিয়া থাকিলে উহাকে শর্ত সাপেক্ষে প্রাক-যোগ্য হিসেবে গণ্য করা যাইতে পারে;

তবে শর্ত থাকে যে, শর্ত সাপেক্ষে প্রাক-যোগ্য আবেদনকারীগণ কর্তৃক দরপত্র দাখিল করার পূর্বে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক চিহ্নিত উক্ত কম গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটিসমূহ সংশোধন করিতে হইবে।

১৩.০৬ প্রাকযোগ্য আবেদনকারীগণের সংখ্যার ক্ষেত্রে কোনো উর্ধ্বসীমা থাকিবে না এবং যে সকল আবেদনকারী যোগ্যতার শর্ত পূরণ করিয়াছেন তাহাদের সকলকেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

১৩.০৭ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি মূল্যায়ন প্রাকযোগ্যতার মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে এবং কোন কোন আবেদনকারীকে প্রাকযোগ্য হিসাবে নির্বাচন করা যাইতে পারে উহা উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখপূর্বক সরাসরি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

১৩.০৮ ক্রয়কারী, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্বানুমোদনক্রমে, আবেদনকারীগণের অনুরোধ যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হইলে, প্রাকযোগ্যতার আবেদনপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

১৩.০৯ মূল্যায়ন কমিটি প্রাক যোগ্যতার দলিলে বর্ণিত শর্ত ও নির্ণায়ক সমূহের আলোকে প্রাপ্ত আবেদনপত্র সমূহ মূল্যায়ন করিবে এবং এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানাবলীর পরিপূরক হিসেবে অনুচ্ছেদ ১৭ অনুসরণ করিবে।

১৪ ক্রয়কার্যে প্রতিযোগিতা

১৪.০১ ক্রয়প্রক্রিয়ায় অবাধ ও কার্যকর প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণার্থে ক্রয়কারী-

ক) সম্ভাব্য দরপত্রদাতাগণ কর্তৃক প্রকল্প বা কার্যের জন্য নির্ধারিত স্থান পরিদর্শনের যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিবে;

খ) বিশেষত বিদ্যমান কার্য বা যন্ত্রপাতির নবরূপদানের (Refurbishing) জন্য, সম্ভাব্য দরপত্রদাতাগণ ক্রয়কারীর প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাহাতে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন বা ব্যাখ্যা চাহিতে পারে তজ্জন্য প্রাকদরপত্র সভা আহ্বান করিতে পারিবে;

গ) দফা (খ)-এর অধীন কোনো প্রাকদরপত্র সভা অনুষ্ঠিত হইলে, উক্ত সভার কার্যবিবরণী যেসকল সম্ভাব্য দরপত্রদাতা দরপত্র দলিল ক্রয় করিয়াছেন এবং যাহারা দরপত্র দলিল ক্রয় করিয়াছেন কিন্তু সভায় যোগদান করেন নাই তাহাদের সকলকে অনধিক ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রদান করিবে; এবং

ঘ) দরপত্র দলিলের ভুলত্রুটি সংশোধন বা প্রদত্ত অতিরিক্ত তথ্য পরিশিষ্ট (Addendum) আকারে অনুচ্ছেদ ১১ অনুযায়ী সকল দরপত্রদাতাগণের নিকট বিতরণ করিবে।

১৪.০২ যে মানদণ্ডের ভিত্তিতে আবেদনকারী, দরপত্রদাতা বা পরামর্শকগণের যোগ্যতা নিরূপণ করা হইবে উহা সংশ্লিষ্ট দলিলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া আবেদনকারী বা দরপত্রদাতাকে আহ্বানে সাড়া প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত সময় প্রযোজ্য দলিলে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১৪.০৩ ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে এই নীতিমালার নবম অধ্যায়ের বিধান প্রাধান্য পাইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

দরপত্র বা প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ, মূল্যায়ন, দরপত্র জামানত, কার্য সম্পাদন জামানত, ক্রয় অনুমোদন, চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারি, চুক্তি স্বাক্ষর, ইত্যাদি

১৫ দরপত্র বা প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটি এবং অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি

১৫.০১ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা বা ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিম্ন পর্যায়ের কোনো অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ, ক্ষেত্রমতো, দরপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি হইতে ১ (এক) জন এবং সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী হইতে কমপক্ষে ১ (এক) জন সদস্যসহ দরপত্র বা প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠন করিবে:

ক) সভাপতি;

খ) সদস্য;

গ) সদস্য-সচিব।

১৫.০২ দরপত্র বা প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটি কর্তৃক অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি -

ক) ক্রয়কারী দরপত্র উন্মুক্তকরণের জন্য সভা আহ্বান করিবে এবং দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি দরপত্র / প্রাকযোগ্যতার আবেদনপত্র আহ্বানের বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত তারিখে ও স্থানে আগ্রহী দরপত্রদাতা / আবেদনকারীগণ বা তাহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে দরপত্র / আবেদনপত্র সমূহ প্রকাশ্যে একটি মাত্র স্থানে উন্মুক্ত করিবে। তবে, আগ্রহব্যক্তকরণ আবেদনপত্র ও প্রস্তাব উন্মুক্তকরণের ক্ষেত্রে যথাক্রমে অনুচ্ছেদ ৫৮ ও অনুচ্ছেদ ৬২ এর বিধিমালা অনুসৃত হইবে;

খ) দরপত্র উন্মুক্তকরণের উদ্দেশ্যে, দরপত্র উন্মুক্তকরণের স্থান যথোপযুক্তরূপে সজ্জিত ও পূর্ব হইতে সংরক্ষিত রাখিতে হইবে।

গ) দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমা উত্তীর্ণ হইবার অব্যবহিত পর, তবে দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমা শেষ হইবার এক ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই দরপত্রসমূহ উন্মুক্ত করা;

ঘ) উন্মুক্তকরণের সময় ঘোষিত দরপত্র বা প্রস্তাব সংক্রান্ত তথ্য সংবলিত দরপত্র বা প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ শিট প্রস্তুত করা;

ঙ) দরপত্র / প্রাকযোগ্যতার আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে এমন কোনো ব্যক্তিকে উন্মুক্তকরণের সময় উপস্থিত থাকিবার অনুমতি প্রদান না করা;

চ) দরপত্র উন্মুক্তকরণের সময় দরপত্রদাতা বা তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতি ঐচ্ছিক বিধায় দরপত্রদাতা বা তাহার প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকার অজুহাতে কোনো দরপত্র উন্মুক্তকরণ কার্যে বিলম্ব না করা;

ছ) উপস্থিত দরপত্রদাতার প্রতিনিধি দরপত্রদাতা কর্তৃক যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কি-না;

জ) দরপত্র উন্মুক্তকরণের পর উহাতে উল্লিখিত তথ্য হইতে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ সকলকে পাঠ করিয়া শুনানোর পর উন্মুক্তকরণ কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক যাচাইক্রমে দরপত্র উন্মুক্তকরণ শিটে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে-

১) দরপত্রদাতার নাম ও ঠিকানা;

২) দরপত্র প্রত্যাহার, প্রতিস্থাপন বা সংশোধন, যদি থাকে;

৩) দরপত্র মূল্য;

৪) মূল্য ছাড় (Discount), যদি থাকে;

৫) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, দরপত্র জামানত ও উহার পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য;

৬) দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য ও উহার পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য; এবং

ঝ) আবেদনপত্র উন্মুক্তকরণের ক্ষেত্রে, দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি প্রাকযোগ্যতার আবেদনপত্র উন্মুক্তকরণের কাজ শেষ করিবার পর আবেদনকারীগণের নাম, ঠিকানা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য লিপিবদ্ধ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর লিখিত অনুরোধে উক্ত কমিটি কর্তৃক লিপিবদ্ধ তথ্যের অনুলিপি তাহাকে প্রদান করিবে।

১৫.০৩ দরপত্র সংশোধন বা মূল্য ছাড় সংক্রান্ত কোনো বিষয় দরপত্র উন্মুক্তকরণের সময় পাঠ করা না হইলে বা উহা দরপত্র উন্মুক্তকরণ শিটে লিপিবদ্ধ করা না হইলে, উক্ত বিষয় দরপত্র মূল্যায়নের সময় বিবেচনা করা যাইবে না।

১৫.০৪ দরপত্র উন্মুক্তকরণের সময় কোনো দরপত্র বাতিল করা যাইবে না এবং দরপত্র দাখিলের সময়সীমা অতিক্রান্তের পর দাখিলকৃত দরপত্র বা প্রত্যাহৃত দরপত্র উন্মুক্ত না করিয়া সরাসরি দরপত্রদাতার নিকট ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

১৫.০৫ উন্মুক্তকরণের পর উন্মুক্তকরণ কমিটির সকল সদস্য এবং উক্ত সময়ে উপস্থিত দরপত্রদাতা বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি উক্ত দরপত্র উন্মুক্তকরণ শিটে স্বাক্ষর করিবেন এবং উহার কপি ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা এবং উন্মুক্তকরণ কমিটির সকল সদস্য, প্রকল্পের ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরামর্শক ও দরপত্রদাতাগণকে প্রদান করিতে হইবে।

১৫.০৬ উন্মুক্তকরণ কমিটির সদস্য-সচিব উপ-অনুচ্ছেদ (১৫.০২) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করিবেন এবং তিনি এই মর্মে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত একটি সনদপত্র প্রদান করিবেন যে, এই উপ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী দরপত্র দলিল সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ ক্রয়কারীর নিকট দরপত্রসমূহ উন্মুক্তকরণের অব্যবহিত পরে যথাযথভাবে প্রেরণ করা হইয়াছে।

১৫.০৭ উন্মুক্তকরণের পর সকল দরপত্র, আবেদনপত্র, কোটেশন বা প্রস্তাব এবং সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাক্ষরযুক্ত দরপত্র উন্মুক্তকরণ শিট ও সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভাপতির নিকট হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত অনধিক ১ (এক) কার্যদিবস ক্রয়কারীর নিরাপদ হেফাজতে রাখিতে হইবে।

১৫.০৮ সকল দরপত্র বা প্রস্তাবের মূল কপি কোম্পানির আর্কাইভে সংরক্ষণ করিতে হইবে ।

১৫.০৯ উন্মুক্তকরণ কমিটির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫" ও উহার সংশোধনী অনুযায়ী উহার প্রত্যেক সদস্যকে ফি বা সম্মানি প্রদান করা যাইবে।

১৬ মূল্যায়ন কমিটির গঠন

১৬.০১ আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের আহ্বান ইস্যু করিবার প্রাক্কালে, কিন্তু আবশ্যিকভাবে আবেদন পত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের জন্য নির্ধারিত তারিখের পূর্বের যে কোনো তারিখে দরপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি গঠন করিতে হইবে।

১৬.০২ উপ-অনুচ্ছেদ (১৬.০১) অনুসারে গঠিত মূল্যায়ন কমিটিতে মূল্যায়নের জন্য আবশ্যক জ্ঞানসম্পন্ন বহিঃসদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং উক্ত সদস্যদেরকে পদবির ভিত্তিতে মনোনীত করিতে হইবে।

১৬.০৩ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ মূল্যায়ন কমিটি গঠন করিবে, তবে যদি পরিচালনা পর্ষদ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হয়, তাহা হইলে পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির অনুমোদনক্রমে মূল্যায়ন কমিটি নিয়োগ করিতে হইবে।

১৬.০৪ উপ-অনুচ্ছেদ (১৬.০৩)-এ বর্ণিত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ক্রয়কারী সাধারণভাবে একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করিবে, তবে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ভিন্ন হইলে অথবা ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা ধরনের ক্রয়ের জন্য আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়নের নিমিত্ত একাধিক মূল্যায়ন কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১৬.০৫ আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি অনুযায়ী অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ পরিচালনা পর্ষদ হইলে দরপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি —

- কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) জন এবং সাধারণত অনধিক ৭ (সাত) জন সদস্য, যাহাদের মধ্যে ক্রয়কারীর নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা সংস্থা বহির্ভূত কমপক্ষে ২ (দুই) জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকিবে;

- সভার নোটিশ মূল্যায়ন কমিটির সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং মূল্যায়নে ১ (এক) জন বহিঃসদস্যসহ কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতি এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনে স্বাক্ষর আবশ্যক হইবে।

১৬.০৬ যেক্ষেত্রে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তাহার নিম্ন পদমর্যাদার কোনো কর্তৃপক্ষ, সেইক্ষেত্রে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্তভাবে মূল্যায়ন কমিটি গঠন করিতে পারিবে:

- ৩ (তিন) জন সদস্য, যাহাদের মধ্যে কমপক্ষে ১ (এক) জন একই বা ভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থার অধীন অন্য ক্রয়কারী হইতে বহিঃসদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে;
- সভার নোটিশ মূল্যায়ন কমিটির সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতি এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উক্ত সদস্যদের স্বাক্ষর আবশ্যক হইবে।

১৬.০৭ মূল্যায়ন কমিটির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত-"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫" ও উহার সংশোধনী অনুযায়ী উহার প্রত্যেক সদস্যকে ফি বা সম্মানি প্রদান করা যাইবে।

- প্রাকযোগ্যতা আবেদন বা আগ্রহব্যক্তকরণপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যগণ সর্বোচ্চ ০২ (দুই) টি সভার জন্য সম্মানি প্রাপ্য হইবে, তবে এইরূপ সভার সংখ্যা প্যাকেজের দরপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়ন সভা সংখ্যা হইতে পৃথক হইবে।
- দুই পর্যায় বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি/এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি/ বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে পৃথক মূল্যায়ন বিবেচনা করিয়া উভয় পর্যায়ে / খাম মূল্যায়নে বর্ণিত হারে ফি বা সম্মানি প্রদান করিতে হইবে।

১৬.০৮ মূল্যায়ন প্রতিবেদন পুনরীক্ষণ ও অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্য, মূল্যায়ন কমিটি গঠনের সময় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ এই মর্মে নিশ্চয়তা বিধান করিবে যেন উহার সদস্যগণ ন্যায়নিষ্ঠ ও যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা বা পেশাজীবী হন।

১৬.০৯ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ মূল্যায়ন কমিটি গঠনের সময় একজন সদস্যকে উহার সদস্য-সচিব হিসাবে মনোনীত করিবে।

১৬.১০ মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ নিজ নিজ দায়িত্বে এই নীতিমালা এবং আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব দলিলের বিধান ও শর্তাদি অনুসরণক্রমে-

ক) আবেদনপত্র, দরপত্র, আগ্রহব্যক্তকরণপত্র বা প্রস্তাব পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করিবে;

খ) সুপারিশসহ একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে; এবং

গ) মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুচ্ছেদ ৩০ মোতাবেক সরাসরি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।

১৬.১১ মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হইবার পর, কমিটির গঠন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোনো সদস্যকে উক্ত কমিটি হইতে, অপসারণ করা যাইতে পারে-

ক) যদি কোনো সদস্য, নিরপেক্ষভাবে কর্মসম্পাদন অব্যাহত রাখা সত্ত্বেও, কোনো আবেদনকারী বা দরপত্রদাতার সহিত তাহার সম্পর্কের বিষয়টি প্রকাশ না করে; বা

খ) যদি কোনো সদস্য পর পর দুইবার মূল্যায়ন কমিটির সভায় অনুপস্থিত থাকেন; বা

গ) যদি অনুচ্ছেদ ৯৪ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া থাকে; বা

ঘ) কোনো সদস্যের বদলী, মৃত্যু বা দেশে অনুপস্থিতি।

১৬.১২ উপ-অনুচ্ছেদ (১৬.১১) এর অধীন দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির কোনো সদস্য অপসারণ করা হইলে উপ-অনুচ্ছেদ (১৬.০২) অনুসারে সদস্য প্রতিস্থাপন করিতে হইবে।

১৬.১৩ কোনো সদস্যের সহিত ব্যবসায়িক বা অন্য কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে এইরূপ কোনো দরপত্রদাতার নিকট হইতে দরপত্র প্রাপ্ত হইলে, উক্ত সদস্যের পরিবর্তে অন্য একজন সদস্য নির্বাচন করিতে হইবে।

১৬.১৪ মূল্যায়ন কমিটির প্রত্যেক সদস্য-

ক) এককভাবে পক্ষপাতহীনতার নিম্নবর্ণিত ঘোষণা সংবলিত একটি বিবৃতি স্বাক্ষর করিবে, যথা:

"আমি ..... (নাম ও পদবি) এই মর্মে ঘোষণা ও নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছি যে, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী কোনো দরপত্রদাতা বা আবেদনকারীর সহিত আমার ব্যবসায়িক বা অন্য কোনোরূপ সম্পর্ক নাই।"; এবং

খ) যৌথভাবে নিম্নবর্ণিত প্রত্যয়নপত্র স্বাক্ষর করিবে, যথা:

"মূল্যায়ন কমিটি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছে যে, ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর ক্রয় নীতিমালা, ২০২৬ এবং নির্ধারিত আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব দলিলের বিধান ও শর্ত অনুসরণক্রমে মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রদত্ত সকল তথ্য ও বর্ণনা সঠিকভাবে প্রতিফলিত করা হইয়াছে এবং কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও কোনো মৌলিক তথ্য বাদ দেওয়া হয় নাই"।

১৬.১৫ বিশেষ কোনো দরপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়নে কারিগরি সহায়তা আবশ্যক বলিয়া মূল্যায়ন কমিটির নিকট অনুভূত হইলে, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনধিক ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কারিগরি সাব-কমিটি গঠন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির কোনো সদস্যকে সংশ্লিষ্ট কারিগরি সাব-কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

১৬.১৬ কারিগরি সাব-কমিটির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত উহার প্রত্যেক সদস্যকে মূল্যায়ন কমিটির জন্য প্রযোজ্য হারে, তবে সর্বোচ্চ দুইটি সভার জন্য ফি বা সম্মানি প্রদান করা যাইবে।

১৬.১৭ মূল্যায়ন কমিটির সভায় সভাপতিত্বকরণ-

নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ মূল্যায়ন কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, যথা-

ক) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অব্যবহিত নিম্ন পদমর্যাদার কোনো কর্মকর্তা;

খ) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের অব্যবহিত নিম্ন পদমর্যাদার কোনো কর্মকর্তা, যদি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান হন;

গ) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের অব্যবহিত নিম্ন পদমর্যাদার কোনো কর্মকর্তা, যদি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ হয় ;

ঘ) কোনো অবস্থাতেই মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ একই ব্যক্তি হইতে পারিবে না।

১৭ দরপত্র মূল্যায়ন, ইত্যাদি

১৭.০১ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক দরপত্র দলিলে বর্ণিত মূল্যায়নের নির্ণায়কসমূহ ব্যতীত অন্য কোনো নির্ণায়কের ভিত্তিতে কোনো দরপত্র মূল্যায়ন করা যাইবে না এবং দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিল হইতে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত সময়ের কোনো পর্যায়েই দাখিলকৃত দরপত্রদাতার নাম পরিবর্তন করা যাইবে না।

১৭.০২ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি নিম্নোক্ত চারটি ধাপে দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিবে:

অ) প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা (Preliminary examination);

আ) কারিগরি যাচাই-বাছাই, যোগ্যতা মূল্যায়ন ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ (Technical examination and responsiveness);

ই) আর্থিক মূল্যায়ন ও দরসমূহের তুলনা (Financial evaluation and price comparison); এবং

ঈ) দাখিল উত্তর যোগ্যতা প্রতিপাদন (Post qualification)।

১৭.০৩ দরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, মূল্যায়ন কমিটি সাধারণত নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিবে, যথা-

ক) মূল্যায়ন প্রতিবেদনে সকল গ্রহণযোগ্য দরপত্রদাতাগণের মূল্যায়িত দরের, সর্বনিম্ন হইতে ক্রমপর্যায়নুসারে সর্বোচ্চ, তালিকা প্রদান করিবে, যাহাতে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্রদাতা যদি চুক্তিসম্পাদনে অপারগতা প্রকাশ করে বা চুক্তিস্বাক্ষর করিতে বা কার্যসম্পাদন জামানত প্রদান করিতে বা উক্ত যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে একই বিষয়ে যেন পুনরায় পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের প্রয়োজন না পড়ে;

খ) মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী মূল্যায়ন কমিটির সকল সদস্য মূল্যায়ন প্রতিবেদনে নাম ও পদবি উল্লেখ করিয়া স্বাক্ষর করিবে;

গ) মূল্যায়ন কমিটির কোনো সদস্য যদি অন্য সদস্যগণের সুপারিশের সহিত একমত না হয়, তাহা হইলে তিনি ভিন্নমত (Note of dissent) প্রকাশ করিবার কারণ সবিস্তারে বর্ণনাপূর্বক তাহার মতামত প্রদান করিতে পারিবে;

ঘ) মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি সুপারিশসহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং ভিন্নমত প্রকাশকারী সদস্যের মতামতসহ (Note of dissent), যদি থাকে, অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবে এবং অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রদত্ত তথ্য ও সুপারিশের ভিত্তিতে উহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে; এবং

ঙ) কোনো সদস্য কর্তৃক ভিন্নমত (Note of dissent) প্রকাশ করিবার ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ উহার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনে স্বীয় উদ্যোগে দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদনের কোনো বিতর্কিত বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৭.০৪ মূল্যায়ন কমিটি কৃতকার্য দরপত্রদাতা চিহ্নিত করণার্থ দরপত্র দলিলে বর্ণিত শর্তের ভিত্তিতে দরপত্র মূল্যায়ন ও তুলনামূলক বিচার করিবে এবং অগ্রহণযোগ্য (Non-responsive) তথা কারিগরি মূল্যায়নে উত্তীর্ণ হয় নাই এইরূপ দরপত্রদাতার আর্থিক দর বা প্রস্তাব মূল্যায়নকালে কোনোভাবেই বিবেচনায় নেওয়া যাইবে না।

১৭.০৫ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কোনো দরপত্রকে গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচনা করিয়া মূল্যায়ন করিতে পারিবে, যদি উহাতে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিচ্যুতি (Material deviation) বা কোনো আপত্তিকর বিষয় (Reservation) না থাকে এবং উহা দরপত্র দলিলের অবশ্য পালনীয় শর্ত প্রতিপালনপূর্বক দাখিল করা হইয়া থাকে।

১৭.০৬ নিম্নবর্ণিত যে কোনো বিষয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিচ্যুতি বা আপত্তিকর বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উহা

ক) কোনো কার্যের ব্যাপ্তি, মান বা কার্যসম্পাদনকে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে;

খ) দরপত্র দলিলের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে এইরূপ কোনো বিষয় হয়, যাহা কোনো চুক্তির অধীন ক্রয়কারী অধিকার বা দরপত্রদাতার আইনগত বাধ্যবাধকতা উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত করে; এবং

গ) এইরূপ কোনো সংশোধন হয়, যাহা অন্যান্য গ্রহণযোগ্য দরপত্রদাতাগণের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে অন্যায্যভাবে প্রভাবিত করে।

১৭.০৭ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কোনো দরপত্রকে গ্রহণযোগ্য দরপত্র হিসাবে বিবেচনা করিতে পারিবে, যদি উহাতে:

ক) দরপত্র দলিলে উল্লিখিত কারিগরি বিনির্দেশ, বৈশিষ্ট্য এবং বাণিজ্যিক বা অন্য কোনো শর্তের অর্থবহ পরিবর্তন হইবে না এমন গৌণ বা কম গুরুত্বপূর্ণ বিচ্যুতি (Minor deviation) থাকে এবং উক্তরূপ বিচ্যুতি যথাসম্ভব আর্থিকভাবে (Quantify in monetary terms) পরিমাপ করিতে হইবে; বা

খ) কোনো ত্রুটি বা অসাবধানতাজনিত ভুল থাকে, যাহা পরবর্তীকালে সংশোধন করা হইলেও দরপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হইবে না।

১৭.০৮ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি কোনো দরপত্র পরীক্ষা ও মূল্যায়নের প্রয়োজনে দাখিলকৃত দরপত্রের কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদানসহ উদ্ধৃত এককদরের বিভাজন প্রদানের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দরপত্রের বিষয়বস্তু বা কোনো অপরিহার্য বিষয় (যেমন-মূল্য, সরবরাহের সময়সূচি) পরিবর্তিত হইতে পারে এমন কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করিবার জন্য দরপত্রদাতাকে অনুরোধ জানানো যাইবে না এবং অনুরূপ কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করা হইলেও উহা মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক গ্রহণীয় হইবে না।

১৭.০৯ ব্যাখ্যাপ্রদান সম্পর্কিত প্রতিটি যোগাযোগ লিখিত হইতে হইবে এবং উহা মূল্যায়ন কমিটির সভাপতির স্বাক্ষরে সংশ্লিষ্ট দরপত্রদাতার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১৭.১০ কোনো ব্যাখ্যাপ্রদানের অনুরোধপত্রে দরপত্রদাতাকে গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টি স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে এবং দরপত্রদাতা উক্ত গোপনীয়তা রক্ষা করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক অযোগ্য ঘোষণা করা যাইবে।

১৭.১১ কোনো দরপত্রদাতাকে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য ন্যূনতম ০৩ (তিন) কার্যদিবস সময় প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে দরপত্রদাতা ব্যাখ্যা প্রদান না করিলে বা করিতে ব্যর্থ হইলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি তাহার দরপত্র অগ্রহণযোগ্য হিসাবে মূল্যায়ন করিতে পারিবে।

১৭.১২ কোনো দরপত্র পরীক্ষা ও মূল্যায়নের সময় দরপত্রে কোনো গাণিতিক ভুল পরিলক্ষিত হইলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি উক্ত ত্রুটি সংশোধন করিয়া উক্ত সংশোধনের বিষয়টি তৎপরতার সহিত সংশ্লিষ্ট দরপত্রদাতা বা দরপত্র দাতাদেরকে অবহিত করিবে।

১৭.১৩ দরপত্রদাতা কর্তৃক প্রদত্ত মূল্যছাড় (Discount) দরপত্রের গাণিতিক ত্রুটি সংশোধনের পর বিবেচিত হইবে।

১৭.১৪ কোনো কার্যক্রয়ের দরপত্রে যদি কার্যের পরিমাণগত হিসাব-সংবলিত বিবরণীর কোনো আইটেমের মূল্য প্রদান না করা হয়, তাহা হইলে উহার মূল্য অন্যান্য আইটেমে অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উক্ত কারণে দরপত্র মূল্য পরিবর্তন করা যাইবে না।

১৭.১৫ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি যদি নির্ধারণ করে যে, দরপত্র মূল্য ভারসাম্যমূলকভাবে উদ্ধৃত করা হয় নাই, তাহা হইলে উক্ত কমিটি দরপত্রদাতাকে দরপত্র মূল্যের পূর্ণাঙ্গ বিভাজন প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবে এবং কোনো কার্যের একক দরের ফ্রন্ট লোডিং-এর ক্ষেত্রে উক্ত কমিটি চুক্তিসংশ্লিষ্ট জামানত বৃদ্ধির সুপারিশ করিতে পারিবে।

১৭.১৬ কোনো ক্রয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম কতটি গ্রহণযোগ্য দরপত্র আবশ্যক হইবে, সেই সম্পর্কে কোনো বাধ্যবাধকতা থাকিবে না, অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ১০ অনুসারে প্রদত্ত বিজ্ঞাপনের যথাযথ প্রচার নিশ্চিত করা সাপেক্ষে একটিমাত্র দরপত্র প্রাপ্ত হইলে এবং বিশদ মূল্যায়নে উহা গ্রহণযোগ্য (Responsive) বিবেচিত হইলে উহার মূল্যায়িত দর দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য বা বাজারমূল্যের সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমোদন গ্রহণপূর্বক চুক্তিসম্পাদন করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি উক্ত একক দরপত্র বিবেচনা করিবার কারণ যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করিয়া উক্ত দরপত্রসহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুচ্ছেদ ৩০ অনুসারে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবে।

১৭.১৭ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে কোনো দরপত্র মূল্যায়ন অব্যাহত রাখিবে না:

ক) কোনো দরপত্রদাতা অনুচ্ছেদ ৮৫-এর অধীন তাহার যোগ্যতা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইলে; বা

খ) উপ-অনুচ্ছেদ ১৭.১২ এর অধীন গাণিতিক ত্রুটির সংশোধন গ্রহণ না করিলে; বা

গ) দরপত্র গ্রহণযোগ্য না হইলে (যেমন-দরপত্র দলিলে উল্লিখিত নির্ণায়কসমূহ, কারিগরি বিনির্দেশ, আর্থিক এবং বাণিজ্যিক শর্তাদি, ইত্যাদিতে উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়)

১৭.১৮ দরপত্র দলিলে উল্লেখ করা হয় নাই এইরূপ অতিরিক্ত কোনো তথ্য দরপত্রে প্রদান করা হইলেও উহা মূল্যায়নে বিবেচিত হইবে না।

১৭.১৯ সর্বনিম্ন মূল্যায়িত ব্যয় নির্ণয়ের জন্য, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি:

ক) দরপত্র দলিলে উল্লিখিত মূল্যায়নের সকল নির্ণায়ক বিবেচনা করিবে;

খ) জাতীয় পর্যায়ে ক্রয়ের অধীন পণ্য, কার্য ও ভৌতসেবার ক্ষেত্রে, দরপত্র মূল্যে প্রযোজ্য কর, শুল্ক এবং মূল্যসংযোজন কর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কি-না তৎসম্পর্কে নিশ্চিত হইবে;

গ) আন্তর্জাতিক ক্রয়ের অধীন আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে দরপত্র দলিলে নির্দিষ্টকৃত ইনকোটার্মের ভিত্তিতে প্রদত্ত দরপত্রে প্রযোজ্য শুল্ক, কর ও মূল্যসংযোজন কর বাদ দিবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিবহণ ব্যয় যোগ করিবে, তবে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে কেবল মূল্যসংযোজন কর বাদ দিবে;

ঘ) আন্তর্জাতিক ক্রয়ের অধীন কার্যসম্পাদন বা সেবাসম্পাদন সংশ্লিষ্ট দরপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুল্ক, কর ও মূল্যসংযোজন কর অন্তর্ভুক্ত করিবে; এবং

ঙ) মূল্য ব্যতীত মূল্যায়নের নির্ণায়কসমূহের বিচ্যুতি দরপত্রদাতাগণের প্রতি নির্দেশনা অনুসরণক্রমে আর্থিকভাবে পরিমাপ করিতে হইবে।

১৭.২০ লটের ভিত্তিতে কোনো পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে, কোনো দরপত্রদাতা কর্তৃক, দরপত্র দলিলে প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, যদি কোনো লটভুক্ত আইটেমসমূহের ৮০% (শতকরা আশি ভাগ) সরবরাহের প্রস্তাব দেওয়া হয়, তাহা হইলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি বিজয়ী লট নির্ধারণের জন্য, যেসকল আইটেমের মূল্য প্রস্তাব করা হয় নাই, সেইসকল আইটেমের জন্য অন্যান্য গ্রহণযোগ্য দরপত্রদাতাগণের প্রস্তাবিত গড় মূল্য যোগ করিয়া লটের মোটমূল্য হিসাব করিবে।

১৭.২১ উপ-অনুচ্ছেদ ১৭.২০ অনুসারে বিজয়ী লটে কোনো কোনো আইটেম বাদ দেওয়া হইয়া থাকিলে এবং উহার পরিমাণ ২০% (শতকরা বিশ ভাগ) এর কম হইলে, ক্রয়কারী উক্ত বাদ যাওয়া আইটেমসমূহের জন্য যে দরপত্রদাতা সর্বনিম্ন মূল্য প্রস্তাব করিয়াছে, তাহার নিকট হইতে উক্ত আইটেমসমূহ ক্রয় করিতে পারিবে।

১৭.২২ লট ভিত্তিতে (Lot by lot) দরপত্র আহ্বান করা হইলে, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি সম্মিলিতভাবে নিম্নতম দরবিশিষ্ট লটসমূহের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা: যদি একজন দরদাতা ২ (দুই) বা ততোধিক লটের জন্য বিজয়ী হন, কিন্তু ১ (এক) টি মাত্র লটের জন্য উত্তর যোগ্যতা অর্জন করেন, সেইক্ষেত্রে ক্রয়কারী যে লটের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করিলে সমষ্টিক চুক্তিমূল্য (Sum Total) হ্রাস পাইবে তাহাকে উক্ত লটের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করিতে পারিবে, কিন্তু দরপত্রদাতার ইচ্ছামতো অবশ্যম্ভাবীরূপে (Necessarily) বৃহত্তর লটের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা যাইবে না।

১৭.২৩ উপ-অনুচ্ছেদ ৪১.০৮ অনুসারে স্থানীয় অগ্রাধিকার প্রয়োগের বিষয় জড়িত এইরূপ দরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, ক্রয়কারী নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে:

(ক) গ্রুপ-ক-তে অন্তর্ভুক্ত দরপত্রসমূহে উদ্ধৃত পণ্যের দর, পরিবহণ ব্যয়সহ বা ব্যতীত, এক্স ওয়ার্কস ভিত্তিতে হইবে এবং স্থানীয় বাজার হইতে ক্রীত অথবা আমদানিকৃত মৌলিক উপকরণ বা উপাদানের উপর প্রদত্ত বা প্রদেয় শুল্ক ও কর উদ্ধৃত মূল্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে চূড়ান্তভাবে উৎপাদিত পণ্যের উপর ধার্য বিক্রয় এবং অনুরূপ কর উদ্ধৃত মূল্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(খ) গ্রুপ-খ ভুক্ত দরপত্রসমূহের উদ্ধৃত পণ্যের দর দরপত্র দলিলের বর্ণনা মোতাবেক Carriage & Insurance Paid to (CIP) বা Cost, Insurance & Freight (CIF) ভিত্তিতে উল্লেখ করিতে হইবে, যাহাতে ইতোমধ্যে প্রদত্ত বা প্রদেয় শুল্ক বা অন্যান্য আমদানি কর অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(গ) প্রত্যেক গ্রুপের সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দর পরস্পরের বিপরীতে তুলনা করিতে হইবে;

(ঘ) গ্রুপ-ক-এর অন্তর্ভুক্ত কোনো দরপত্র সর্বনিম্ন হইলে উক্ত দরপত্র কার্যাদেশ প্রদানের জন্য সুপারিশকৃত হইবে।

(ঙ) গ্রুপ-খ-এর অন্তর্ভুক্ত কোনো দরপত্র সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্র হইলে, উক্ত দরপত্রটিকে পুনরায় গ্রুপ-ক-এর অন্তর্ভুক্ত সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্রের সহিত তুলনা করিতে হইবে, এবং চূড়ান্তভাবে তুলনা করিবার পূর্বে গ্রুপ-খ-ভুক্ত সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্রের, মূল্যসংযোজন কর ব্যতিরেকে মূল্য দরপত্র দলিলের সংস্থান অনুযায়ী স্থানীয় অগ্রাধিকারের শতকরা হারে বৃদ্ধি করিতে হইবে; এবং

(চ) গ্রুপ-ক-এর অন্তর্ভুক্ত সর্বনিম্ন দরপত্র অতঃপর গ্রুপ-খ-এর সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্রের সহিত তুলনীয় হইবে এবং সর্বনিম্ন দরপত্রটি চুক্তিসম্পাদনের নোটিশ পাইবার (Award) জন্য সুপারিশকৃত হইবে।

১৭.২৪ দরপত্রের অর্থনৈতিক মূল্যমান প্রভাবিত করে দরপত্র দলিলে বর্ণিত এইরূপ নির্ণায়কসমূহের ভিত্তিতে নির্ণীত সর্বনিম্ন মূল্যায়িত ব্যয়ের গ্রহণযোগ্য দরপত্রদাতা কৃতকার্য দরপত্রদাতা হইবেন এবং যতদূর সম্ভব উক্ত উপাদান বা নির্ণায়কসমূহ বস্তুনিষ্ঠ ও পরিমাপযোগ্য হইবে এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় উক্ত নির্ণায়কসমূহকে আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে বা সাধ্যমতো আর্থিকমূল্য ব্যক্ত করিতে হইবে।

উদাহরণ: পণ্যসরবরাহ বা কার্যসম্পাদনের সময়সূচি অর্থনৈতিক মূল্যমানকে প্রভাবিত করতে পারে এমন একটি উপাদান বা নির্ণায়ক হইতে পারে। যদি দরপত্র দলিলে পণ্যসরবরাহ বা কার্যসম্পাদনের তফসিল ১৫ (পনেরো) হইতে ১৮ (আঠারো) মাসের মধ্যে সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত থাকে এবং কোনো দরপত্রদাতা উক্ত পণ্য বা কার্য ২০ (বিশ) মাস সময়ের মধ্যে সরবরাহ বা সম্পাদনের ভিত্তিতে দরপত্র মূল্য প্রস্তাব করে, তাহা হইলে দরপত্র দলিলে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকা সাপেক্ষে ১৮ (আঠারো) মাসের অতিরিক্ত ২ (দুই) মাস বিলম্বের জন্য দরপত্র মূল্যের সহিত একটি স্থির শতকরা হার বা থোক অঙ্ক যোগ করিয়া (এইক্ষেত্রে বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণের (Liquidated damage) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নির্ধারিত শতকরা হার বা অর্থের পরিমাণ প্রয়োগ করা যাইবে) কেবল মূল্যায়নের প্রয়োজনে দরপত্রের মূল্যসমন্বয় করা যাইবে। অন্যান্য যেসকল উপাদান সাধারণত দরপত্র মূল্যের অর্থনৈতিক মূল্য প্রভাবিত করিয়া থাকে, সেইগুলি হইল, খুচরা যন্ত্রাংশের মূল্য, জ্বালানি, যন্ত্রপাতির উৎপাদনশীলতা বা কার্যসম্পাদন ক্ষমতা, প্রভৃতি ব্যয়।

১৭.২৫ গ্রহণযোগ্য দরপত্রসমূহের আর্থিক মূল্যায়নে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গাণিতিক সংশোধন, মূল্যছাড় প্রয়োগ, অন্যান্য আর্থিক বা অর্থনৈতিক প্রভাব বিবেচনা, ইত্যাদি প্রয়োগপূর্বক অভ্যন্তরীণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে পরিশিষ্ট-১৪ তে বর্ণিত পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে কমমূল্যের দরপত্রসমূহকে (Significantly low-priced tender) চিহ্নিত করিতে হইবে, যেইগুলি আর্থিকভাবে অগ্রহণযোগ্য (Non-responsive) হিসাবে বিবেচিত হইবে।

১৭.২৬ উপ-অনুচ্ছেদ ১৭.২৫ ও পরিশিষ্ট-১৪ অনুযায়ী দরপত্র প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্যভাবে কমমূল্যের দরপত্রসমূহ (Significantly low-priced tender) চিহ্নিত করিয়া অগ্রহণযোগ্য (Non-responsive) হিসাবে নির্ণীত হইবার পর অবশিষ্ট দরপত্রসমূহ, যেগুলি সার্বিক দিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেইগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতাকে অতঃপর চুক্তিসম্পাদনের নোটিশ প্রদানের জন্য সুপারিশ করিতে হইবে।

১৭.২৭ দরপত্র মূল্যায়নের পর যদি পরিলক্ষিত হয় যে, সর্বনিম্ন গ্রহণযোগ্য দরপত্রের উদ্ধৃত মূল্য দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য বা নির্ধারিত বাজেট বা উভয়ক্ষেত্র হইতে বেশি, কিন্তু উহা বিদ্যমান বাজার মূল্যের সহিত সংগতিপূর্ণ, তাহা হইলে প্রয়োজনীয় বাজেট প্রাপ্তিসাধ্য করা সাপেক্ষে, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি উক্ত দরপত্র গ্রহণ বা

ক্রয়কারী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ক্রয়ের ব্যাপ্তিহ্রাসের নির্দেশ প্রদানের বা চুক্তিমূল্য হ্রাসে সহায়ক হইবে এইরূপ ঝুঁকি ও দায়িত্বের পুনঃবণ্টন সুপারিশ করিয়া অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট মূল্যায়ন প্রতিবেদন পেশ করিতে পারিবে।

১৭.২৮ উপ-অনুচ্ছেদ ১৭.২৭ অনুসারে সংশ্লিষ্ট ক্রয়ের ব্যাপ্তি হ্রাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে, ক্রয়কারী নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের প্রতিপালন নিশ্চিত করিবে:

ক) কার্যের ব্যাপ্তি সংশোধন করা সত্ত্বেও প্রাথমিকভাবে সর্বনিম্ন হিসাবে মূল্যায়িত দরপত্র পুনঃপরীক্ষান্তে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্র হিসাবেই রহিয়াছে;

খ) প্রাথমিকভাবে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্রদাতার সহিতই চুক্তিসম্পাদন করিবে; এবং

গ) কার্যের ব্যাপ্তি হ্রাস করিবার কারণে ক্রয়ের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে না।

উদাহরণ: কোনো রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে, রাস্তা নির্মাণের কার্যের ব্যাপ্তি হ্রাসক্রমে কার্যের পরিমাণগত হিসাব-সংবলিত বিবরণী সর্বশেষ আইটেম রাস্তার নিরাপত্তার আইটেমসমূহের নির্মাণ কাজ বাদ দেওয়ার সুপারিশ করিয়াছে। উক্ত ক্ষেত্রে উক্ত বাদ দেওয়ার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য দরপত্রদাতাগণের প্রদত্ত দরের উপর কীরূপ প্রভাব বিস্তার করে উহা পরীক্ষা করিবার পরে চতুর্থ সর্বনিম্ন গ্রহণযোগ্য দরপত্রদাতা প্রথম সর্বনিম্ন দরপত্রদাতা হইতে পারে। সেইক্ষেত্রে কোনো দরপত্রদাতার সহিত চুক্তিসম্পাদন করা যাইবে না।

১৭.২৯ একাধিক দরপত্র মূল্যায়নের পর যদি দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয় যে কেবল একটি দরপত্র গ্রহণযোগ্য হইয়াছে এবং উক্ত দরপত্রের মূল্যায়িত দর দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য বা বাজারমূল্যের সহিত সংগতিপূর্ণ, তাহা হইলে উক্ত কমিটি অনুচ্ছেদ ৩০ অনুসারে উক্ত দরপত্রদাতার সহিত চুক্তিসম্পাদনের সুপারিশ করিয়া অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট মূল্যায়ন প্রতিবেদন পেশ করিবে।

১৭.৩০ দরপত্রের উচ্চমূল্যের কারণে ক্রয়কারী সম্ভাব্য বাজেটের অধীন ক্রয়কার্য সম্পাদনের জন্য উহার ব্যাপ্তি হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, দরপত্রদাতা উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে চুক্তিসম্পাদন করিতে বাধ্য থাকিবে না এবং প্রস্তাবিত হ্রাসকরণ দরপত্রদাতাগণের প্রতি নির্দেশনায় বর্ণিত শর্তের আওতাভুক্ত না হইলে, দরপত্রদাতা কর্তৃক প্রস্তাবিত চুক্তি সম্পাদনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্য কোনোরূপ দন্ড আরোপ করা যাইবে না।

১৭.৩১ ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরের সমতার ক্ষেত্রে, যে দরপত্রদাতার ক্রয়কারীর অধীন অতীত কার্যসম্পাদনের মান উৎকৃষ্টতর, তাহাকে নির্বাচন করিতে হইবে এবং সেইক্ষেত্রে অতীতে মূল চুক্তিমেয়াদে পণ্যসরবরাহ অথবা কার্য বা সেবাসম্পাদনের ইতিহাস, বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণ প্রয়োগ, মৌলিক শর্ত ভঙ্গজনিত চুক্তির অবসান ও সরবরাহকৃত পণ্য বা সম্পাদিত কার্য বা সেবায় ত্রুটি-বিচ্যুতির উদ্ভব অর্থে সরবরাহকৃত পণ্য বা সম্পাদিত কার্যের গুণগত মান ও অভিযোগসংক্রান্ত ইতিহাসসংশ্লিষ্ট নির্ণায়কসমূহ বিবেচ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নদরে সমতার ক্ষেত্রে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি প্রাথমিকভাবে সম্ভাব্য চক্রান্তমূলক কর্মের (Collusive practice) উপস্থিতি খতিয়ে দেখিবে এবং চক্রান্তমূলক কর্মের উপস্থিতির ক্ষেত্রে এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৯৪ অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৭.৩২ সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরের সমতার ক্ষেত্রে যদি কোনো দরপত্রদাতারই ক্রয়কারীর অধীন পণ্য সরবরাহ বা সেবা সম্পাদন বা কার্যসম্পাদনের কোনো অতীত অভিজ্ঞতা না থাকে, তাহা হইলে ক্রয়কারীর নিজ সংস্থায় অপরাপর ক্রয়কারীর অধীনে উপ-অনুচ্ছেদ ১৭.৩১-এ বর্ণিত নির্ণায়কসমূহের ভিত্তিতে সর্বনিম্ন দরপত্রদাতা নির্বাচন করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পণ্য সরবরাহ চুক্তির ক্ষেত্রে, ব্যবহারকারীগণের বিবেচনায় পণ্যের গুণগত মান অধিকতর সুবিধাজনক এমন বিষয়টি উত্তর-যোগ্যতা নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় দৃঢ়তররূপে সমর্থিত হওয়া সাপেক্ষে এই ধারায় উল্লিখিত নির্ণায়কসমূহের পাশাপাশি বিবেচনায় নেওয়া যাইবে।

১৭.৩৩ উপ-অনুচ্ছেদ ১৭.৩৫ এ বর্ণিত ক্ষেত্রব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে এই নীতিমালার অধীন কৃতকার্য দরপত্রদাতা লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করা যাইবে না।

১৭.৩৪ মূল্যায়ন কার্যক্রমের যাবতীয় রেকর্ডপত্র ক্রয়কারীর কার্যালয়ে নিরাপদ হেফাজতে রাখিতে হইবে এবং কেবল মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণের উক্ত রেকর্ডে সাধারণ প্রবেশগম্যতা থাকিবে।

১৭.৩৫ উপ-অনুচ্ছেদ (৩৩.০২) এর আওতায় সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে অভ্যন্তরীণ কার্যক্রয়ে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরের সমতার ক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে কৃতকার্য দরদাতা নির্ণয় করা যাইবে।

১৮ চুক্তিসম্পাদনের পূর্বশর্ত হিসাবে নেগোসিয়েশন বা দরপত্র সংশোধন না করা

১৮.০১ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ও অবস্থা ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে, দরপত্র মূল্যায়ন ও চুক্তিসম্পাদন বা কার্যাদেশ প্রদানের পর্যায়ে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্রদাতা বা অন্য কোনো দরপত্রদাতার সহিত কোনো নেগোসিয়েশন করা যাইবে না-

ক) সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে কোনো ক্রয়ের ক্ষেত্রে;

খ) ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে;

গ) আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পণ্য, কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয়ে সর্বনিম্ন গ্রহণযোগ্য দরদাতা বৈদেশিক মুদ্রায় দর প্রস্তাব করিলে;

ঘ) যদি সর্বনিম্ন মূল্যায়িত গ্রহণযোগ্য দরপত্রদাতার উদ্ধৃত দর তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের অতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে ক্রয়কারী উক্ত অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করিবে এবং কার্যসম্পাদনের ব্যাপ্তিহ্রাস বা ঝুঁকি ও দায়িত্ব পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে চুক্তিমূল্য হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্রদাতার সহিত নেগোসিয়েশন করিতে পারিবে।

১৮.০২ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি, চুক্তিসম্পাদনের শর্ত হিসাবে, কোনো দরপত্রদাতাকে দরপত্র দলিলে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই এমন কোনো দায়িত্ব পালন এবং দরপত্রে বর্ণিত মূল্য পরিবর্তন বা দরপত্রের অন্য কোনো শর্ত সংশোধনের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে না।

১৯ দরপত্র বা প্রস্তাবের বৈধতার মেয়াদ নির্ধারণ ও মেয়াদ বৃদ্ধি

১৯.০১ দরপত্র বা প্রস্তাবের বৈধতার মেয়াদ, দরপত্র বা প্রস্তাবের জটিলতা (Complexity) এবং উহা মূল্যায়ন ও অনুমোদনের জন্য আবশ্যক সময় বিবেচনায় সাধারণভাবে ৬০ (ষাট) হইতে ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) দিন এর মধ্যে নির্ধারণ করিতে হইবে। কোনো বিশেষ ক্রয় কর্মকান্ডের শর্তের সহিত সঙ্গতি রক্ষার প্রয়োজনে দরপত্র প্রস্তুত এর সময় ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা, দরপত্র বা প্রস্তাবের বৈধতার মেয়াদ কমাইতে বা বাড়াইতে পারিবেন।

১৯.০২ ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইলে, দরপত্র বা প্রস্তাবের জন্য নির্ধারিত মেয়াদ অতিক্রান্তের পূর্বে, উহার বৈধতার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য ক্রয়কারী অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কোনো দরপত্রদাতা বা আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অনুরোধ করিতে পারিবে। তবে ২য় বার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

১৯.০৩ বৈধতার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য কোনো অনুরোধ করা হইলে উক্ত অনুরোধপত্রে দরপত্র বা প্রস্তাবের মেয়াদ অবসানের নূতন তারিখ উল্লেখ করিতে হইবে, এবং মেয়াদ বৃদ্ধির উক্ত অনুরোধপত্র দরপত্র বা প্রস্তাবের বৈধতার মেয়াদ উত্তীর্ণের ন্যূনতম ০৭ (সাত) কার্যদিবস পূর্বে দরপত্রদাতা বা আবেদনকারীগণের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১৯.০৪ ক্রয়কারী আবশ্যিকভাবে দরপত্র বা প্রস্তাবের বৈধতার মেয়াদের মধ্যে দরপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়ন, অনুমোদন এবং চুক্তিসম্পাদনের নোটিশ (Notification of Award) জারি করিবে বা কৃতকার্য পরামর্শকের অনুকূলে প্রস্তাব গ্রহণ পত্র (Letter of Acceptance) জারির মাধ্যমে চুক্তিস্বাক্ষরের জন্য আমন্ত্রণ জানাইবে।

২০ দরপত্র জামানত

২০.০১ অসদুদ্দেশ্যে দরপত্র দাখিল নিরুৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে, ক্রয়কারী দরপত্র দলিলে এই মর্মে শর্ত আরোপ করিতে পারিবে যে, প্রতিটি দরপত্রের সহিত, দরপত্রদাতার পছন্দ অনুযায়ী, বাংলাদেশের কোনো তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার, বা দরপত্র দলিলে নির্দিষ্টকৃত ছকে ব্যাংক গ্যারান্টি, জামানত হিসাবে দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ০৩ (তিন) কোটি টাকা পর্যন্ত কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্রের সহিত জামানত হিসাবে বাংলাদেশের কোনো তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট বা পে অর্ডার দাখিল করিতে হইবে।

২০.০২ আন্তর্জাতিক দরপত্রের ক্ষেত্রে, কোনো সুখ্যাতিপূর্ণ আন্তর্জাতিক ব্যাংক কর্তৃক দরপত্র দলিলে নির্দিষ্টকৃত ছকে দরপত্র জামানত হিসাবে ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল করিতে হইবে, যাহা বলবৎযোগ্য করার জন্য বাংলাদেশে উহার কোনো তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক সমর্থিত হইতে হইবে। বাংলাদেশের যে কোনো তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ব্যাংক গ্যারান্টিও গ্রহণযোগ্য হইবে ।

২০.০৩ অহেতুক অংশগ্রহণকারী দরপত্রদাতাগণকে নিরুৎসাহিত করার জন্য দরপত্র জামানত বা লট ভিত্তিক দরপত্র জামানতের অংক পর্যাপ্তভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে এবং উহা দরপত্র দলিলে মোটামুটি স্থির অংকে (Rounded fixed amount) উল্লেখ করিতে হইবে এবং কখনও প্রাক্কলিত চুক্তি মূল্যের শতকরা হারে উল্লেখ করা যাইবে না এবং উক্ত স্থির অংক দাপ্তরিক প্রাক্কলনের ৩% (শতকরা তিন ভাগ) এর অধিক হইবে না।

২০.০৪ দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্র দলিলে উল্লিখিত হিসাবের অনুকূলে দরপত্র জামানত প্রদত্ত হইবে।

২০.০৫ সরাসরি দরপত্র পদ্ধতি এবং কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতির অধীন পণ্য, কার্য ও ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে, দরপত্র জামানত দাখিলের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করা যাইবে না।

২০.০৬ কোনো দরপত্রদাতার নিকট যথাসময়ে কোনো দাবী উত্থাপনের প্রয়োজনে দরপত্রের বৈধ মেয়াদ পূর্তির তারিখের পর কমপক্ষে ২৮ (আটাশ) দিন পর্যন্ত দরপত্র জামানত বৈধ থাকিতে হইবে।

২১ দরপত্র জামানতের মেয়াদ বৃদ্ধি

২১.০১ দরপত্রদাতা, দরপত্রের বৈধতার মেয়াদ বৃদ্ধিতে সম্মত হওয়া সাপেক্ষে, উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দরপত্র জামানতের বৈধতার মেয়াদও বৃদ্ধি করিতে হইবে।

২১.০২ কোনো দরপত্রদাতা দরপত্র বৈধতার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে সম্মত না হইলে, তাহার দরপত্র পরবর্তীতে মূল্যায়নের জন্য বিবেচিত হইবে না এবং উক্ত ক্ষেত্রে দরপত্র জামানত, যতশীঘ্র সম্ভব, দরপত্রদাতাকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

২১.০৩ দরপত্রের বৈধতার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইলে, দরপত্র জামানতের মেয়াদ দরপত্রের বর্ধিত মেয়াদ পূর্তির তারিখের পর কমপক্ষে ২৮ (আটাশ) দিন বৃদ্ধি করিতে হইবে। অনুচ্ছেদ ১৯.০৩ অধীন বর্ধিত মেয়াদের দরপত্র জামানত কোন তারিখ পর্যন্ত গ্রহণ করা হইবে, তদবিষয়ে ক্রয়কারী দরপত্রদাতাকে অবহিত করিবে।

২২ দাখিলকৃত দরপত্র জামানতের সঠিকতা যাচাইকরণ

২২.০১ মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক, মূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণের পূর্বে, জামানত ইস্যুকারী ব্যাংকের নিকট হইতে দরপত্রদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত দরপত্র জামানতের সঠিকতা লিখিতভাবে যাচাই করিতে হইবে।

২২.০২ কোনো দরপত্র জামানত সঠিক বলিয়া পাওয়া না গেলে, উক্ত জামানত সংশ্লিষ্ট দরপত্র পরবর্তীতে মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করা যাইবে না এবং উক্ত দরপত্রদাতাকে পরবর্তীতে দরপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে বারিত করিতে পারিবে।

২৩ দরপত্র জামানত বাজেয়াপ্তকরণ

২৩.০১ কোনো দরপত্র জামানত বাজেয়াপ্ত করা যাইবে, যদি দরপত্রদাতা-

ক) দরপত্র উন্মুক্তকরণের পর দরপত্র জামানতের বৈধতার মেয়াদের মধ্যে দরপত্র প্রত্যাহার করে; বা

খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কার্য সম্পাদন জামানত দিতে ব্যর্থ হয় বা যাচাইঅন্তে সঠিক পাওয়া না যায়; বা

গ) চুক্তি সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে; বা

ঘ) কোনো গাণিতিক ভুল সংশোধনের কারণে দরপত্র মূল্যের সংশোধন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে;

ঙ) অনুচ্ছেদ ৯৪-এ বর্ণিত পেশাগত অসদাচরণে সম্পৃক্ত হয়।

২৪ দরপত্র জামানত ফেরত প্রদান

২৪.০১ দরপত্র উন্মুক্তকরণের পরে দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি কর্তৃক কোনো দরপত্র জামানত দরপত্রদাতাকে ফেরত দেওয়া যাইবে না।

২৪.০২ 'অগ্রহণযোগ্য' (Non-responsive) বলিয়া বিবেচিত দরপত্র ব্যতীত, চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কোনো দরপত্রদাতার দরপত্র জামানত ফেরত দেওয়া যাইবে না।

২৪.০৩ মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের অব্যবহিত পরে ক্রয়কারী কর্তৃক 'অগ্রহণযোগ্য' দরপত্র সমূহের দরপত্র জামানত ফেরত প্রদান করা যাইবে।

২৪.০৪ সর্বনিম্ন মূল্যায়িত রেসপনসিভ দরপত্রের দরপত্রদাতা কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর এবং কার্য সম্পাদন জামানত দাখিল করার পরেই কেবল অন্যান্য গ্রহণযোগ্য (Responsive) দরপত্রদাতাগণের দরপত্র জামানত ফেরত দেওয়া যাইবে, তবে উহা বৈধতার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই ফেরত দিতে হইবে।

২৫ কার্য-সম্পাদন জামানত

২৫.০১ কৃতকার্য দরপত্রদাতাকে নিম্নবর্ণিত হার অনুসরণক্রমে দরপত্র উপাত্ত শিট (Tender data sheet) এ নির্দিষ্টকৃত পরিমাণের কার্য-সম্পাদন জামানত প্রদান করিতে হইবে:

ক) বিভাজ্য পণ্যের (Divisible commodities) ক্ষেত্রে চুক্তিমূল্যের ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ);

খ) পণ্যের ক্ষেত্রে চুক্তিমূল্যের ১০% (শতকরা দশ ভাগ);

গ) কার্যের ক্ষেত্রে চুক্তিমূল্যের ১০% (শতকরা দশ ভাগ), যদি অগ্রিম অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা থাকে;

ঘ) কার্যের ক্ষেত্রে চুক্তিমূল্যের ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) হইতে ১০% (শতকরা দশ ভাগ), যদি অগ্রিম অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা না থাকে।

ঙ) ভৌতসেবার ক্ষেত্রে চুক্তিমূল্যের ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) হইতে ১০% (শতকরা দশ ভাগ);

চ) পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে চুক্তি মূল্যের ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) এবং পরিবহণযোগ্য পণ্যমূল্যের ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ);

ছ) সীমিত দরপত্রের ক্ষেত্রে চুক্তিমূল্যের ৩% (শতকরা তিন ভাগ) হইতে ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ);

জ) সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বা আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হইতে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কার্য সম্পাদন জামানত গ্রহণের প্রয়োজন নাই। কিন্তু নিরাপত্তা জামানত হিসাবে পরিশোধযোগ্য বিল থেকে ১০% (শতকরা দশ ভাগ) কর্তন করা যাইতে পারে।

ঝ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হইতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ে, ক্রয়কারী চুক্তিমূল্যের সর্বাধিক ৩%-৫% (শতকরা তিন ভাগ হইতে পাঁচ ভাগ) হারে, প্রয়োজন ও বাস্তবতার নিরিখে কার্য-সম্পাদন

জামানত নির্ধারণক্রমে প্রস্তাব দলিলে উল্লিখিত নির্দিষ্ট হারে কার্য-সম্পাদন জামানত আরোপ করিতে পারিবে।

তবে, বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ে ব্যক্তি পরামর্শকের উপর কার্য-সম্পাদন জামানত আরোপ করা যাইবে না; এবং একক উৎস ভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচন পদ্ধতি (SSS)-তে সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত বা সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, কোম্পানি, ট্রাস্টি হইতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ে কার্য-সম্পাদন জামানত প্রদান বাধ্যতামূলক হইবে না।

ঞ) মূল প্রস্তুতকারী বা উহার একমাত্র এজেন্ট এর নিকট হইতে যন্ত্রাংশ সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কার্য-সম্পাদন জামানত প্রদান বাধ্যতামূলক হইবে না।

২৫.০২ ফ্রন্ট লোডিং এর কারণে অথবা দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য থেকে উল্লেখযোগ্য কম পরিমাণে দরপত্র মূল্য উদ্ধৃত করিবার ফলে দরপত্রে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি মত পোষণ করিলে, ক্রয়কারী, চুক্তি মূল্যের সর্বোচ্চ ২৫% (শতকরা পঁচিশ ভাগ) পর্যন্ত কার্য-সম্পাদন জামানতের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

২৫.০৩ স্থানীয় ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে কোনো তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার বা ব্যাংক গ্যারান্টি আকারে কার্য-সম্পাদন জামানত দাখিল করিতে হইবে।

২৫.০৪ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে, কার্য-সম্পাদন জামানত হিসাবে বাংলাদেশে তফসিলি ব্যাংক আছে এইরূপ আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত কোনো ব্যাংক কর্তৃক দরপত্র দলিলে নির্ধারিত ছক (Format) অনুযায়ী ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করিতে হইবে যাহাতে উহা বলবৎযোগ্য হয়। বাংলাদেশের যে কোনো তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত কার্য-সম্পাদন জামানতও গ্রহণযোগ্য।

২৫.০৫ ত্রুটিজনিত দায়ের মেয়াদ (Defects liability period) সমাপ্তির তারিখের পর ২৮ (আটাশ) দিন পর্যন্ত কার্য-সম্পাদন জামানত বৈধ থাকিতে হইবে।

২৬ ক্রয় প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশে বাধা-নিষেধ, ইত্যাদি

২৬.০১ আবেদনপত্র, দরপত্র, কোটেশন, আগ্রহব্যক্তকরণপত্র বা প্রস্তাবসমূহ উন্মুক্তকরণের পর চুক্তিসম্পাদনের নোটিশ জারি না করা পর্যন্ত, কোনো দরপত্রদাতা বা আবেদনকারী, উহার আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব সম্পর্কে স্পষ্টীকরণের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করা না হইয়া থাকিলে বা নেগোসিয়েশনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো না হইলে বা অভিযোগ দাখিলের জন্য আবশ্যক না হইলে, সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারীর সহিত কোনোরূপ যোগাযোগ করিবে না।

২৬.০২ দরপত্রদাতা বা আবেদনকারী কোনোক্রমেই আবেদনপত্র, দরপত্র, আগ্রহব্যক্তকরণপত্র বা প্রস্তাবসমূহের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া কোনোভাবে প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করিবে না।

২৬.০৩ কোনো দরপত্রদাতা বা আবেদনকারী দরপত্র, কোটেশন, আবেদনপত্র, আগ্রহব্যক্তকরণপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়ন বা চুক্তিসম্পাদন সংক্রান্ত ক্রয়কারীর সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করিলে উক্ত দরপত্রদাতা বা আবেদনকারীর দরপত্র, আবেদন বা প্রস্তাব বাতিলক্রমে এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৯৪ এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৬.০৪ "ক্রয় প্রস্তাব" প্রক্রিয়ার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী "ক্রয় প্রস্তাব" অনুমোদন বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করিবে।

২৬.০৫ কোনো দরপত্রদাতা বা পরামর্শক তাহার দাখিলকৃত দরপত্র বা প্রস্তাব গৃহীত না হইবার কারণ সম্পর্কে ক্রয়কারীর নিকট জানিতে চাহিলে, ক্রয়কারী উক্ত দরপত্রদাতা বা আবেদনকারীকে শুধু তাহার দাখিলকৃত দরপত্র বা প্রস্তাবের আপেক্ষিক অবস্থান ও ঘাটতিসমূহ অবহিত করিবে, কিন্তু তাহার নিকট অন্য কোনো দরপত্রদাতা বা আবেদনকারী সম্পর্কে কোনো তথ্যপ্রকাশ করিবে না।

২৬.০৬ উপ-অনুচ্ছেদ ২৬.০৫ এর অধীন অবহিতকরণের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার গোপনীয়তা রক্ষা করিতে হইবে।

২৭ দরপত্র, প্রস্তাব বা কোটেশন বাতিলের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি

২৭.০১ ক্রয়কারী উপ-অনুচ্ছেদ ২৭.০২ এ বর্ণিত পরিস্থিতিতে মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তৎসংক্রান্ত সুপারিশ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর সকল দরপত্র, প্রস্তাব বা কোটেশন বাতিল করিতে পারিবে।

২৭.০২ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে, সকল দরপত্র, প্রস্তাব বা কোটেশন বাতিল করা যাইবে, যদি-

ক) দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় বাস্তবসম্মত হওয়া সত্ত্বেও সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্র বা কোটেশন উক্ত প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়; বা

খ) ক্রয় প্রক্রিয়ায় কার্যকর প্রতিযোগিতার অভাব থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় (যথা: সম্ভাব্য কতিপয় দরপত্রদাতা কর্তৃক অংশগ্রহণ না করা); বা

গ) কোনো সরবরাহ বা কার্য সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত সময় যুক্তিসঙ্গত বা বাস্তবসম্মত হওয়া সত্ত্বেও, দরপত্রদাতাগণ তাহাদের প্রস্তাবে উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহা সম্পন্ন করিবার প্রস্তাব দাখিল করিতে সক্ষম না হয়; বা

ঘ) সকল দরপত্র, প্রস্তাব বা কোটেশন অগ্রহণযোগ্য হয়; বা

ঙ) দরপত্র প্রক্রিয়ায় বা দরপত্র দলিলে এমন কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি বা অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয় যাহার দরুন ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ অব্যাহত রাখিলে কোম্পানির ক্রয়ের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে মর্মে প্রতীয়মান হয়; বা

চ) ক্রয় প্রক্রিয়াকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এইরূপ পেশাগত অসদাচরণের বিষয়টি প্রমাণিত হয়; বা

ছ) নেগোসিয়েশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যর্থ হয়।

২৭.০৩ সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দর বাজার মূল্যের সহিত সংগতিপূর্ণ হইলে উক্ত দরপত্র বা কোটেশন বাতিল বাধ্যতামূলক হইবে না।

২৭.০৪ সকল গ্রহণযোগ্য দরপত্রদাতা বা আবেদনকারী দরপত্র, প্রস্তাব বা কোটেশন দাখিল-উত্তর যোগ্যতা যাচাই নির্ণায়ক অনুসারে গ্রহণযোগ্য হইতে ব্যর্থ হওয়ার কারণ ব্যতীত, অন্য কোনো কারণে কোনো দরপত্র, প্রস্তাব বা কোটেশন বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে ক্রয়কারী উক্ত কারণসমূহ সতর্কতার সহিত পর্যালোচনা করিবে।

২৮ বাতিল পরবর্তী গৃহীতব্য ব্যবস্থা

২৮.০১ কোনো দরপত্র, কোটেশন বা প্রস্তাব বাতিলের পর উহা নূতনভাবে আহ্বানের ক্ষেত্রে, ক্রয়কারী-

ক) দাপ্তরিক প্রাক্কলন বা বাজেট বা উভয়ই সম্মিলিতভাবে পুনর্নির্ধারণ করিবে; এবং

খ) তৎপরবর্তীকালে চুক্তির শর্ত, নকশা ও বিনির্দেশ এবং চুক্তির পরিধি, পৃথকভাবে বা প্রয়োজনে সম্মিলিতভাবে, সংশোধন করিবার বিষয়টি বিবেচনা করিবে।

২৮.০২ যদি উপ-অনুচ্ছেদ (২৭.০২) (খ)-তে উল্লিখিত কারণে সকল দরপত্র, কোটেশন বা প্রস্তাব বাতিল করা হয়, তাহা হইলে ক্রয়কারী নূতন দরপত্র, কোটেশন বা আগ্রহব্যক্তকরণের আবেদনপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে, এই মর্মে নিশ্চয়তা বিধান করিবে যে-

ক) দরপত্র বা আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ-সংবলিত বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে এবং মূল্যসীমার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিকভাবে, অধিকতর ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়; এবং

খ) কোটেশনের ক্ষেত্রে, কোটেশনের অনুরোধ-সংবলিত দলিল ইতঃপূর্বে যাহাদের প্রদান করা হইয়াছিল তাহাদের অতিরিক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণের নিকটও জারি করা হয়।

২৮.০৩ গ্রহণযোগ্য না হইবার কারণে কোনো দরপত্র, কোটেশন বা প্রস্তাব উপ-অনুচ্ছেদ (২৭.০২) অনুসারে বাতিল করা হইলে, সংশোধিত দলিলের ভিত্তিতে নূতনভাবে দরপত্র, কোটেশন, আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ-সংবলিত আবেদনপত্র বা প্রস্তাব আহ্বান করা যাইতে পারে, যাহাতে ইতঃপূর্বে যাহারা অংশগ্রহণ করিয়াছে বা প্রাকযোগ্য বা সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত হইয়াছে তাহারা সকলে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় বা তাহাদেরকে পুনঃআহ্বান জানানো যায়।

২৮.০৪ অষ্টম অধ্যায় অনুসারে পেশাগত অসদাচরণের বিষয়টি প্রমাণিত হইলে, উপ-অনুচ্ছেদ (৯৪.০৮) অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

২৮.০৫ ক্রয়কারী, সকল দরপত্র, প্রস্তাব বা কোটেশন বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের, পর ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে, তৎসম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল দরপত্রদাতা ও আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

২৮.০৬ ক্রয়কারী সাধারণভাবে বা আবেদনকারী বা দরপত্রদাতার লিখিত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, দরপত্র, কোটেশন বা প্রস্তাব বাতিলের কারণ অবহিত করিবে।

২৮.০৭ ক্রয়কারী, যুক্তিসংগত কারণে ও ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, দরপত্র, কোটেশন বা প্রস্তাব দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমা উত্তীর্ণের পূর্বে, যে-কোনো সময়, সংশ্লিষ্ট ক্রয় প্রক্রিয়া বাতিল করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপে কোনো ক্রয় প্রক্রিয়া বাতিল করা হইলে ক্রয়কারী কর্তৃক গৃহীত সকল আবেদন, দরপত্র, কোটেশন বা প্রস্তাব উন্মুক্ত না করিয়া সংশ্লিষ্ট দরপত্রদাতা বা আবেদনকারীকে ফেরত প্রদান করিবে।

২৯ দরপত্র বা প্রস্তাব অনুমোদন

২৯.০১ মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশকৃত চুক্তিমূল্যের সাথে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কাস্টম শুল্ক (Custom duties), মূল্য সংযোজন কর (VAT), আয়কর (IT), বিমা (Insurance) ও অন্যান্য সম্ভাব্য ব্যয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিয়া আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধির ভিত্তিতে অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

২৯.০২ মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করিয়া উপ-অনুচ্ছেদ ২৯.০১ অনুযায়ী সুপারিশকৃত চুক্তিমূল্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ-

ক) উক্ত সুপারিশ অনুমোদন করিতে পারিবে; বা

খ) উক্ত সুপারিশ সম্পর্কিত কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে উক্ত কমিটির নিকট হইতে ব্যাখ্যা আহ্বান করিতে পারিবে; বা

গ) কারণ ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক

অ) উক্ত সুপারিশ বাতিলক্রমে পুনর্মূল্যায়নের জন্য উক্ত কমিটিকে অনুরোধ করিতে পারিবে; বা

আ) উক্ত সুপারিশ বাতিল করিয়া এই অনুচ্ছেদমালার বিধান অনুসরণক্রমে নতুনভাবে ক্রয়কার্য পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৩০ ক্রয় অনুমোদন প্রক্রিয়া, চুক্তি সম্পাদন নোটিশ জারি এবং চুক্তি স্বাক্ষর

৩০.০১ ক্রয়কারী, মূল্যায়ন কমিটি এবং অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ, এই নীতিমালার অধীন কোনো ক্রয়চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে চুক্তিসম্পাদনের নোটিশ জারি করা পর্যন্ত, এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অনুমোদন পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করিবে।

৩০.০২ আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ অনুযায়ী অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হইলে-

ক) মূল্যায়ন কমিটি, এই অনুচ্ছেদমালার বিধান অনুসারে মূল্যায়ন কার্যাদি সম্পন্নের পর, দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও ক্রয় চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কে উহার সুপারিশ, দরপত্র বা প্রস্তাব দলিল ব্যতীত,

একটি সিলমোহরযুক্ত বন্ধ খামে ক্ষেত্রমত, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অনুমোদনের জন্য সরাসরি দাখিল করিবে;

খ) প্রাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুচ্ছেদ ২৯ অনুযায়ী অনুমোদন বা অন্য কোনো সিদ্ধান্ত প্রদানের পর ক্রয়কারী কার্যালয় বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহাতে স্বাক্ষর প্রদান করিয়া উক্ত বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ক্রয়কারীর নিকট ফেরত দিবে ।

৩০.০৩ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ হইলে-

৩০.০২.০১ মূল্যায়ন কমিটি "ক্রয় প্রস্তাব" শিরোনামে একটি সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করিবে এবং উক্ত সার-সংক্ষেপ, মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও ক্রয় চুক্তি সম্পর্কে উহার সুপারিশ, দরপত্র বা প্রস্তাব দলিল ব্যতীত, একটি সিলমোহরযুক্ত বন্ধ খামে সরাসরি ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিকট দাখিল করিবে। ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র সহ উক্ত ক্রয় প্রস্তাব পরিচালনা পর্ষদের নিকট উপস্থাপন করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান নিজেই যদি মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি হন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রসহ ক্রয় প্রস্তাব উক্ত পরিচালনা পর্ষদের নিকট সরাসরি প্রেরণ করিতে হইবে।

৩০.০২.০২ উপস্থাপিত "ক্রয় প্রস্তাব" অনুচ্ছেদ ২৯ অনুযায়ী অনুমোদন, বা অন্য কোনো সিদ্ধান্ত প্রদানের পর পরিচালনা পর্ষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য "ক্রয় প্রস্তাব"টি ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিকট ফেরত দিবে।

৩০.০৪ কোনো দরপত্র বা প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে, ক্রয়কারী উক্ত বিষয়ে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করিবে-

ক) অনুমোদনের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর ০৩ (তিন) কার্য দিবসের মধ্যে কিন্তু দরপত্র বা প্রস্তাবের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে ক্রয়কারী চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারি করিবে;

খ) এক বা একাধিক আইটেমের জন্য আইটেমভিত্তিক দরপত্র আহ্বান করা হইলে, যেসকল আইটেমের জন্য কোনো দরপত্রদাতাকে চুক্তিসম্পাদন নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে উক্ত সকল আইটেমের জন্য তাহার সহিত একটি মাত্র চুক্তিসম্পাদন করিতে হইবে।

গ) কৃতকার্য দরপত্রদাতা চুক্তি সম্পাদন নোটিশ গ্রহণের পরে নিম্নবর্ণিত সময়সীমার মধ্যে ক্রয়কারীর অনুকূলে কার্য সম্পাদন জামানত দাখিল করিবে:

অ) জাতীয় পর্যায়ের দরপত্রের ক্ষেত্রে, চুক্তিসম্পাদন নোটিশ জারির তারিখ হইতে ১৪ (চৌদ্দ) কার্যদিবসের মধ্যে।

আ) আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে, চুক্তিসম্পাদন নোটিশ জারির ২৮ (আটাশ) কার্যদিবসের মধ্যে।

ঘ) কার্যসম্পাদন জামানত চুক্তির শর্তে বর্ণিত পরিমাণ অর্থে এবং চুক্তিমূল্য পরিশোধ্য মুদ্রায় তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত হইতে হইবে।

ঙ) ক্রয়কারী চুক্তিস্বাক্ষরের পূর্বে দরপত্রদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত কার্যসম্পাদন জামানতের যথার্থতা ব্যাংক ড্রাফট বা অপরিবর্তনীয় ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যুকারী ব্যাংকের শাখায় লিখিত অনুরোধ প্রেরণ করিয়া যাচাই করিতে হইবে।

চ) দরপত্রদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত কার্যসম্পাদন জামানত যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হইলে, ক্রয়কারী কর্তৃক যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং কৃতকার্য দরপত্রদাতা নিম্নে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে চুক্তিস্বাক্ষর করিবে:

অ) জাতীয় পর্যায়ের দরপত্রের ক্ষেত্রে, চুক্তিসম্পাদন নোটিশ জারির তারিখ হইতে ২৮ (আটাশ) কার্যদিবসের মধ্যে।

আ) আন্তর্জাতিক দরপত্রের ক্ষেত্রে, চুক্তিসম্পাদন নোটিশ জারির ৪২ (বিয়াল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে।

ছ) দাখিলকৃত কার্যসম্পাদন জামানত যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত না হয়, তাহা হইলে ক্রয়কারী দরপত্রদাতার দরপত্র জামানত বাজেয়াপ্ত করিবার পাশাপাশি তাহার বিরুদ্ধে অনুচ্ছেদ ৯৪ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

জ) চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারির কপি ক্রয়কারীর দপ্তরের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন এবং কোম্পানির নিজস্ব ওয়েব সাইটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং যা চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারির ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে এবং কমপক্ষে ২৮ (আটাশ) দিনের জন্য ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

ঝ) ক্রয়চুক্তি, স্বাক্ষরের পর, ক্রয়কারীর দপ্তরের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন এবং কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইটে চুক্তিসম্পাদন-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করিতে হইবে, যা চুক্তিস্বাক্ষরের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ও কমপক্ষে ১ (এক) মাসের জন্য নোটিশ বোর্ডে বা ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

ঞ) ক্রয়কারী ১০ (দশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বের যে কোনো ক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে কৃতকার্য ইকনোমিক অপারেটরের মালিকানা-সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ (Beneficial ownership) চুক্তিসম্পাদন-সংক্রান্ত তথ্য বিপিপিএ-এর ওয়েবসাইট বা ওয়েব-পোর্টালে প্রকাশ করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

পণ্য, কার্য ও ভৌতসেবার ক্রয় পদ্ধতি এবং উহার প্রয়োগ

অভ্যন্তরীণ ক্রয়

৩১ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ: এক ধাপ এক খাম পদ্ধতি

৩১.০১ বিশেষ পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট কোনো ক্রয়ের ক্ষেত্রে অথবা মূল্য-সীমার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য ক্রয়পদ্ধতির কোনো একটি পদ্ধতির ব্যবহার অধিকতর যুক্তিযুক্ত না হইলে, পণ্য, কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রে বিবেচ্য পদ্ধতি হিসাবে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে হইবে।

৩১.০২ অনুচ্ছেদ ১০ এর অধীন বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে সকল যোগ্য দরপত্রদাতার নিকট হইতে দরপত্র আহ্বান করিতে হইবে।

৩১.০৩ বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখে দরপত্র দলিল বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত ও প্রাপ্তিসাধ্য থাকা সাপেক্ষে, পণ্য, কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্রদাতাগণকে দরপত্র প্রণয়ন ও দাখিলের জন্য প্রদেয় সময় নিম্নবর্ণিত ন্যূনতম সময়ের কম হইবে না:

উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির অধীনে অভ্যন্তরীণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্য সরবরাহ, কার্য সম্পাদন বা ভৌতসেবার জন্য বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রকাশের তারিখ হইতে দরপত্র প্রণয়ন ও দাখিলের সময়:

- ০২ (দুই) কোটি টাকা পর্যন্ত ক্রয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১৪ (চৌদ্দ) দিন;
- ০২ (দুই) কোটি টাকার উর্ধ্বের এবং ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত ক্রয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২১ (একুশ) দিন;
- ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার উর্ধ্বের ক্রয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২৮ (আটাশ) দিন;
- বিপর্যয়কর কোনো ঘটনা মোকাবিলার জন্য অথবা উপরোক্ত তিন ক্ষেত্রে জরুরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০ (দশ) দিন;
- ০২ (দুই) কোটি টাকা পর্যন্ত পুনঃদরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০ (দশ) দিন, অন্যান্য পুনঃদরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১৪ (চৌদ্দ) দিন অথবা জরুরি পুনঃদরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ০৭ (সাত) দিন।

৩১.০৪ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির অধীন পণ্য, কার্য ও ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে পরিশিষ্ট-৩ এ প্রদত্ত ফ্লো-ডায়াগ্রাম এ উল্লিখিত প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রম অনুসরণীয় হইবে।

৩২ পণ্য, কার্য, ইত্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্রয় পদ্ধতির প্রয়োগ

৩২.০১ ক্রয়কারী, পণ্য, কার্য ও ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে, উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির স্থলে অন্য কোনো ক্রয়পদ্ধতি যথা, সীমিত দরপত্র পদ্ধতি, সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি, দুই পর্যায় বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি, এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি এবং কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি ব্যবহার করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি ব্যতীত এই অনুচ্ছেদমালায় বর্ণিত শর্তসমূহ প্রতিপালনপূর্বক অন্য কোনো ক্রয় পদ্ধতি নির্বাচনের কারণ ও যৌক্তিকতা রেকর্ডভুক্ত করিতে হইবে।

৩২.০২ সীমিত দরপত্র পদ্ধতি, দুই পর্যায় বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি, এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি, কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি এবং সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির অধীন পণ্য, কার্য ও ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাক্রমে পরিশিষ্ট - ৪, ৫, ৬, ৭ এবং ৮ এ প্রদত্ত ফ্লো-ডায়াগ্রাম এ উল্লিখিত প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রম অনুসরণীয় হইবে।

৩৩ সীমিত দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ

৩৩.০১ নিম্নবর্ণিত পরিস্থিতিতে ক্রয়কারী সীমিত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া ক্রয়কার্য সম্পন্ন করিতে পারিবে, যথা:

৩৩.০১.০১ যে সকল ক্ষেত্রে পণ্য, কার্য ও ভৌতসেবা তাহাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে কেবল সীমিত সংখ্যক যোগ্যতা সম্পন্ন সম্ভাব্য সরবরাহকারী বা ঠিকাদারের নিকট হইতে প্রাপ্তিসাধ্য; বা

৩৩.০১.০২ জরুরি প্রয়োজনে পণ্য, কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত অভ্যন্তরীণ অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়া গ্রহণ বাস্তবসম্মত নহে বলিয়া প্রতীয়মান হইলে;

তবে শর্ত থাকে যে, যে পরিস্থিতির কারণে বর্ণিত জরুরি অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, ক্রয়কারী কর্তৃক উহার পূর্বানুমান সম্ভব ছিল না অথবা ক্রয়কারীর দীর্ঘসূত্রতার কারণেও উহা সূচিত হয় নাই; বা

৩৩.০১.০৩ যে সকল ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়হ্রাস এবং খুচরা যন্ত্রাংশের মজুদ সীমিতকরণের লক্ষ্যে সরকার/বোর্ড নির্দিষ্ট কতিপয় ব্র্যান্ডের (যথা- গাড়ি কম্পিউটার, গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি, গবেষণার যন্ত্রপাতি এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিশেষ যন্ত্রপাতি যেমন: অন-লোড ট্যাপ চেন্জার, এনার্জী মিটার, বুস্টারস, ডিসিএস, স্ক্যাডা, রীলে, কন্ট্রোল এবং প্রটেকশন যন্ত্রপাতি, টারবাইন, জেনারেটর, ইত্যাদি) প্রমিতীকরণসংক্রান্ত নীতিমালা প্রবর্তন করিয়াছে।

৩৩.০২ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয়ে আবশ্যক সময় এবং প্রশাসনিক ব্যয় ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত পণ্য বা কার্যের মূল্যের তুলনায় অধিক হইলে, ক্রয়কারী, নিম্নলিখিত মূল্যসীমা সাপেক্ষে, তালিকাভুক্ত সরবরাহকারী বা ঠিকাদারদের নিকট হইতে দরপত্র আহ্বান করিতে পারিবে:

ক) অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্য, ভৌতসেবা এবং একক সেবাদানমূলক চুক্তি;

খ) অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা মূল্যের অভ্যন্তরীণ কার্য।

৩৩.০৩ সীমিত দরপত্র পদ্ধতির অধীনে উপ-অনুচ্ছেদ (৩৩.০১)-এ বর্ণিত ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো মূল্যসীমা প্রযোজ্য হইবে না এবং সম্ভাব্য সরবরাহকারী বা ঠিকাদার বা সেবাপ্রদানকারীকে দরপত্র দাখিলের জন্য আহ্বান জানাইতে হইবে এবং উপ-অনুচ্ছেদ (৩৩.০২)-এর অধীন অভ্যন্তরীণ কার্যক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো দরপত্রদাতা কর্তৃক দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য হইতে ৫ (পাঁচ) শতাংশের হারের অধিক কম বা অধিক বেশি দর উদ্ধৃত করা হইলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণ: সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে অভ্যন্তরীণ কোনো কার্যক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র দলিলে প্রাক্কলিত মূল্য ১০০.০০ লক্ষ টাকা উল্লেখ করা হইলে, কোনো দরদাতা ৫% বা ৯৫.০০ লক্ষ টাকা হইতে ১০৫.০০ লক্ষ টাকা দরে দরপত্র দাখিল করিতে পারিবে। তবে দরদাতা ৯৫.০০ লক্ষ টাকা কম বা ১০৫.০০ লক্ষ টাকার বেশি দরে দরপত্র দাখিল করিলে তাহার দরপত্র বাতিল হইয়া যাইবে।

৩৩.০৪ মূল্যায়িত সর্বনিম্ন দর যদি উপ-অনুচ্ছেদ (৩৩.০২) এ বর্ণিত মূল্যসীমার অধিক হয়, তাহা হইলে আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ অনুযায়ী পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে উক্ত ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৩৩.০৫ সীমিত দরপত্র পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৩৩.০৬ এই পদ্ধতির অধীন দরপত্র জামানত প্রদান বাধ্যতামূলক করা যাইবে না, তবে কার্য-সম্পাদন জামানত গ্রহণ করিতে হইবে।

৩৪ সীমিত দরপত্র পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি

৩৪.০১ বিশেষায়িত পণ্য, কার্য, ও ভৌতসেবা ক্রয়ের প্রয়োজনে ক্রয়কারী যদি সরবরাহকারীর বা ঠিকাদারের বা সেবাপ্রদানকারীর সংখ্যাল্পতা সম্পর্কে অবহিত থাকে, তাহা হইলে সরাসরি সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের বা ঠিকাদারদের বা সেবাপ্রদানকারীদের নিকট হইতে দরপত্র আহ্বান করিতে পারিবে।

৩৪.০২ অনুচ্ছেদ ৮৮-এর অধীন ক্রয়কারী কর্তৃক সম্ভাব্য ইকনোমিক অপারেটরের হালনাগাদকৃত তালিকা সংরক্ষণ করা হইলে, সেইক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (৩৩.০২)-এর অধীন ক্রয়ের ক্ষেত্রে উক্ত তালিকাভুক্ত ইকনোমিক অপারেটরগণের নিকট হইতে দরপত্র আহ্বান করা যাইতে পারে।

৩৪.০৩ উপ-অনুচ্ছেদ (৩৪.০২) এর আওতায় দরপত্র আহ্বান ছাড়াও প্রতিযোগিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রয়কারীর ওয়েবসাইটে ও অন্যান্য সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

৩৪.০৪ সম্ভাব্য ইকনোমিক অপারেটরগণের হালনাগাদকৃত তালিকা সংরক্ষণ করে না এমন ক্রয়কারী অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্রয়কারী কর্তৃক সংরক্ষিত অথবা এতদুদ্দেশ্যে বিপিপিএ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ইকনোমিক অপারেটরগণের তালিকা ব্যবহার করিতে পারিবে।

৩৪.০৫ সীমিত দরপত্র পদ্ধতির আওতায় আমন্ত্রণ পত্রের তারিখ (যেখানে যা প্রযোজ্য) হইতে দরপত্র প্রণয়ন ও দাখিলের সময়:

- ন্যূনতম ১৪ (চৌদ্দ) দিন;
- পুনঃদরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে ৭ (সাত) দিনে হ্রাস করা যাইতে পারে;
- জরুরি প্রয়োজনে ক্রয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৭ (সাত) দিন;
- জাতীয় দুর্যোগের ক্ষেত্রে, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের অনুমোদন সাপেক্ষে ৭ (সাত) দিনের কম সময়।

৩৫ দুই পর্যায় বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি

৩৫.০১ ক্রয়কারী, টার্ন-কী চুক্তি বা বৃহদাকার জটিল প্রকৃতির প্ল্যান্ট স্থাপন সংক্রান্ত চুক্তির (যথা-প্রক্রিয়াকরণ স্থাপনা সরবরাহ, স্থাপন এবং চালুকরণ, বা জটিল প্রকৃতির কার্য বা যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত চুক্তি ইত্যাদি) ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে পারিবে। জটিল বলিতে যে সকল ক্রয়ের ক্ষেত্রে, দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির কারণে পূর্ব হইতেই পূর্ণাঙ্গ কারিগরি বিনির্দেশ নির্ধারণ করা ক্রয়কারীর সর্বোত্তম স্বার্থের অনুকূল নাও হইতে পারে বা বিকল্প কারিগরি সমাধান বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, ক্রয়কারী তদবিষয়ে ওয়াকিবহাল না থাকায় পূর্ণাঙ্গ কারিগরি বিনির্দেশ প্রণয়নে ক্রয়কারীর সক্ষমতার অভাব রহিয়াছে তাহা বুঝাইবে।

৩৫.০২ প্রথম পর্যায়ে ক্রয়কারী মূল্য উল্লেখ ব্যতিরেকে একটি ধারণাগত ডিজাইনের রূপরেখা সংবলিত কারিগরি প্রস্তাব দাখিলের আহ্বান জানাইয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিবে এবং উক্ত ধারণাগত ডিজাইনে সম্ভাব্য দরপত্রদাতাগণের জন্য মৌলিক কারিগরি তথ্য (যথা- প্রত্যাশিত কার্য-সম্পাদনের উৎপাদন ক্ষমতা সংক্রান্ত শর্ত, কারিগরি বিনির্দেশের রূপরেখা ও ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের বাহ্যিক চিত্র, পরিচালনা ও আর্থিক বিষয়াদি, ইত্যাদি) সবিস্তারে উল্লেখ থাকিবে।

৩৫.০৩ উপ-অনুচ্ছেদ ৩৫.০২-এর অধীন বিজ্ঞাপনে কারিগরি প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণের মানদণ্ডের উল্লেখ করিতে হইবে, যাহার মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়েরও উল্লেখ থাকিবে-

ক) দরপত্রদাতার ব্যবস্থাপনাগত এবং কারিগরি যোগ্যতা; এবং

খ) সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারীর ক্রয়ের চাহিদা পূরণে দরপত্রদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত কারিগরি প্রস্তাবের কার্যকারিতা এবং ভবিষ্যৎ অভিযোজ্যতা (Adaptability)।

৩৫.০৪ প্রথম পর্যায়ে দরপত্রদাতাগণ কর্তৃক দরপত্রের সহিত কোনো দরপত্র জামানত দাখিলের প্রয়োজন হইবে না।

৩৫.০৫ কারিগরি প্রস্তাব আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে, দরপত্রদাতাগণ ক্রয়কারীর চাহিদার শর্ত যথাযথভাবে পূরণে পণ্য, কার্য, ও ভৌতসেবার কারিগরি মান, গুণাবলি, এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক কারিগরি প্রস্তাব দাখিল করিবে, এবং চুক্তিসম্পাদন ব্যবস্থাপনায় সহায়ক শর্তাবলি সম্পর্কে তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিবে।

৩৫.০৬ প্রথম পর্যায়ে কারিগরি প্রস্তাব দাখিলের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে ন্যূনতম ৪২ (বিয়াল্লিশ) দিন সময় প্রদান করিতে হইবে।

৩৫.০৭ মূল্যায়ন কমিটি প্রাপ্ত সকল কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন করিবে এবং ক্রয়ের জটিল প্রকৃতি বিবেচনায়, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট দরপত্র মূল্যায়নে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে একটি কারিগরি সাব-কমিটি, অথবা উপকারভোগী বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ক্রয়ের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট জ্ঞানের অধিকারী কারিগরি বিশেষজ্ঞগণের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৫.০৮ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি প্রয়োজনে সকল দরপত্রদাতাগণের সহিত দরপত্র মূল্য ব্যতীত, প্রস্তাবিত অন্য যে কোনো বিষয়ে পৃথকভাবে এবং গোপনীয়তার সহিত আলোচনা করিবে এবং প্রত্যেক দরপত্রদাতা দরপত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করিবে এবং অন্য কোনো দরপত্রদাতার নিকট কোনো গোপনীয় তথ্য বা পরিকল্পনা প্রকাশ করিবে না।

৩৫.০৯ উপ-অনুচ্ছেদ (৩৫.০৮) এর অধীন আলোচনান্তে মূল্যায়ন কমিটি প্রত্যেক গ্রহণযোগ্য দরপত্রদাতার বরাবরে উহার কারিগরি প্রস্তাবে আবশ্যকীয় পরিবর্তনের রূপরেখা-সংবলিত দরপত্র সমন্বয়সংক্রান্ত কার্যবিবরণী প্রেরণ করিবে, যাহা দ্বিতীয় পর্যায়ের দরপত্রে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে ক্রয়কারী সম্মত হইয়াছে।

৩৫.১০ মূল্যায়ন কমিটির সকল সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট দরপত্রদাতাগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত খসড়া দরপত্র সমন্বয়সংক্রান্ত কার্যবিবরণীসহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট মূল্যায়ন কমিটির চূড়ান্ত সভা অনুষ্ঠানের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

৩৫.১১ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের কোনো বিষয়ে একমত পোষণ না করিলে বিষয়টি সম্পর্কে অনুচ্ছেদ ২৯ এর বিধান মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩৫.১২ দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যধারা শুরু করিবার পূর্বে, ক্রয়কারী সম্মত নূতন কারিগরি পরিধির আলোকে দরপত্র সংশোধনপূর্বক দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য দরপত্র মূল্যায়নের নির্ণায়কসমূহ স্থির করিবে।

৩৫.১৩ স্বচ্ছতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার (Intellectual property rights) সহিত সংগতি রক্ষাকল্পে, দ্বিতীয় পর্যায়ে দরপত্র দলিল সংশোধনের সময়, প্রথম পর্যায়ে প্রদত্ত দরপত্রদাতাগণের কারিগরি প্রস্তাবের গোপনীয়তা রক্ষা করিতে হইবে।

৩৫.১৪ প্রথম পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য সকল দরপত্রদাতাকে দ্বিতীয় পর্যায়ের দরপত্র দলিল ও দরপত্র সমন্বয়সংক্রান্ত প্রতিটি কার্যবিবরণীর শর্তানুসারে, ২১ (একুশ) দিন ন্যূনতম সময় প্রদান পূর্বক মূল্যসংবলিত সর্বোত্তম ও চূড়ান্ত দরপত্র (Best and final tenders) দাখিলের জন্য আহ্বান জানাইতে হইবে।

৩৫.১৫ দ্বিতীয় পর্যায়ের দরপত্র প্রক্রিয়ায় দরপত্র দাখিল, উন্মুক্তকরণ, মূল্যায়ন এবং চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় প্রক্রিয়ার অনুরূপ হইবে।

৩৬ এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি

৩৬.০১ টার্ন-কী চুক্তি বা বৃহদাকার প্ল্যান্ট স্থাপন সংক্রান্ত চুক্তির (যথা-প্রক্রিয়াকরণ স্থাপনা সরবরাহ, স্থাপন এবং চালুকরণ, বা বৃহদাকার কার্য বা যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত চুক্তি, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যন্ত্রাংশ ক্রয় ইত্যাদি) ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ কারিগরি বিনির্দেশ, কার্যের হিসাব সংবলিত বিবরণ (Bill of Quantities) বা

আবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ-সংবলিত বিবরণ (Schedule of Requirement), ডিজাইন ইত্যাদিসহ পূর্ণাঙ্গ দরপত্র দলিল প্রণয়ন করিতে ক্রয়কারী সক্ষম হইলে, তিনি এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৩৬.০২ ক্রয়কারী প্রত্যেক দরদাতাকে কারিগরি এবং আর্থিক প্রস্তাব যথাযথভাবে চিহ্নিত পৃথক পৃথক দুইটি খামে সিলগালা করিয়া অন্য একটি বহিস্থ খামে স্থাপন ও উক্ত বহিস্থ খাম পুনরায় সিলগালা করিয়া দরপত্র জমাদানের আহ্বান জানাইয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিবে।

৩৬.০৩ দরপত্রদাতাকে কারিগরি প্রস্তাবের সহিত বিজ্ঞাপনে বর্ণিত স্থির অংকে (Rounded fixed amount) দরপত্র জামানত দাখিল করিবার জন্য আহ্বান জানাইতে হইবে।

৩৬.০৪ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির জন্য বিজ্ঞাপনে প্রদেয় সময় এই অনুচ্ছেদ এর অধীন আলোচ্য দরপত্র পদ্ধতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

৩৬.০৫ উন্মুক্তকরণ কমিটি প্রথমে শুধুমাত্র কারিগরি প্রস্তাব দরপত্র দলিলে উল্লেখিত স্থানে ও সময়ে উন্মুক্ত করিবে।

৩৬.০৬ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র দলিলে উল্লিখিত শর্ত, কারিগরি যোগ্যতা ও নির্ণায়কসমূহের আলোকে কৃতকার্যতা বা অকৃতকার্যতার (Pass or Fail) ভিত্তিতে কারিগরি প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন করিবে।

৩৬.০৭ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি প্রতিটি দরদাতার কারিগরি প্রস্তাব কারিগরি যোগ্যতার শর্তসমূহ পূরণ করে কি-না উহা নিরূপণ করিবে এবং কারিগরি যোগ্যতার শর্তসমূহ পূরণ না করিলে উক্ত দরপত্র অগ্রহণযোগ্য (Non-responsive) বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৩৬.০৮ কারিগরি প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন সমাপ্ত হইবার পর উক্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত আর্থিক প্রস্তাবসমূহ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি একটি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করিবে।

৩৬.০৯ কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের পর ক্রয়কারী কারিগরি মূল্যায়নে কৃতকার্য দরদাতাদেরকে আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণের স্থান, তারিখ ও সময় জানাইয়া প্রকাশ্যে উন্মুক্তকরণ সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করিবে।

৩৬.১০ দরপত্র উন্মুক্তকরণ সভায় দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কারিগরি মূল্যায়নে কৃতকার্য সকল দরদাতার আর্থিক প্রস্তাব অনুচ্ছেদ ১৫ অনুযায়ী উন্মুক্ত করিবে।

৩৬.১১ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি অনুচ্ছেদ ১৬ অনুযায়ী আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়নপূর্বক সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরদাতা নির্বাচন করিবে।

৩৬.১২ ক্রয়কারী কৃতকার্য দরপত্রদাতার সহিত চুক্তি স্বাক্ষরের পর কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়নের অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত দরপত্রদাতাগণের অগ্রহণযোগ্য হইবার বিষয়টি অবহিত করিবে এবং আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্ত না করিয়া ফেরত দিবে।

৩৭ কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি

৩৭.০১ ক্রয়কারী বাজারে বিদ্যমান প্রমিত মানের স্বল্পমূল্যের সহজলভ্য পণ্য, সাধারণ কার্য ও ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত মূল্যসীমা অতিক্রম না করা সাপেক্ষে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে পারিবে:

- পণ্যক্রয়ের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা; তবে বৎসরে সর্বোচ্চ ৪০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকা।
- কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয়ের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা; তবে বৎসরে সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা।

৩৭.০২ অপপ্রয়োগ রোধ নিশ্চিতকল্পে, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতির প্রয়োগ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আইটেমসমূহের মধ্যেই যেন ক্রয় সীমিত থাকে তাহার নিশ্চয়তা বিধান করিবেন।

৩৭.০৩ অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট ক্রয়ের জন্য কোটেশন পদ্ধতি নির্ধারিত না থাকিলে, কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন আবশ্যক হইবে।

৩৭.০৪ কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি প্রয়োগের যথার্থতা নিরূপণে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করিতে হইবে-

ক) দরপত্র কার্যক্রমে অধিকতর প্রতিযোগিতা পরিহার বা কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি প্রয়োগে ক্রয়ের জন্য সম্ভাব্য বৃহদাকার চুক্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যাইবে না;

খ) কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো ক্রয়ের ক্ষেত্রে জটিল দলিলপত্র সম্পাদন বা সাধারণ দরপত্র পদ্ধতিতে ব্যবহৃত আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হইবে না।

৩৭.০৫ স্বল্পমূল্যের সাধারণ কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিতভাবে কোটেশন দাখিলের অনুরোধ জ্ঞাপন করা যাইবে-

(ক) যুক্তিসংগতভাবে সঠিক ক্রয়ের পরিমাণ প্রাক্কলন করা সম্ভব হইলে একক হারের (Unit rate) ভিত্তিতে দর উদ্ধৃতকরণ; বা

(খ) যুক্তিসংগতভাবে ক্রয়ের পরিমাণ অগ্রিম নিরূপণ বা পূর্বানুমান করা সম্ভব না হইলে ব্যয় ও পারিশ্রমিক (Cost plus fee) একত্রে যোগ করিয়া মূল্য উদ্ধৃতকরণ; বা

(গ) স্বল্পমূল্যের কার্য বা ভৌতসেবা মূল্যের সঠিক প্রাক্কলন করা গেলে থোক মূল্য উদ্ধৃতকরণ।

৩৭.০৬ ক্রয়কারী উপ-অনুচ্ছেদ (৬.০১) মোতাবেক বিপিপিএ-এর আদর্শ দরপত্র দলিল (Standard Tender Document) ব্যবহার করিবে।

৩৭.০৭ কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে দরপত্র জামানত বা কার্যসম্পাদন জামানতের প্রয়োজন হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতির আওতায় যে সকল পণ্য, কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয়ে ওয়্যারেন্টি পিরিয়ড / ত্রুটিজনিত দায়ের মেয়াদ বলবৎ রাখা প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে রক্ষণযোগ্য অর্থ কর্তনের সংস্থান দরপত্র দলিলে রাখা যাবে, যাহা ইকনোমিক অপারেটরকে পরিশোধিতব্য চূড়ান্ত বিল হইতে কর্তন করিতে হইবে।

৩৭.০৮ কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপনের বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রকাশের প্রয়োজন নাই, তবে ন্যূনতম প্রচারের লক্ষ্যে ক্রয়কারীর নোটিশ বোর্ডসহ উহার ওয়েবসাইটে, যদি থাকে, উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইবে এবং ক্রয়কারীর নিকটবর্তী অন্য ক্রয়কারীর প্রশাসন শাখার নিকট, প্রচারের অনুরোধপূর্বক, প্রেরণ করিতে হইবে।

৩৭.০৯ কোটেশন দাখিলের জন্য প্রদত্ত সময় যথাসম্ভব কম বা যুক্তিসঙ্গত হইবে তবে ১০ (দশ) দিনের অধিক হইবে না।

৩৭.১০ কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন দলিলের জন্য কোনো মূল্য আদায় করা যাইবে না।

৩৭.১১ ক্রয়কারী যথাসম্ভব সর্বোচ্চ সংখ্যক দরদাতার নিকট হইতে কোটেশন আহ্বান করিবে এবং দরপত্রদাতাগণ কর্তৃক উদ্ধৃত দরের প্রতিযোগিতামূলক ভিত্তি নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কমপক্ষে ৩ (তিন) টি রেসপনসিভ কোটেশন আবশ্যক হইবে।

৩৭.১২ সন্তোষজনকসংখ্যক গ্রহণযোগ্য কোটেশন না পাওয়ার ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে ক্রয়কারী সম্ভাব্য দরপত্রদাতাগণ কোটেশন দাখিল করিবে কি করিবে না, সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া কোটেশন দাখিল করিবে না এইরূপ দরপত্রদাতাগণের স্থলে অন্য দরপত্রদাতাগণকে কোটেশন দাখিলের অনুরোধ জ্ঞাপন করিবে।

৩৭.১৩ যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভাব্য দরপত্রদাতাগণ উত্তমরূপে কার্যসম্পাদন এবং সাশ্রয়ী দর নিশ্চিত করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সকল সম্ভাব্য দরপত্রদাতার প্রতি সম আচরণ নিশ্চিত করা এবং সরবরাহের উৎস সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ক্রয়কারী ইহা নিশ্চিত করিবে যে, একই দরপত্রদাতার নিকট হইতে সর্বদা কোটেশন আহ্বান করা হইবে না।

৩৭.১৪ সিলগালা করা খামে বা অন্যভাবে প্রাপ্ত সকল কোটেশন উহা দাখিলের জন্য সর্বশেষ সময়সীমার পর ঐ তারিখেই দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করিবে।

৩৭.১৫ ক্রয়কারী বন্ধ খামে বা অন্যভাবে প্রাপ্ত সকল কোটেশন গ্রহণের সময় ও তারিখ উল্লেখপূর্বক সিলমোহর প্রদান করিয়া গ্রহণ করিবে এবং প্রাপ্ত কোটেশনসমূহ উন্মুক্ত না করিয়া নির্ধারিত তারিখে উহা মূল্যায়নের জন্য দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভাপতির নিকট প্রেরণ করিবে।

৩৭.১৬ যদি ক্রয়কারী কোটেশন দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমপক্ষে ৩ (তিন) টি কোটেশন প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে অন্যান্য দরপত্রদাতা যাহাদের বরাবরে কোটেশন দাখিলের জন্য অনুরোধপত্র প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহারা কোটেশন দাখিলে আগ্রহী কি-না, এবং আগ্রহী হইলে, কত শীঘ্র দাখিল করিতে পারিবে তাহা ক্রয়কারী যাচাই করিবে।

৩৭.১৭ ইতোমধ্যে তিন বা ততোধিক কোটেশন প্রাপ্ত না হইলে, ক্রয়কারী অন্যান্য দরপত্রদাতাকে কোটেশন দাখিলের জন্য যুক্তিসংগত অতিরিক্ত সময় প্রদান করিতে পারিবে, এবং উক্ত অতিরিক্ত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর কমপক্ষে ৩ (তিন) টি কোটেশন পাওয়া গেলে প্রাপ্ত কোটেশনসমূহ মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩৮ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি

৩৮.০১ ক্রয়কারী, প্রতিযোগিতামূলক ক্রয় পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যতিরেকে, সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া একটি উৎস হইতে পণ্য, কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয় করিতে পারিবে, তবে কোনো অবস্থাতেই অবাধ প্রতিযোগিতা এড়াইবার বা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, সরবরাহকারী, ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি বা আনুকূল্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে না।

৩৮.০২ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে অবাধ প্রতিযোগিতার সুফল পাওয়া যায় না বা স্বচ্ছতার অভাব থাকে বা অগ্রহণযোগ্য এবং প্রতারণামূলক তৎপরতাকে উৎসাহিত করা হইতে পারে বিধায় ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান এই পদ্ধতির প্রয়োগ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

৩৮.০৩ এই অনুচ্ছেদমালায় বর্ণিত পরিস্থিতিতেই যেন এই পদ্ধতির প্রয়োগ সীমিত থাকে এবং ইহার কোনো অপব্যবহার না হয়, তাহা নিশ্চিত করার জন্য সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

৩৮.০৪ **সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির ধরন:** প্রসঙ্গের পরিপন্থি না হওয়া সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত যে কোনো ক্ষেত্রে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে-

ক) সরাসরি চুক্তি (Direct contracting);

খ) নগদ ক্রয় (Cash purchase);

গ) ফোর্স একাউন্ট (Force account)।

৩৮.০৫ প্রতি ক্ষেত্রে অনধিক ০৪ (চার) লক্ষ টাকা মূল্যসীমার মধ্যে ব্যয় সীমিত থাকা এবং বরাদ্দ বিভাজন অনুমোদনসাপেক্ষে, কোম্পানির প্রয়োজনে মজুরির বিনিময়ে সরাসরি শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে ফোর্স

একাউন্ট প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং নগদ ক্রয়ের ন্যায় এইক্ষেত্রেও ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন প্রয়োজন হইবে না।

৩৮.০৬ ফোর্স একাউন্ট এর অধীন কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং অতিরিক্ত সরঞ্জামাদি ভাড়া করিবার ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্রয়পদ্ধতি যথা- কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি বা অনুচ্ছেদ ৩৯ এর অধীন সরাসরি চুক্তি পদ্ধতি বা অনুচ্ছেদ ৪০ এর নগদ ক্রয়ের ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৩৮.০৭ এই অনুচ্ছেদ অনুসরণে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী উহার প্রয়োজনীয়তা, মান, পরিমাণ, এবং সরবরাহের সময় ও শর্তাদির বিস্তারিত বর্ণনা প্রণয়ন করিবে।

৩৮.০৮ ক্রয়কারী প্রথমে সরাসরি দরপত্রদাতার নিকট হইতে মূল্য সংবলিত প্রস্তাব (Priced offer) আহ্বান করিবে এবং মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে প্রস্তাবের কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়সাপেক্ষে একমাত্র দরপত্রদাতার সহিত নেগোসিয়েশনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

৩৮.০৯ সরকারি দপ্তর বা সংস্থা হতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী দরপ্রস্তাব সংগ্রহ পূর্বক আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি অনুযায়ী অনুমোদন গ্রহণ পূর্বক কার্যাদেশ প্রদান/ চুক্তি স্বাক্ষর করিতে পারিবে;

তবে উল্লেখ থাকে যে, সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে সময় সময় জারিকৃত সরকারি নির্দেশনা অনুসৃত হবে।

৩৮.১০ সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো বিজ্ঞাপন প্রকাশের প্রয়োজন হইবে না।

৩৮.১১ সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র জামানতের প্রয়োজন নাই, তবে ইকনোমিক অপারেটরের নিকট হইতে, অনুচ্ছেদ ৪০, ২৫.০১ (ঞ) ও উপ-অনুচ্ছেদ ৩৮.০৫ এর অধীন ক্রয়ের ক্ষেত্র ব্যতীত, কার্য সম্পাদন জামানত গ্রহণ করিতে হইবে।

৩৮.১২ অনুচ্ছেদ ৪০ ও উপ-অনুচ্ছেদ ৩৮.০৫ এর অধীন ক্রয় ব্যতিরেকে, সরাসরি চুক্তির (Direct contracting) ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তিস্বাক্ষর করিতে হইবে।

৩৯ সরাসরি চুক্তির প্রয়োগ

৩৯.০১ নিম্নবর্ণিত যে কোনো শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে, ক্রয়কারী কেবল একজন সরবরাহকারী বা ঠিকাদার বা সেবাপ্রদানকারীকে দরপত্র দাখিলের জন্য আহ্বান জানাইতে পারিবে:

৩৯.০১.০১ যদি পেটেন্ট, ব্যবসায়িক গোপনীয়তা এবং একক স্বত্বাধিকারের (Copyrights) কারণে একই ধরনের পণ্য প্রস্তুতকরণে অন্যদের নিবৃত্ত রাখা হয়, সেইক্ষেত্রে একক স্বত্বাধিকারভুক্ত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা কেবলমাত্র একক স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতেই ক্রয়ের ক্ষেত্রে; বা

৩৯.০১.০২ কোনো নির্দিষ্ট উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী বা পরিবেশকের প্রকল্পের কার্য সম্পাদনের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে চুক্তির শর্তানুযায়ী উক্ত উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী বা পরিবেশকের নিকট হইতে জটিল ধরনের প্ল্যান্টের গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ ক্রয় করিতে হইবে মর্মে কোনো পূর্বশর্ত থাকিলে; বা

৩৯.০১.০৩ যে সকল পণ্য কোনো একক ডিলার বা উৎপাদনকারী কর্তৃক বিক্রয় করা হয় এবং যাহার এমন কোনো সাব-ডিলার নাই যাহারা নিম্নতর মূল্যে উক্ত পণ্য বিক্রয় করিতে পারে, বা অধিকতর সুবিধাজনক শর্তে উহার উপযুক্ত কোনো বিকল্প পণ্য প্রাপ্তির সুযোগ নাই; বা

৩৯.০১.০৪ সরকার কর্তৃক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের কারণে যেইসমস্ত পণ্য ক্রয়ে প্রতিযোগিতামূলক মূল্য পাওয়ার সুযোগ থাকে না, সেইসমস্ত পণ্য (যেমন: জ্বালানি, সার, ইত্যাদি) ক্রয়ের ক্ষেত্রে; বা

৩৯.০১.০৫ উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি বা প্ল্যান্ট ক্রয়ে ওয়্যারেন্টি পিরিয়ড উত্তীর্ণ হইবার পর সরাসরি উৎপাদনকারী অথবা তাহার দ্বারা স্বীকৃত একক আমদানিকারক বা ডিলারের সহিত রক্ষণাবেক্ষণ সেবাক্রয় করিবার ক্ষেত্রে;

৩৯.০১.০৬ ক্রয়ের সময়ে বলবৎ যুক্তিসংগত বাজারমূল্যে পচনশীল পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে (যেমন: তাজা ফল, সব্জী এবং অনুরূপ পণ্য); বা

৩৯.০১.০৭ ব্যতিক্রমী সুবিধাজনক শর্তে পণ্য ক্রয়, যদি উক্ত পণ্য সম্প্রতি উৎপাদিত, অব্যবহৃত এবং উৎপাদনকারীর গ্যারান্টিযুক্ত হয়; বা

৩৯.০১.০৮ বিশেষ ক্ষেত্রে, সরকারি মালিকানাধীন শিল্পকারখানায় সংযোজিত বা উৎপাদিত পণ্যক্রয় করা হইলে অথবা কোনো সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জনবলের ব্যবস্থাপনায় প্রদত্ত কোনো ভৌতসেবা ক্রয়ে; বা

৩৯.০১.০৯ কোনো সরকারি বা বিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত বিনির্দেশ অনুসারে স্থানীয় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান হইতে কোনো বিশেষায়িত পণ্য ক্রয় করা হইলে; বা

৩৯.০১.১০ বিদ্যমান সরঞ্জামাদির খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ক্ষেত্রে, সরবরাহকারীর পরিবর্তনের ফলে যদি সংগৃহীতব্য বা প্রাপ্তব্য খুচরা যন্ত্রাংশ বা সেবা, বিদ্যমান স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি, যন্ত্রাংশ বা সেবার ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপনযোগ্য না হয়; বা

৩৯.০১.১১ প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে উদ্ভূত কোনো জরুরি পরিস্থিতি বা অনুরূপ সংকট [যথা: Grid failure, Plant failure, ইত্যাদির কারণে Plant shutdown আছে - এরূপ সংকট মোকাবিলায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র সচল করার জন্য জরুরি মেরামতের উদ্দেশ্যে] মোকাবিলায় নিম্নবর্ণিত মূল্যসীমার মধ্যে পণ্য, কার্য এবং সেবা ক্রয় করা হইলে:

- প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের অনুমোদনক্রমে অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা; তবে বৎসরে সর্বোচ্চ ৭ (সাত) কোটি টাকা; বা

৩৯.০১.১২ সরকার কর্তৃক ঘোষিত দুর্যোগ পরবর্তী (যেমন: অতি বন্যা, নদী ভাঙ্গন, পণ্য, কার্য এবং সেবা এর ডেলিভারি সময়সীমা অন্য পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত নয়) জরুরি পণ্য, কার্য এবং ভৌতসেবা ক্রয় করা। গুরুত্বপূর্ণ ইউটিলিটি সেবার (যেমন: বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহ, পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা) অদৃষ্টপূর্ব ব্যাঘাত হইলে জরুরি পুনরুদ্ধার এর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রযোজ্য । ক্রয়কারী, যাহা হউক, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য পর্যাপ্ত মজুদ সংরক্ষণ করিবে। এই বিধান ক্ষেত্র মতে ব্যবহার হইবে রুটিন ক্রয়ের ক্ষেত্রে নয়।

৩৯.০১.১৩ নিম্নবর্ণিত মূল্যসীমার অতি জরুরি বা প্রয়োজনীয় পণ্য, কার্য এবং সেবা ক্রয় (যথা: ক্যাটারিং সেবা, অ্যামবুলেন্স সেবা, পরিবহণ সেবা, অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ কাজ, প্ল্যামবিং সেবা, কাঠের কাজ সংক্রান্ত সেবা, স্থাপত্য সেবা, ইত্যাদি):

- প্রতিটি ক্ষেত্রে অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা; তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের অনুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা।

৩৯.০১.১৪ ক্যাটারিং সার্ভিস, নিরাপত্তা সেবা, কুরিয়ার ডাক সেবা বা অনুরূপ অন্য কোনো সেবার ন্যায় একক সেবাদানমূলক কাজ (Stand-alone service) সংক্রান্ত মূল ঠিকাদারের সহিত সম্পাদিত চুক্তি বৎসরভিত্তিক বা সীমিত কালের জন্য অনধিক দুইবারের জন্য বৃদ্ধি করা যাইবে, যদি প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে উক্ত ঠিকাদারকে মূল কার্যাদেশ প্রদান করা হইয়া থাকে।

৪০ নগদ ক্রয়

৪০.০১ ক্রয়কারী, নিম্নবর্ণিত মূল্য ও বাৎসরিক মোট ব্যয় সীমার মধ্যে স্বল্প মূল্যের পণ্য এবং জরুরি ও আবশ্যকীয় সেবা (যেমন- রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, পরিবহণ এবং অন্যান্য সেবা, ইত্যাদি), বরাদ্দ বিভাজন অনুমোদনসাপেক্ষে, সরাসরি ক্রয় করিতে পারিবে এবং এইক্ষেত্রে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন প্রয়োজন হইবে না:

- প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকা, কিন্তু বৎসরে অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা।

৪০.০২ ক্রয়কারী, ক্রয়ের প্রকৃতি বিবেচনায়, কোনো কর্মকর্তা বা, তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে গঠিত অনধিক ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটি (সহকারী প্রকৌশলী/সহকারী ব্যবস্থাপক/সমতুল্য কর্মকর্তার নীচে নয়) এর মাধ্যমে এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো ক্রয়কার্য সম্পন্ন করিতে পারিবে।

৪০.০৩ উপ-অনুচ্ছেদ (৪০.০১) এর অধীন ক্রয়ের ক্ষেত্রে নগদ বা চেকের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা যাইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে কোনো ক্রয় আদেশ বা চুক্তি স্বাক্ষর করা আবশ্যক হইবে না।

আন্তর্জাতিক ক্রয়

৪১ আন্তর্জাতিক ক্রয়ে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ: এক ধাপ এক খাম পদ্ধতি

৪১.০১ বিশেষ পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট কোনো ক্রয়ের ক্ষেত্রে অথবা মূল্য-সীমার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য ক্রয় পদ্ধতির কোনো একটি পদ্ধতির ব্যবহার অধিকতর যুক্তিযুক্ত না হইলে, পণ্য, কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রে বিবেচ্য পদ্ধতি হিসাবে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে হইবে।

৪১.০২ আন্তর্জাতিক দরপত্রের ক্ষেত্রে দরপত্র দাখিলের জন্য সময়সীমা এমনভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে, যাহাতে সম্ভাব্য সকল দরপত্রদাতার নিকট দরপত্র দাখিলের আহ্বান পৌঁছায় এবং তাহারা দরপত্র প্রস্তুত ও দাখিলের জন্য পর্যাপ্ত সময় পায় এবং পুনরায় দরপত্র আহ্বান করার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ন্যূনতম সময় প্রদান করিতে হইবে;

ক) উন্মুক্ত দরপত্র এবং এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতির ক্ষেত্রে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে ৪২ (বিয়াল্লিশ) দিনের কম হইবে না;

খ) পুনঃদরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে ২৮ (আটাশ) দিনের কম হইবে না;

গ) দুই পর্যায় বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতির ক্ষেত্রে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে প্রথম পর্যায়ের জন্য ৪২ (বিয়াল্লিশ) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য ২১ (একুশ) দিনের কম হইবে না।

৪১.০৩ আন্তর্জাতিক মান বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বহুল ব্যবহৃত মানের ভিত্তিতে কারিগরি মাননির্ধারণ করিতে হইবে এবং উহা বাংলাদেশে ব্যবহৃত মানের সহিত সংগতিপূর্ণ হইতে হইবে;

৪১.০৪ বাংলাদেশি মান অনন্য (Unique) বলিয়া বিবেচিত হইলে অধিক প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করিবার জন্য উক্ত মানের সহিত 'অথবা সমতুল্য (Equivalent)' শব্দগুলি যুক্ত করিতে হইবে।

৪১.০৫ দরপত্রদাতাগণকে দরপত্র, দরপত্র জামানত বা কার্য সম্পাদন জামানত যে সকল মুদ্রায় উদ্ধৃত করিবার অনুমতি প্রদান করা হইবে উহাসহ যে মুদ্রায় বা মুদ্রাসমূহে চুক্তিমূল্য পরিশোধ করা হইবে, তাহা দরপত্র দলিলে উল্লেখ করিতে হইবে। বাংলাদেশি টাকা, দরদাতার দেশীয় মুদ্রা, ইউএস ডলার এবং ইউরো অগ্রাধিকারযোগ্য।

৪১.০৬ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিগণের বিপরীতে মূল্য সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে দেশীয় শিল্প অথবা পণ্য উৎপাদনের বিকাশে সহায়তা প্রদানের জন্য নিম্ন বর্ণিত হারে স্থানীয় উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী এবং ঠিকাদারগণের অনুকূলে স্থানীয় অগ্রাধিকার প্রদান করিবার বিষয়টি দরপত্র দলিলে উল্লেখ করা যাইতে পারে:

- পণ্যের ক্ষেত্রে সরবরাহ মূল্যের (Delivered price) অনধিক ১৫% (শতকরা পনের ভাগ);
- কার্যের ক্ষেত্রে চুক্তিমূল্যের অনধিক ৭.৫% (শতকরা সাড়ে সাত ভাগ)।

৪১.০৭ ক্ষেত্র বিশেষে, প্রযোজ্য ইনকোটার্মের (INCOTERM) প্রয়োগ উল্লেখ করিতে হইবে।

৪১.০৮ পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে, যদি ক্রয়কারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় অগ্রাধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন, তাহা হইলে উক্ত দরপত্রসমূহ নিম্নবর্ণিত গ্রুপে ভাগ করা হইবে:

(ক) গ্রুপ-ক: এক্স ওয়ার্কস মূল্যের ৩০%-এর অধিক শ্রম, কাঁচামাল ও উপকরণ বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে, বাংলাদেশে উৎপাদিত এইরূপ পণ্যের বিক্রয়ের প্রস্তাবসংবলিত দরপত্র এবং যে কারখানায় উক্ত পণ্য উৎপাদিত হইবে, উহা যদি অন্তত দরপত্র দাখিলের তারিখ হইতে উক্ত পণ্য উৎপাদন বা সংযোজনে নিয়োজিত থাকে, তাহা হইলে সেইসকল দরপত্র এই গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(খ) গ্রুপ-খ: বিদেশী উৎস হইতে ক্রয়কারী কর্তৃক সরাসরি অথবা সরবরাহকারীর স্থানীয় প্রতিনিধি কর্তৃক সম্প্রতি আমদানি করা হইয়াছে বা আমদানি করা হইবে, এইরূপ পণ্য সরবরাহের প্রস্তাবসংবলিত দরপত্রসমূহ এই গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৪১.০৯ কার্যক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি কোনো ক্রয়কারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কোনো আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির অধীন স্থানীয় অগ্রাধিকারের সংস্থান রাখা হইবে, তাহা হইলে স্থানীয় অগ্রাধিকারের সুবিধা প্রাপ্তিসাধ্য হইবার জন্য স্থানীয় দরপত্রদাতাগণকে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করিতে হইবে, যথা-

(ক) দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে নিবন্ধীকৃত হইতে হইবে;

(খ) উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মালিকানা বাংলাদেশি নাগরিকদের থাকিবে;

(গ) প্রভিশনাল সাম ব্যতীত, মোট চুক্তিমূল্যের ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ)-এর বেশি কোনো বিদেশি ঠিকাদারের অনুকূলে সাব কন্ট্রাক্ট প্রদান করা যাইবে না;

(ঘ) দরপত্র দলিলে বর্ণিত স্থানীয় অগ্রাধিকারের সুবিধা প্রাপ্তির অন্যান্য শর্তপূরণ করিতে হইবে।

৪১.১০ নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণসাপেক্ষে, অনুচ্ছেদ ৯০-এর বিধান অনুসরণক্রমে গঠিত দেশীয় কোম্পানিসমূহের যৌথ উদ্যোগ স্থানীয় অগ্রাধিকারের যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে:

(ক) যৌথ উদ্যোগের প্রত্যেক অংশীদারকে বাংলাদেশে নিবন্ধীকৃত হইতে হইবে এবং উহার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মালিক বাংলাদেশি নাগরিক হইতে হইবে;

(খ) যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে গঠিত কোম্পানিকে বাংলাদেশে নিবন্ধীকৃত হইতে হইবে;

(গ) প্রভিশনাল সাম ব্যতীত, উক্ত কোম্পানি মোট চুক্তিমূল্যের ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ)-এর বেশি কোনো বিদেশি ঠিকাদারের অনুকূলে সাব কন্ট্রাক্ট প্রদান করিতে পারিবে না; এবং

(ঘ) উক্ত যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে গঠিত কোম্পানিকে দরপত্র দলিলে বর্ণিত স্থানীয় অগ্রাধিকারের সুবিধাপ্রাপ্তি সংক্রান্ত অন্যান্য শর্তাবলি পূরণ করিতে হইবে।

৪১.১১ দেশীয় ও বৈদেশিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে গঠিত কোনো যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় অংশীদারদের অংশ ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ)-এর নিম্নে হইলে, উক্ত যৌথ উদ্যোগ স্থানীয় অগ্রাধিকারের সুবিধাপ্রাপ্তির যোগ্য হইবে না।

৪১.১২ কার্যক্রয় সংক্রান্ত দরপত্রসমূহ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে:

ক) গ্রহণযোগ্য দরপত্রসমূহকে নিম্নরূপ গ্রুপে শ্রেণিভুক্ত করা হইবে:

অ) উপ-অনুচ্ছেদ (৪১.০৯ ও ৪১.১০) এ বর্ণিত শর্তাবলি পূরণকারী বাংলাদেশি দরপত্রদাতা এবং যৌথ উদ্যোগ গ্রুপ 'ক'-এর অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

আ) অন্য সকল দরপত্র গ্রুপ-খ-এর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

খ) কেবল দরপত্রসমূহের মূল্যায়ন ও তুলনার উদ্দেশ্যে, গাণিতিক ভুল অথবা অন্যান্য অসংগতিসমূহের সমন্বয় সাধনের পর প্রভিশনাল সাম এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ দরপত্র মূল্যে কোনো অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকিলে উহা বাদ দিয়া, তবে ডে ওয়ার্কস-এর মূল্যসহ-গ্রুপ-খ-ভুক্ত দরপত্রসমূহের স্ব-স্ব মূল্যায়িত দর, উপ-অনুচ্ছেদ ৪১.০৬- এ বর্ণিত স্থানীয় অগ্রাধিকারের শতকরা হার প্রয়োগের মাধ্যম বৃদ্ধি করিতে হইবে।

গ) গ্রুপ-ক বা খ-এর অন্তর্ভুক্ত কোনো দরপত্র সর্বনিম্ন হইলে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দর পরস্পরের বিপরীতে তুলনা করিতে হইবে এবং উক্ত সর্বনিম্ন দরপত্র কার্যাদেশের জন্য সুপারিশকৃত হইবে।

৪১.১৩ স্থানীয় অগ্রাধিকারসংক্রান্ত নীতিমালা ও নির্দেশনাসমূহ আদর্শ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র দলিলে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

৪১.১৪ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী স্থানীয় সরবরাহকারীগণ বাংলাদেশে উৎপাদিত বা সংযোজিত পণ্য সরবরাহের প্রস্তাব দিলে দেশীয় শিল্পকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরদাতাগণের মতো তাঁহারাও স্থানীয় এবং বৈদেশিক মুদ্রার সমন্বয়ে দরপত্র দাখিল করিতে পারিবে।

৪১.১৫ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির অধীন আন্তর্জাতিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে পরিশিষ্ট-৩ এ প্রদত্ত ফ্লো-ডায়াগ্রাম এ উল্লিখিত প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রম অনুসরণীয় হইবে।

৪২ আন্তর্জাতিক ক্রয়ে দুই পর্যায় বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি

৪২.০১ কোনো ক্রয়কারী কর্তৃক কার্যকর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে, অনুচ্ছেদ ৩২ এবং ৪১ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৪২.০২ দুই পর্যায় বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো ক্রয়কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন প্রদান, দরপত্রের মেয়াদ, কারিগরি বিনির্দেশ, মূল্য পরিশোধে প্রযোজ্য মুদ্রার ক্ষেত্রে ক্রয়কারী অনুচ্ছেদ ৩৫ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে, তবে সেইক্ষেত্রে স্থানীয় অগ্রাধিকারের বিধান প্রযোজ্য হইবে না, কারণ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতির ক্ষেত্রে উহা প্রযোজ্য নহে।

৪২.০৩ দুই পর্যায় বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের কারণ নথিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৪২.০৪ দুই পর্যায় বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতির অধীন আন্তর্জাতিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে পরিশিষ্ট-৫ এ প্রদত্ত ফ্লো-ডায়াগ্রামে উল্লিখিত প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রম অনুসরণীয় হইবে।

৪৩ আন্তর্জাতিক ক্রয়ে এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি

৪৩.০১ অনুচ্ছেদ ৩৬ এ বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে যদি অভ্যন্তরীণ ক্রয়ের মাধ্যমে ক্রয়চাহিদা মেটানোর সুযোগ নাই বলিয়া প্রতীয়মান হইলে ক্রয়কারী আন্তর্জাতিক ক্রয়ে এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৪৩.০২ এই অনুচ্ছেদের অধীনে আন্তর্জাতিক ক্রয়ে এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ, উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়নের জন্য অনুসরণীয় প্রণালি হিসাবে অনুচ্ছেদ ৩৬ এ বর্ণিত এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রণালির অনুরূপ হইবে।

৪৪ আন্তর্জাতিক ক্রয়ে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি

৪৪.০১ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের পূর্ব অনুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক বাজার হইতে বিভাজ্য পণ্যসামগ্রী অধিক পরিমাণে (in bulk) ক্রয়ের ক্ষেত্রে, কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতির ব্যবহার করিতে হইবে।

৪৪.০২ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে, বিভাজ্য পণ্য সামগ্রী অধিক পরিমাণে ক্রয়ের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে, যথা:

৪৪.০২.০১ জরুরি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে, মেশিনের যন্ত্রাংশ ক্রয়;

৪৪.০২.০২ প্রতিষ্ঠিত পণ্য-বাজারে উদ্ভূত মেশিনের যন্ত্রাংশ ক্রয়;

৪৪.০২.০৩ অনুকূল বাজার পরিস্থিতির সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্যে, দীর্ঘকালব্যাপী সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে প্রতিটি ক্ষেত্রে আংশিক পরিমাণের জন্য কতিপয় কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে পণ্যসামগ্রী ক্রয়।

৪৪.০৩ এই অনুচ্ছেদের অধীনে পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি চতুর্থ অধ্যায়ের এ বর্ণিত অভ্যন্তরীণ কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতির অনুরূপ, এবং নিম্নরূপ হইবে:

৪৪.০৩.০১ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়া উক্ত সরবরাহকারীদের নিকট হইতে সময় সময় কোনো নির্দিষ্ট পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য পর্যায়ক্রমিক কোটেশন আহ্বান করিতে হইবে;

৪৪.০৩.০২ জাহাজিকরণের সময় বা উহার পূর্বে বিদ্যমান বাজার দরের ভিত্তিতে সরবরাহকারীদের নিকট হইতে দর আহ্বান করিতে হইবে;

৪৪.০৩.০৩ সাধারণত যে মুদ্রায় পণ্যসামগ্রীর বাজার মূল্য উদ্ধৃত করা হয়, দর দাখিল এবং মূল্য পরিশোধের জন্য সেই একক মুদ্রা ব্যবহার করা যাইতে পারে, তবে উহা কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন দলিলে উল্লেখ করিতে হইবে; এবং

৪৪.০৩.০৪ বাজারে প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ফরম এবং আদর্শ শর্তাবলি সংবলিত চুক্তিপত্র ব্যবহৃত হইবে।

৪৫ আন্তর্জাতিক ক্রয়ে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি

৪৫.০১ কার্যকর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে, ক্রয়কারী আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আওতায় পণ্য বা কার্য বা ভৌতসেবা এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত ও প্রক্রিয়া অনুসরণে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া ক্রয় করিতে পারিবে।

৪৫.০২ অনুচ্ছেদ ৩৩ এ বর্ণিত বিধান অনুসারে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধান আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সীমিত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

৪৫.০৩ এই পদ্ধতি প্রয়োগের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৪৬ আন্তর্জাতিক ক্রয়ে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি

৪৬.০১ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার প্রয়োজনে কোনো ক্রয়কারী অনুচ্ছেদ ৩৮, ৩৯ ও ৪০ অনুসরণক্রমে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে পারিবে।

৪৬.০২ এই পদ্ধতি প্রয়োগের কারণ নথিতে লিপিবদ্ধক্রমে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৪৬.০৩ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো ক্রয়ের ক্ষেত্রে, এই নীতিমালায় বর্ণিত অভ্যন্তরীণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধান আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

৪৭ ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট

৪৭.০১ দরপত্র আহ্বানের পুনরাবৃত্তি পরিহারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে অপেক্ষাকৃত ভালো মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে সচরাচর ব্যবহার্য একই ধরনের পণ্য, সাধারণ কার্য বা আবর্তক কোনো সেবাক্রয়ের প্রয়োজনে ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট সম্পাদন করা যাইবে এবং পরবর্তীকালে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর অথবা ক্রয়কারীর প্রয়োজন অনুযায়ী কল অফ (Call-off) নোটিশ জারিপূর্বক চুক্তিসম্পাদনের মাধ্যমে ক্রয়কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

৪৭.০২ তিন বৎসরের অনধিক নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী সচরাচর ব্যবহার্য পণ্য, সাধারণ কার্য, সেবাক্রয়ের লক্ষ্যে উন্মুক্ত বা সীমিত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণক্রমে অথবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ ৩৮.০৪ অনুযায়ী সরাসরি চুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এক বা একাধিক সরবরাহকারীর সহিত ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট সম্পাদন করা যাইবে।

৪৭.০৩ ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট আওতায় বাজার মূল্য হইতে উচ্চ মূল্যে কোনো পণ্য ক্রয় করা যাইবে না।

৪৭.০৪ ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে, যথা

ক) একক ইকনোমিক অপারেটরের নিকট হইতে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে, কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যের পৌনঃপুনিক সরবরাহ প্রাপ্তি অথবা সাধারণ কার্য বা ভৌতসেবার বারংবার সম্পাদনের লক্ষ্যে এবং প্রয়োজনমতে অতিরিক্ত পরিমাণ ক্রয়ের অধিকার সংবলিত এগ্রিমেন্ট;

উদাহরণ: কোনো ক্রয়কারী কর্তৃক ১২ (বারো) মাসের প্রাক্কলিত চাহিদার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফটোকপি করিবার কাগজ ও স্টেশনারি সামগ্রী ক্রয়।

খ) পূর্ব নির্ধারিত মেয়াদে, মেয়াদ বৃদ্ধির সংস্থানসহ বা ব্যতিরেকে, কোনো একক ইকনোমিক অপারেটরের নিকট হইতে পৌনঃপুনিক সরবরাহ প্রাপ্তি বা সম্পাদনের লক্ষ্যে আনুমানিক (Approximate) পরিমাণ পণ্য, কার্য বা সেবাক্রয়;

উদাহরণ: একাধিক সরকারি সংস্থা ১২ (বারো) মাসব্যাপী অনির্দিষ্ট পরিমাণ অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে একটি গ্রুপ গঠন করিয়া একটি সংস্থাকে প্রধান সংস্থা (Lead agency) হিসাবে ক্রয়ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারে এবং উক্ত গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত সকল সংস্থাকে একটি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির আওতায় সরাসরি ক্রয়াদেশ প্রদানের অধিকার প্রদান করিতে পারে।

গ) একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে, মেয়াদ বৃদ্ধির সংস্থানসহ বা ব্যতিরেকে আইটেম-বাই-আইটেম ভিত্তিতে অনুমিত পরিমাণ পণ্য একাধিক সরবরাহকারীর নিকট হইতে, পৌনঃপুনিক সরবরাহের মাধ্যমে ক্রয়;

ঘ) একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে, মেয়াদ বৃদ্ধির সংস্থানসহ বা ব্যতিরেকে, অনুমিত পরিমাণ পণ্য বা কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয়ের নিমিত্ত একাধিক সরবরাহকারীর নিকট হইতে কল অফ পর্যায়ে দর প্রস্তাব মূল্যায়নপূর্বক সীমিত পরিসরে প্রতিযোগিতার (Mini competition) মাধ্যমে সরবরাহ প্রাপ্তি বা কার্যসম্পাদন বা সেবাসম্পাদনের লক্ষ্যে এগ্রিমেন্ট সম্পাদন;

ঙ) ক্রয়কারী একটি সংক্ষিপ্ত মেয়াদে, মেয়াদ বৃদ্ধির সংস্থান ব্যতিরেকে, এক বা একাধিক আইটেম-সংবলিত অনুমিত পরিমাণ পণ্য বা সাধারণ কার্য বা ভৌতসেবা একক বা কতিপয় সরবরাহকারীর নিকট হইতে পৌনঃপুনিক সরবরাহ বা সম্পাদনের মাধ্যমে ক্রয় করিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বুদ্ধিবৃত্তিক এবং পেশাগত সেবা ক্রয়

৪৮ বুদ্ধিবৃত্তিক এবং পেশাগত সেবা ক্রয় পদ্ধতি এবং ইহার প্রয়োগ

৪৮.০১ বুদ্ধিবৃত্তিক এবং পেশাগতসেবা ক্রয়ের জন্য সফল পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরামর্শকের কারিগরি প্রস্তাবের গুণগত মানই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য হইবে।

৪৮.০২ কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগতসেবা সম্পাদনের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পরামর্শক নির্বাচন আবশ্যক হইলে, সেইক্ষেত্রে ক্রয়কারী উক্ত সেবাসম্পাদনে স্থানীয় পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্তি উৎসাহিত করিবে।

৪৮.০৩ কাজের প্রকৃতি ও জটিলতা অনুসারে এই অনুচ্ছেদমালায় বর্ণিত বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তবে গুণগত মান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি এবং নির্দিষ্ট বাজেটভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি অগ্রে বিবেচ্য পদ্ধতি হইবে এবং অগ্রে বিবেচ্য পদ্ধতি ব্যতীত অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন প্রয়োজন হইবে, এবং নিম্নরূপ শর্তাবলিসহ অনুসৃত হইবে:

৪৮.০৩.০১ **গুণগত মান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি (QCBS):** যোগ্যতা ও মূল্যভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি হইবে অগ্রে বিবেচ্য পদ্ধতি, যাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে এবং এইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনায় আনিতে হইবে:

অ) প্রস্তাবের উৎকর্ষ বা মান; এবং

আ) সেবার মূল্য।

৪৮.০৩.০২ **নির্দিষ্ট বাজেটভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি (FBS):** কেবল নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে যথার্থ হইবে:

অ) নির্ধারিত কাজ খুবই সাধারণ ধরনের এবং সঠিকভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হইলে; এবং

আ) বাজেট নির্দিষ্ট বা স্থির অংক বিশিষ্ট হইলে।

৪৮.০৩.০৩ **সর্বনিম্ন ব্যয়-ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি (LCS):** নিরীক্ষা, স্থাপত্য এবং প্রকৌশলগত ডিজাইন ইত্যাদির ন্যায় প্রমিত অথবা রুটিন ধরনের কাজ, যে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত রীতি (Established practices) ও মান বিদ্যমান রহিয়াছে এবং চুক্তিমূল্য অনধিক ০১ (এক) কোটি টাকা, সেইক্ষেত্রে পরামর্শক নির্বাচনের জন্য নিম্নতম ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি যথাযথ হইবে।

৪৮.০৩.০৪ **পরামর্শকের যোগ্যতাভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি (SBCQ):** অনধিক ১৫০ লক্ষ টাকা মূল্যসীমার কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে যখন পূর্ণ নির্বাচন পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যয় যুক্তিযুক্ত নহে, সেইক্ষেত্রে ক্রয়কারী পরামর্শকের যোগ্যতাভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি প্রয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করিতে পারিবে, যথা:

ক) প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের স্তরসমূহে সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন সমীক্ষা ব্যাপক পরিমাণ উত্তরকালীন কাজের (Downstream assignment) সংশ্লেষ রহিয়াছে এইরূপ বিকল্প সমাধানসমূহের পুনরীক্ষণ;

খ) কৌশলগত পরিকল্পনার নির্বাহী পর্যালোচনা;

গ) উচ্চ মানের সংক্ষিপ্তকালীন আইনগত বিশেষায়িত সেবা;

ঘ) প্রকল্প পর্যালোচনায় বিশেষজ্ঞ প্যানেলে অংশগ্রহণ;

ঙ) যেক্ষেত্রে পরামর্শক নিয়োগকাল ও উহার সেবাপ্রদানের সময় উভয়ই স্বল্পমেয়াদী; এবং

চ) যেক্ষেত্রে স্বল্পসংখ্যক পরামর্শক কোনো কাজের (Assignment) জন্য যোগ্য বলিয়া সুবিদিত।

৪৮.০৩.০৫ **একক উৎস ভিত্তিক পরামর্শক (ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান) নির্বাচন পদ্ধতি (SSS):** কেবল যখন প্রতিযোগিতার তুলনায় এই পদ্ধতি স্পষ্টতঃ অধিক সুবিধা প্রদান করে, তখনই ইহার প্রয়োগ যথার্থ হইবে:

ক) যেখানে দ্রুত নির্বাচন অত্যাবশ্যক (যেমন-কোনো জরুরি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে); বা

খ) নিম্নবর্ণিত মূল্যসীমার মধ্যে ক্ষুদ্র ব্যাপ্তির কাজের ক্ষেত্রে;

- পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের (Firm) জন্য সর্বাধিক ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা;
- ব্যক্তি পরামর্শকের (Individual) জন্য সর্বাধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা; বা

গ) যখন একক কোনো ব্যক্তি (Individual) বা একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান (Firm) যোগ্যতায় উত্তীর্ণ বা সংশ্লিষ্ট কাজের বিরল/বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন; বা

ঘ) সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত বা সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, কোম্পানি, ট্রাস্টি (যথা: BUET, BIDS, BPATC, BIM, BIAM, ESCB, IIFC, TICI, BITAC, BSTI, BPMI, MIST, DUET, CEGIS, IWM, ইত্যাদি) হইতে সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে; বা এবং

ঙ) কোনো পরামর্শক কর্তৃক ইতঃপূর্বে সম্পাদিত কাজের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতায় আবশ্যক কাজের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি যথার্থ হইতে পারে।

৪৮.০৩.০৬ **ডিজাইন প্রতিযোগিতা (Design Contest):** ডিজাইন প্রতিযোগিতা এমন একটি নির্বাচন পদ্ধতি যাহার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ (সাধারণত স্থাপত্য শিল্প সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ) এর নিকট হইতে ভৌত প্রকল্প, যথা: স্মৃতিসৌধ, গবেষণা কেন্দ্র, দাপ্তরিক প্রধান কার্যালয় অথবা যানবাহন ছাউনি ইত্যাদির ধারণাপ্রসূত ডিজাইন (Conceptual design) দাখিলের জন্য আহ্বান জানানো হইয়া থাকে।

৪৮.০৩.০৭ **ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচন পদ্ধতি (ICS):** যে সকল কাজের জন্য ব্যক্তির যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, এবং বিশেষজ্ঞদল বা অতিরিক্ত পেশাগত সহায়তার প্রয়োজন নাই, সেইক্ষেত্রে ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক নিয়োগ করা যাইতে পারে;

৪৮.০৪ ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, কোনো পরামর্শক সেবা চুক্তির ক্ষেত্রে মূল চুক্তির ব্যাপ্তি মোতাবেক সেবা জরুরি ভিত্তিতে সমাপ্ত করা আবশ্যক হইলে, উপ-অনুচ্ছেদ (৭১.১২) ভেরিয়েশন অর্ডার প্রদান করা যাইবে।

৪৮.০৫ গুণগত মান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি, নির্দিষ্ট বাজেটভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি, সর্বনিম্ন ব্যয়-ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি এবং একক উৎস ভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচন পদ্ধতির অধীন পরামর্শক সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাক্রমে পরিশিষ্ট-৯, ১০, ১১ এবং ১২ এ প্রদত্ত ফ্লো-ডায়াগ্রাম এ উল্লিখিত প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রম অনুসরণীয় হইবে।

৪৯ গুণগত মান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির অধীন পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি

৪৯.০১ গুণগত মান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি নিম্নরূপ:

ক) দরখাস্তকারীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে অনুচ্ছেদ ৫৭ অনুযায়ী আগ্রহী আবেদনকারীদের আহ্বান জানাইয়া আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ সংবলিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইবে;

খ) প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সংবলিত দলিল প্রণয়নপূর্বক অনুচ্ছেদ ৬১ অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত পরামর্শকদের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে;

গ) কারিগরি প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি প্রস্তাব মূল্যায়নের জন্য সভায় মিলিত হইবে;

ঘ) নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে দুই পর্যায়ে প্রস্তাবের মূল্যায়ন করিতে হইবে:

অ) প্রথমত, কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন করিতে হইবে;

আ) দ্বিতীয়ত, কারিগরি মূল্যায়নে উত্তীর্ণ প্রস্তাবসমূহের আর্থিক প্রস্তাব সমূহ আবেদনকারী অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিদের, যদি উপস্থিত থাকিতে আগ্রহী হন, উপস্থিতিতে খোলা হইবে; এবং

ই) তৃতীয়ত, কারিগরি এবং আর্থিক দরপত্রের সমন্বিত মূল্যায়ন সম্পাদনের পর বিজয়ী প্রস্তাবের আবেদনকারীকে নেগোসিয়েশনের জন্য আহ্বান করা হইবে।

৫০ নির্দিষ্ট বাজেটের অধীন নির্বাচন পদ্ধতির অধীন পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি

৫০.০১ নিম্নবর্ণিত ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে, নির্দিষ্ট বাজেটের অধীন নির্বাচন পদ্ধতির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি, গুণগত মান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির অনুরূপ হইবে-

ক) প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলে প্রাপ্তিসাধ্য বাজেটের (প্রযোজ্য কর ব্যতিরেকে) উল্লেখ থাকিবে এবং আবেদনকারীগণকে পৃথক পৃথক খামে উক্ত বাজেটের সীমার মধ্যে তাহাদের সর্বোত্তম কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব দাখিলের আহ্বান জানানো হইবে;

খ) বরাদ্দকৃত বাজেট যাহাতে কাঙ্খিত কাজ পরামর্শক কর্তৃক সম্পাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত হয়, সেই লক্ষ্যে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিধি প্রণয়ন করিতে হইবে;

গ) প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলে আবেদনকারীগণকে বিভিন্ন কর্মকান্ডের ব্যয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে হইবে এবং বিস্তারিত বর্ণনা দাখিলে অস্বীকৃতিতে তাঁহাদের প্রস্তাব বাতিল হইবার ঝুঁকি থাকিবে মর্মে বিধান রাখিতে হইবে; এবং

ঘ) প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলে উল্লেখ থাকিবে যে, প্রস্তাব উন্মুক্ত করার পরে উল্লিখিত বাজেট অতিক্রমকারী সকল প্রস্তাব বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং অবশিষ্ট প্রস্তাবসমূহের মধ্য হইতে ক্রমানুসারে পরবর্তী সর্বোচ্চ কারিগরি মান অর্জনকারী আবেদনকারীকে নির্বাচিত এবং চুক্তি নেগোসিয়েশনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হইবে।

৫১ সর্বনিম্ন ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির অধীন পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি

৫১.০১ নিম্নবর্ণিত ব্যতিক্রম ব্যতীত, সর্বনিম্ন ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি গুণগত মান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির অনুরূপ হইবে, যথা-

ক) প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সংবলিত দলিলে উল্লেখ করিতে হইবে যে, কারিগরি প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন এবং আর্থিক প্রস্তাব খোলার পর সর্বনিম্ন দর প্রদানকারী আবেদনকারীকে অনুচ্ছেদ ৬৬ অনুসারে নেগোসিয়েশনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হইবে; এবং

খ) এই পদ্ধতির আওতায় কারিগরি যোগ্যতার সীমা উত্তীর্ণ প্রস্তাবসমূহ সমতুল্য হিসাবে গণ্য করিয়া অতঃপর মূল্যের ভিত্তিতে মূল্যায়িত হইবে।

৫২ পরামর্শকের যোগ্যতাভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির অধীন পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি

৫২.০১ সীমিত কর্ম পরিধি ও মেমোয়ারে অতি ক্ষুদ্র কাজও অতিগুরুত্বপূর্ণ এবং উচ্চ মানের বিশেষায়িত সেবা প্রকৃতির হইতে পারে বিধায়, ক্রয়কারী সম্ভাব্য সর্বোত্তম যোগ্যতা সম্পন্ন পরামর্শক নির্বাচন করিবে।

৫২.০২ ক্রয়কারী পরামর্শক নিয়োগের ব্যয় ও সময় হ্রাস করিবার উদ্দেশ্য সাধনের পাশাপাশি সেবার মানের বিষয়টি উপেক্ষা করিবে না।

৫২.০৩ ক্রয়কারী সর্বাগ্রে কর্ম পরিধি প্রণয়ন করিবে এবং অতঃপর সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য পরামর্শকের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্যসহ ডাটাবেজ হইতে প্রাপ্ত পরামর্শকদেরকে আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ জ্ঞাপন করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ক্রয়ের ক্ষেত্রে আগ্রহ ব্যক্তকরণের অনুরোধ-সংবলিত বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রকাশ বাঞ্চনীয় হইবে।

৫২.০৪ ক্রয়কারী মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে দাখিলকৃত আগ্রহব্যক্তকরণপত্র সমূহকে সর্বোচ্চ যোগ্যতা ও পরিচিতির ভিত্তিতে মূল্যায়ন করিয়া যোগ্যতার ক্রমধারা নির্ণয়পূর্বক একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করিবে।

৫২.০৫ উপ-অনুচ্ছেদ ৫২.০৪ মোতাবেক প্রণীত সংক্ষিপ্ত তালিকার সর্বোচ্চ ক্রমধারী প্রতিষ্ঠানকে সমন্বিত কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব দাখিল করিবার জন্য আহ্বান জানানো হইবে ও উক্ত কারিগরি প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হইলে চুক্তি নেগোসিয়েশনের জন্য আহ্বান জানানো হইবে এবং কেবল উক্ত ব্যতিক্রম ব্যতীত পরামর্শকের যোগ্যতাভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি গুণগত মান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির অনুরূপ হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সর্বোচ্চ ক্রমধারীর সহিত নেগোসিয়েশন ব্যর্থ হইবার ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে পরবর্তী ক্রমধারী প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত এই উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত পন্থায় কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

৫৩ একক উৎসভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির অধীন পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি

৫৩.০১ সকল পরামর্শকের প্রতি সম-সুযোগ প্রদান এবং ক্রয়কারীর সামগ্রিক স্বার্থে আর্থিক সাশ্রয় ও দক্ষতা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্য বিবেচনায় রাখিয়া একক উৎসভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি প্রয়োগের যৌক্তিকতা পরীক্ষা করিতে হইবে এবং একক উৎসভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিতভাবে অনুমোদিত হইতে হইবে এবং উহা নথিভুক্ত করিতে হইবে।

৫৩.০২ কোনো কাজের ধারাবাহিকতায় উত্তরকালীন কাজ (Downstream assignment) অপরিহার্য হইলে, সেইক্ষেত্রেও পূর্বতন সেবা সন্তোষজনকভাবে সম্পাদিত হইবার শর্তে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা যাইবে।

৫৩.০৩ এইরূপ উত্তরকালীন কাজের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী প্রারম্ভিকভাবে নির্বাচিত পরামর্শককে ক্রয়কারী কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিধির ভিত্তিতে কারিগরি এবং আর্থিক প্রস্তাব প্রণয়নের আহ্বান জানাইবে, যাহা অতঃপর নেগোসিয়েশন করিতে হইবে।

৫৩.০৪ নির্বাচিত পরামর্শকের অনুকূলে, ক্ষেত্রমতো, প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিল অথবা কর্মপরিধি প্রেরণ করা হইবে, এবং কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব দাখিলের জন্য আহ্বান জানানো হইবে, যাহা প্রাপ্তির পর, একটি ঐকমত্যে পৌঁছাইবার নিমিত্তে প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি এবং নির্বাচিত পরামর্শকের মধ্যে নেগোসিয়েশন অনুষ্ঠিত হইবে, যাহাতে কারিগরি বা আর্থিক বিষয়াদি নির্বিশেষে পরামর্শকের প্রস্তাবের সকল বিষয় একত্রে আলোচিত হইবে।

৫৩.০৫ উপ-অনুচ্ছেদ ৫৩.০৪ অনুযায়ী প্রক্রিয়া গ্রহণের মাধ্যমে সরকারি মালিকানাধীন বা বিশেষায়িত কোনো সেবাপ্রদানকারী যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগতসেবা ক্রয় করা যাইবে।

৫৪ ডিজাইন প্রতিযোগিতা (Design contest) এর ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি

৫৪.০১ ডিজাইন প্রতিযোগিতার প্রধান উপাদান হিসাবে ধারণাগত ডিজাইনে প্রকল্পের কারিগরি বৈশিষ্ট্যসমূহসহ উহার নান্দনিক বিষয়াদি যথাযথভাবে পরিস্ফুটিত করিতে হইবে।

৫৪.০২ ক্রয়কারী, অভিজ্ঞতা, সামর্থ্য এবং সুনামের ভিত্তিতে, সম্ভাব্য আবেদনকারীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করিবে, তবে একটি যথাযথ সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়নে সমস্যা থাকিলে ক্রয়কারী ডিজাইন প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে আগ্রহব্যক্তকরণের আহ্বান জানাইবে।

৫৪.০৩ ক্রয়কারী সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত আবেদনকারীগণের নিকট একটি আহ্বানপত্র, প্রস্তাব উপাত্ত শিটে প্রকল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহের উল্লেখসহ প্রস্তাবকদের জন্য প্রকল্পসংক্রান্ত তথ্য, ডিজাইন প্রস্তুতকরণসংক্রান্ত নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত সংবলিত কর্মপরিধিসহ ডিজাইন প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সংবলিত দলিল প্রেরণ করিবে।

৫৪.০৪ মূল্যায়ন নির্ণায়কে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে যথা, উদ্ভাবন, নান্দনিক উপাদান, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত যথাযথ অভিযোজ্যতা, প্রাপ্তিসাধ্য ভৌতসীমার দক্ষ ব্যবহার, সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের জন্য আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের পরিকল্পনা, জ্বালানি সাশ্রয়ী ব্যবস্থা এবং পরিবেশ-বান্ধব উপাদানসমূহের অন্তর্ভুক্তি, রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা, যদি থাকে, এবং প্রাক্কলিত নির্মাণ ব্যয়।

৫৪.০৫ ডিজাইন প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিল অনুসারে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রত্যেক আবেদনকারী প্রাথমিক ধারণাগত ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট প্রাক্কলিত ব্যয়সংবলিত সিলমোহরকৃত প্রস্তাব দাখিল করিবে।

৫৪.০৬ সকল প্রস্তাবপ্রাপ্তি এবং উন্মুক্তকরণের পর প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটি সকল প্রস্তাব অনধিক ০১ (এক) কার্যদিবস নিরাপদ হেফাজতে রাখার জন্য একটি বন্ধ বাক্সে ক্রয়কারীর নিকট প্রেরণ করিবে।

৫৪.০৭ প্রস্তাবসমূহ প্রাপ্তির পর, প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি ডিজাইন প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলে বর্ণিত প্রধান মূল্যায়ন নির্ণায়ক (Broad evaluation criteria) অনুসারে প্রস্তাবিত ডিজাইনসমূহ মূল্যায়ন করিবে এবং অনুচ্ছেদ ৬৩ অনুসারে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

৫৪.০৮ ধারণাগত ডিজাইন প্রারম্ভিক প্রকৃতির হওয়ায়, প্রকল্প অব্যাহত থাকিলে বিজয়ী ডিজাইনের ভিত্তিতে বিস্তারিত প্রকৌশল ও নির্মাণ কার্যের ডিজাইন, কার্যের পরিমাণগত হিসাব-সংবলিত তফসিল, কারিগরি, বিনির্দেশ ও দরপত্র দলিল এবং নির্মাণ কার্যের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য চুক্তিপত্র প্রণয়ন করিতে হইবে।

৫৪.০৯ বিজয়ী আবেদনকারীকে একটি সমন্বিত আর্থিক ও কারিগরি প্রস্তাব দাখিল করিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইবে এবং কারিগরি প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে, তাঁহাকে নেগোসিয়েশনের জন্য আহ্বান জানাইতে হইবে।

৫৪.১০ ডিজাইন প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলে বিজয়ী আবেদনকারীর জন্য পুরস্কারের সংস্থান থাকিতে পারে, যাহা প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায় বা পর্যায়সমূহের ডিজাইন বা ডিজাইনসমূহের জন্য চুক্তি এবং তৎসহ একটি পূর্ব-নির্ধারিত আর্থিক অঙ্কের আকারে হইতে পারে এবং ইহাছাড়াও, মূল্যায়নে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী আবেদনকারীগণের জন্য, বিজয়ী আবেদনকারীর নিকটবর্তী অবস্থানে থাকা সাপেক্ষে, তাহাদের নিষ্পন্ন ব্যয়ের আংশিক পরিপূরণকল্পে ক্ষুদ্রতর অঙ্কের আর্থিক পুরস্কারের ব্যবস্থাও রাখা যাইতে পারে।

৫৪.১১ ডিজাইন প্রতিযোগিতার সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সংবলিত আদর্শ দলিল পুনর্বিন্যস্ত করা যাইবে।

৫৫ ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচন পদ্ধতির অধীন পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি

৫৫.০১ যে সকল কাজের জন্য ব্যক্তির যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, এবং বিশেষজ্ঞদল বা অতিরিক্ত পেশাগত সহায়তার প্রয়োজন নাই, সেইক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (৪৮.০৩.০৭) মোতাবেক ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক নিয়োগ করা যাইতে পারে;

৫৫.০২ আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ-সংবলিত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে আগ্রহব্যক্তকারী অথবা ক্রয়কারী কর্তৃক সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রার্থীদের যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার বর্ণনা সংবলিত জীবনবৃত্তান্ত তুলনামূলক যাচাইয়ের ভিত্তিতে এই পদ্ধতিতে ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ করা যাইতে পারে।

৫৫.০৩ ব্যক্তিগণ তাহাদের আগ্রহব্যক্তকরণপত্রে তাহাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা এবং কাজ সম্পাদনে পূর্ণ সামর্থ্যের প্রমাণ প্রদর্শন করিবে।

৫৫.০৪ শিক্ষাগত যোগ্যতা, কার্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা ও প্রস্তাবিত অ্যাসাইনমেন্টের সহিত উক্ত অভিজ্ঞতার সাযুজ্য এবং, প্রযোজ্যক্ষেত্রে, স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতিসংক্রান্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে ব্যক্তিবর্গের যোগ্যতা নিরূপণ করা হইবে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে, উপ-অনুচ্ছেদ ৫৫.০৭ এ বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে, অনধিক ০৭ (সাত) জন প্রার্থীর সমন্বয়ে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করিতে হইবে।

৫৫.০৫ সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য আহ্বান জানাইতে হইবে এবং প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রার্থীগণের দক্ষতা ও যোগ্যতার বিষয়টি প্রতিপাদন করিয়া যোগ্যতার ক্রম অনুসারে অনধিক ০৩ (তিন) জন প্রার্থীর দ্বিতীয় তালিকা প্রণয়ন করিবে, অতঃপর সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে পারিশ্রমিক, পুনর্ভরণযোগ্য ব্যয়, ক্রয়কারীর পক্ষ হইতে প্রাপ্তব্য সুবিধাদি, ইত্যাদি বিষয়ে নেগোসিয়েশনের জন্য এবং পরবর্তী পর্যায়ে চুক্তিস্বাক্ষরের জন্য আহ্বান জানাইতে হইবে।

৫৫.০৬ ক্রয়কারী যুক্তিযুক্ত বাজেটের মধ্যে দক্ষতার সহিত সবচাইতে যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচন করার লক্ষ্যে বিকল্প প্রার্থীদের অগ্রাধিকারভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবে।

৫৫.০৭ অনুচ্ছেদ ৫৫ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত পরিস্থিতিতে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে আগ্রহব্যক্তকরণপত্র আহ্বান ব্যতিরেকে ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক নিয়োগ করা যাইবে, যদি-

ক) কার্যটি পূর্ব কাজের ধারাবাহিকতায় হয়; বা

খ) কাজের সময় অনধিক ৬ (ছয়) মাসের হয়; বা

গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জরুরি ভিত্তিতে কাজ সম্পাদনের প্রয়োজন হয়; বা

ঘ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই কাজের ক্ষেত্রে একমাত্র যোগ্য পরামর্শক বিবেচিত হয়।

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-অনুচ্ছেদ (৫৫.০৭) (খ) ও (গ) এ উল্লিখিত কাজে পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আগ্রহী পরামর্শকগণের মধ্য হইতে অন্যূন ৩ (তিন) জনের জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহপূর্বক তাহাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কর্ম-অভিজ্ঞতা বিবেচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

৫৬ বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগতসেবা ক্রয়ে ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টের প্রয়োগ

৫৬.০১ আবর্তক কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগতসেবা ক্রয়ে ক্রয়কারী সর্বনিম্ন ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি বা পরামর্শকের যোগ্যতাভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি বা ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট সম্পাদন করিতে পারিবে।

৫৬.০২ এই অনুচ্ছেদের অধীন সেবাক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী এই নীতিমালার উপ-অনুচ্ছেদ ৪৭.০৪ (খ)-তে বর্ণিত পদ্ধতি বিবেচনায় নিয়ে ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট সম্পাদন করিবে।

৫৭ আগ্রহব্যক্তকরণপত্র দাখিল

৫৭.০১ সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আগ্রহী আবেদনকারীদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রাপ্তির লক্ষ্যে আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ-সংবলিত বিজ্ঞাপন প্রণয়ন করিতে হইবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত আবেদনকারীদের বরাবর প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিল প্রেরণ করিতে হইবে।

৫৭.০২ সম্ভাব্য আবেদনকারীদের আগ্রহব্যক্তকরণপত্র দাখিলের জন্য অভ্যন্তরীণ ক্রয়ের জন্য কমপক্ষে ১৪ (চৌদ্দ) দিন এবং আন্তর্জাতিক ক্রয়ের জন্য কমপক্ষে ২১ (একুশ) দিন সময় প্রদান করিয়া অনুচ্ছেদ ১০ অনুসারে আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ-সংবলিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইবে।

৫৭.০৩ আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ-সংবলিত বিজ্ঞাপনে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সন্নিবেশিত থাকিতে হইবে:

ক) ক্রয়কারীর নাম ও ঠিকানা ;

খ) প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক এবং পেশাগতসেবার পরিসরের বিস্তারিত বর্ণনাসহ সংশ্লিষ্ট কাজের বিবরণ;

গ) বর্ণিত কাজ সম্পাদনের জন্য যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ সম্ভাব্য আবেদনকারীদের অভিজ্ঞতা, সম্পদ, পেশাদার জনবল এবং সেবাপ্রদানের সামর্থ্য;

ঘ) তাহাদের লিখিত আগ্রহব্যক্তকরণপত্র দাখিলের স্থান এবং সময়সীমা; এবং

ঙ) অন্যান্য তথ্যাদি যাহা ক্রয়কারীর বিবেচনায় সম্ভাব্য আবেদনকারীদের জন্য সহায়ক হইবে।

৫৭.০৪ আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ-সংবলিত বিজ্ঞাপনে উল্লেখ থাকিবে যে, আগ্রহব্যক্তকরণপত্র শুধু একটি স্থানে দাখিল করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে একাধিক স্থানে দাখিল গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৫৭.০৫ আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ-সংবলিত বিজ্ঞাপন অনুসারে সম্ভাব্য আবেদনকারী নির্দিষ্ট দিন, সময় এবং স্থানে আগ্রহব্যক্তকরণপত্র দাখিল করিবে।

৫৭.০৬ উচ্চ মানের সেবা প্রাপ্তির সহায়ক হিসাবে স্থানীয় এবং বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে যৌথ-উদ্যোগ, কনসোর্টিয়াম বা এসোসিয়েশন গঠনের বিষয়টি বিবেচিত হইলে আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ-সংবলিত বিজ্ঞাপনে এইরূপ উল্লেখ থাকিবে যে,অনুচ্ছেদ ৯০ অনুসারে গঠিত এইরূপ যৌথ উদ্যোগ গঠন ক্রয়কারী কর্তৃক উৎসাহিত করা যাইবে।

৫৮ আবেদনপত্র উন্মুক্তকরণ

৫৮.০১ আগ্রহব্যক্তকরণ সংক্রান্ত আবেদনপত্র কুরিয়ার, ডাক, ফ্যাক্স অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে দাখিল করা যাইতে পারে।

৫৮.০২ আগ্রহব্যক্তকরণ সংক্রান্ত আবেদনপত্র প্রকাশ্যে উন্মুক্ত করা হইবে না।

৫৮.০৩ আগ্রহব্যক্তকরণ সংক্রান্ত আবেদনপত্র দাখিলের জন্য নির্দিষ্ট সর্বশেষ সময় উত্তীর্ণ হইবার অব্যবহিত পর আবেদনপত্র উন্মুক্তকরণ এবং সকল আবেদনকারীর নাম এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ক্রয়কারী অনুচ্ছেদ ১৫ এর বিধান মোতাবেক গঠিত প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটির সভা আহ্বান করিবে।

৫৮.০৪ প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটি আবেদনকারীদের তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিবার পর প্রাপ্ত আবেদনসমূহ এবং লিপিবদ্ধ তথ্য প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির বরাবর পেশ করিবে।

৫৯ আবেদনপত্র মূল্যায়ন এবং সংক্ষিপ্ত তালিকা অনুমোদন, ইত্যাদি

৫৯.০১ অনুচ্ছেদ ১৬ অনুসারে গঠিত প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি, সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য যোগ্যতম আবেদনকারীদের সমন্বয়ে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করিবার উদ্দেশ্যে, আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধে বর্ণিত নির্ণায়ক সমূহের ভিত্তিতে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ মূল্যায়ন করিবে।

৫৯.০২ সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য আবেদনকারীগণের উপযুক্ততা, আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ-সংবলিত বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত নিম্নবর্ণিত তথ্যের ভিত্তিতে সর্বোৎকৃষ্ট (Excellent) অতি উত্তম (Very good) এবং উত্তম (Good) এবং অনুত্তম (Poor) এইরূপ যোগ্যতার মাপকাঠি প্রয়োগ করিয়া (কিন্তু নম্বরের ভিত্তিতে নহে) সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন আবেদনকারীদের মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হইবে:

ক) সংস্থার সুযোগ-সুবিধা এবং দক্ষতার ক্ষেত্রসমূহ নির্দেশপূর্বক দাখিলকৃত ব্রোশিয়ার;

খ) একই ধরনের সম্পাদিত কাজের বিবরণ ;

গ) একই ধরনের কর্ম পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে পরিচালিত কাজের অভিজ্ঞতা;

ঘ) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের জনবলের মধ্যে যথাযথ অভিজ্ঞতা ও পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন জনবল এবং কাজ সম্পাদনে পর্যাপ্ত সম্পদের প্রাপ্যতা; এবং

ঙ) আর্থিক সঙ্গতি ও ব্যবস্থাপনাগত সামর্থ্য।

৫৯.০৩ মূল্যায়ন সম্পাদন করতঃ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ করিয়াছে, এবং প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির বিবেচনায় আলোচ্য কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা

পূরণে যথাযথ ও পর্যাপ্ত সামর্থ্য প্রদর্শন করিয়াছে, এইরূপ কমপক্ষে ৪ (চার) টি এবং ৭ (সাত) টির অধিক নহে এমন সংখ্যক আবেদনকারী সমন্বয়ে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করিবে এবং সুপারিশ সহকারে উহার প্রতিবেদন ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে।

৫৯.০৪ মূল্যায়নের পর যদি সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪ (চার) এর কম হয়, তাহা হইলে প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে উক্ত কাজ পুনরীক্ষণ করিবে:

ক) আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধের ছকটি সঠিক ছিল কি-না;

খ) ইহা ক্রয়কারীর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে কি-না; এবং

গ) অনুচ্ছেদ ১০ অনুযায়ী যথাযথভাবে ইহার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল কি-না।

৫৯.০৫ উপ-অনুচ্ছেদ (৫৯.০৪) এ বর্ণিত বিষয়াদি যাচাইক্রমে সঠিক পাওয়া গেলে এবং অন্যান্য বিষয় এই অনুচ্ছেদমালার সঙ্গতিপূর্ণ হইয়া থাকিলে, প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি ৪ (চার) টির কম প্রতিষ্ঠান সংবলিত সংক্ষিপ্ত তালিকা অনুমোদনের সুপারিশসহ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিকট পেশ করিতে পারিবে।

৫৯.০৬ বৃহত্তর প্রতিযোগিতা কাম্য হইলে, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান সংশ্লিষ্ট কাজটি পরামর্শকদের নিকট অধিকতর আকর্ষণীয় করিবার লক্ষ্যে উহাতে যথাযথ সংশোধন করিয়া আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ অধিকতর ব্যাপকভাবে পুনঃপ্রচারের নির্দেশ প্রদান করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, ক্রয়কারীগণ পুনঃবিজ্ঞপ্তি প্রদানের বিষয়টি নিয়মিত বিষয় হিসাবে গণ্য করিবে না, বরং প্রথম দফার বিজ্ঞাপনেই যাহাতে যথাযথ সংক্ষিপ্ত তালিকা চূড়ান্তকরণ সম্পন্ন হয়, তদুদ্দেশ্যে যথাযথভাবে আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ বিজ্ঞাপন প্রচারে সচেষ্ট থাকিবে।

৫৯.০৭ উপ অনুচ্ছেদ (৫৯.০৬) এর শর্ত মোতাবেক পুনঃবিজ্ঞাপন প্রচারের পরেও যদি মূল্যায়নকৃত সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত আবেদনকারীর সংখ্যা ৪ (চার) টির কম হয়, সেইক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত তালিকা চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে এবং সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত স্বল্পসংখ্যক আবেদনকারীর নিকটই প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিল প্রেরণ করিতে হইবে।

৫৯.০৮ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান অথবা তাঁহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন প্রাপ্তির পর, আগ্রহ ব্যক্ত করিয়াছে এইরূপ সকল আবেদনকারীকে সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা না হইবার বিষয়ে অবহিত করা হইবে।

৬০ পরামর্শ সেবার কর্মপরিধি প্রস্তুতকরণ

৬০.০১ প্রস্তাব প্রস্তুতিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পরামর্শকদের কর্মপরিধি নির্ধারণের সময় আবেদনকারীদেরকে সাধারণত নিম্নবর্ণিত তথ্য সরবরাহ করিতে হইবে:

ক) প্রকল্পের পটভূমি এবং উহার পারিপার্শ্বিক যে সাধারণ অবস্থার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদন করিতে হইবে;

খ) পরামর্শক সেবার উদ্দেশ্য ও ব্যাপ্তি;

গ) কাজ সম্পাদনের মেয়াদ;

ঘ) সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য আবশ্যক সেবা ও জরিপ কাজ এবং প্রত্যাশিত ফলাফল (Output);

ঙ) যে সকল ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ হস্তান্তরের বিষয়টি অন্যতম উদ্দেশ্য, সে সকল ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় সম্পদের প্রাক্কলন প্রস্তুত করার জন্য প্রশিক্ষণযোগ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা, প্রশিক্ষণের সময়সূচি ও বিষয়বস্তু, যদি জানা থাকে, সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রদান করিতে হইবে;

চ) ক্রয়কারী বা ব্যবহারকারী বা সুবিধাভোগী সংস্থা কর্তৃক পরামর্শককে প্রদেয় সুবিধাদি ও সহায়তা;

ছ) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি; এবং

জ) বিদ্যমান কোনো প্রাসঙ্গিক সমীক্ষায় প্রাপ্ত বিশেষ তথ্য ও মৌলিক তথ্য এবং তথ্যাদি প্রাপ্তির স্থান।

৬০.০২ কর্মপরিধি অতি-বিস্তৃত ও অনমনীয় হইবে না এবং আবেদনকারীদেরকে তাহাদের নিজস্ব কার্য সম্পাদন পদ্ধতির প্রস্তাব দাখিল করিবার, এবং ক্রয়কারী কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত কর্মপরিধি সম্পর্কে মতামত প্রদানের, সুযোগ প্রদান করা যাইবে।

৬০.০৩ কর্মপরিধিতে পরামর্শক এবং ক্রয়কারী বা সুবিধাভোগীর স্ব-স্ব দায়িত্ব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

৬০.০৪ কর্মপরিধিতে বর্ণিত কাজের ব্যাপ্তি বাজেট বরাদ্দের সহিত সংগতিপূর্ণ হইতে হইবে।

৬১ প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিল প্রণয়ন ও জারি

৬১.০১ ক্রয়কারী, বিপিপিএ কর্তৃক জারিকৃত এবং জারিকৃতব্য আদর্শ প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিল অনুসরণে, প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিল প্রণয়নপূর্বক সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত আবেদনকারীদের নিকট বিতরণ করিবে।

৬১.০২ প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:

ক) ক্রয়কারীর নাম ও ঠিকানা;

খ) কর্মপরিধি আকারে প্রয়োজনীয় কাজের বিবরণ;

গ) গুণগত মান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন, নির্দিষ্ট বাজেটের অধীন নির্বাচন এবং সর্বনিম্ন ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার আওতায় এবং প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলে বর্ণিত নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক আবেদনকারী কারিগরি এবং আর্থিক প্রস্তাব যথাযথভাবে চিহ্নিত পৃথক দুইটি খামে সিলগালা করিয়া অন্য একটি বহিস্থ খামে উক্ত খাম দুইটি স্থাপন ও সিলগালা করিয়া দাখিল করিবার আবশ্যকতা;

ঘ) সিলগালাকরণ এবং চিহ্নিতকরণের নির্দেশনা প্রতিপালনে ব্যর্থতার ফলে দরপ্রস্তাব পূর্বাহ্নেই প্রকাশিত হইয়া যাইতে পারে, যাহার জন্য আবেদনকারী এককভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকিবে এবং ইহার ফলে তাহার প্রস্তাব অগ্রহণযোগ্য হিসাবে ঘোষিত হইবার কারণ সূচিত হইতে পারে মর্মে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সংবলিত দলিলে সুস্পষ্ট নির্দেশনা;

ঙ) বর্তমানে পরামর্শকসেবা প্রদানে নিয়োজিত পরামর্শকগণ কর্তৃক সম্পাদনীয় কাজের সহিত ভবিষ্যতে সম্ভাব্য স্বার্থের সংঘাত দেখা দিতে পারে বিধায় তাহারা সংশ্লিষ্ট পরামর্শক সেবার ফলস্বরূপ উদ্ভূত বা উহার সহিত সম্পর্কিত পণ্য, কার্য বা ভৌতসেবাসমূহ ক্রয়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিবে মর্মে অঙ্গীকার;

চ) পূর্বে কোনো কাজ সম্পাদন করিয়াছে এইরূপ কোনো আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে স্বার্থের সংঘাত যুক্তিযুক্তভাবে উদ্ভূত হইতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইলে, অনুরূপ আবেদনকারীও পরবর্তী কোনো কাজে অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিবে মর্মে অঙ্গীকার;

ছ) প্রস্তাব দাখিলের সময়সীমা ও স্থান, এবং যেসকল আবেদনকারীর প্রস্তাব আর্থিক মূল্যায়নের জন্য গৃহীত হইবে, তাঁহাদের আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণের সময়, তারিখ এবং স্থানসহ আবেদনকারীগণকে অবহিতকরণের প্রক্রিয়া; এবং

ঝ) ব্যবহৃতব্য চুক্তিপত্রের আদর্শ ছক, যাহাতে পরামর্শক এবং ক্রয়কারী উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব বর্ণিত থাকিবে।

৬১.০৩ প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজাদি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, যথা:

ক) সংক্ষিপ্ত তালিকাসহ আহ্বানপত্র;

খ) ক্ষেত্রমতো, আবেদনকারী অথবা পরামর্শকের প্রতি নির্দেশনা;

গ) প্রস্তাব উপাত্ত শিট;

ঘ) চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি;

ঙ) চুক্তির বিশেষ শর্তাবলি;

চ) আদর্শ চুক্তির ছক;

ছ) কর্মপরিধি; এবং

জ) সংযোজনী।

৬১.০৪ ক্রয়কারী প্রতিটি ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সর্বাধিক উপযোগী আদর্শ প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিল প্রয়োগ করিবে।

৬১.০৫ ক্রয়কারী সাধারণত আদর্শ প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সংবলিত দলিলের কোনোরূপ পরিবর্তন করিবে না, তবে সংশ্লিষ্ট কাজ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উপাত্ত শিট এবং চুক্তির বিশেষ শর্তাবলিতে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

৬১.০৬ আহ্বানপত্রে (Letter of Invitation) পরামর্শক সেবার জন্য চুক্তি সম্পাদনে ক্রয়কারীর আগ্রহ, তহবিলের উৎস, উপকারভোগী প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য, সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত পরামর্শকগণের তালিকা, প্রস্তাব দাখিলের তারিখ, সময় এবং স্থানের উল্লেখ থাকিবে।

৬১.০৭ প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এইরূপ দলিলাদির তালিকা ক্রয়কারী আহ্বানপত্রে সন্নিবেশিত করিবে।

৬১.০৮ আবেদনকারীগণকে গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব প্রণয়নে সহায়তার জন্য আবেদনকারী বা পরামর্শকের জন্য নির্দেশনায় ক্রয়কারী সকল তথ্য অন্তর্ভুক্ত করিবে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াকে যথাসম্ভব সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ করিবার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব দাখিলের পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন নির্ণায়কসমূহ সম্পর্কে তথ্যাদি প্রদান করিবে।

৬১.০৯ যদি সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত কোনো পরামর্শক আলোচ্য কাজের ক্ষেত্রে ইতঃপূর্বে কোনো সেবা প্রদানের কারণে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে, সেইক্ষেত্রে যে সকল তথ্য জ্ঞাত হওয়ার কারণে উক্ত পরামর্শক উক্তরূপ সুবিধাজনক অবস্থানে রহিয়াছে, সেই সকল তথ্য (যেমন ডিজাইন, স্টাডি রিপোর্ট, কৌশলপত্র, ইত্যাদি) প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলের সঙ্গে অন্যান্য প্রতিযোগী পরামর্শকদের প্রদান করিতে হইবে।

৬১.১০ কাজসম্পাদনের জটিলতা বিবেচনায়, ৬০ (ষাট) হতে ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) দিন সময়সীমা অনুসারে, আবেদনকারী অথবা পরামর্শকের জন্য নির্দেশনায় প্রস্তাব বলবৎ থাকিবার মেয়াদ নির্দিষ্ট করিতে হইবে:

তবে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বিশেষ কোনো ক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় স্বল্পতর বা দীর্ঘতর মেয়াদ নির্ধারণ করা যাইতে পারে।

৬১.১১ ক্রয়কারী সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য যথাযথ বাজেট বরাদ্দের উদ্দেশ্যে একটি বাস্তবভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করিবে।

৬১.১২ ক্রয়কারী, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কাজের অন্তর্ভুক্ত কর্মকান্ডকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া প্রতিটি অংশের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত ফি, পুনর্ভরণযোগ্য ব্যয় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়ের সংস্থান করিবে।

৬১.১৩ কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-মাস (Staff-month), বস্তুগত সুবিধা (Logistic support) এবং ভৌত ইনপুটসসহ (Physical inputs) আবশ্যক সম্পদের পরিমাণ নির্ণয়ে ক্রয়কারী কর্তৃক নির্ণীত পরিমাণের ভিত্তিতে আবেদনকারী দরের প্রাক্কলন প্রণয়ন করিবে।

৬১.১৪ ব্যয় সাধারণত দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে:

ক) চুক্তির ধরন অনুযায়ী ফি বা পারিশ্রমিক; এবং

খ) পুনর্ভরণযোগ্য ব্যয় যাহার মধ্যে সময়ভিত্তিক চুক্তির ক্ষেত্রে দালিলিক প্রমাণ দাখিল সাপেক্ষে, যথা, বিমান ভাড়া, দৈনিকভাতা, ভিসাব্যয়, চিকিৎসা ব্যয়, যাতায়াত ব্যয়, অফিস ভাড়া, যানবাহন ক্রয়, দাপ্তরিক সরঞ্জামাদি, দাপ্তরিক আসবাবপত্র, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৬১.১৫ আবশ্যক বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা এবং আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরামর্শকদের প্রত্যাশিত অনুপাত অনুসারে শ্রম-মাসের বাস্তব-ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় নিরূপণ করিতে হইবে।

৬১.১৬ উপ-অনুচ্ছেদ (৬১.১৪) (খ) তে উল্লিখিত পুনর্ভরণযোগ্য ব্যয়ের আইটেমসমূহ কেবলমাত্র উদাহরণ হিসাবে প্রযোজ্য, এবং কর্মপরিধি, বিশেষত, ক্রয়কারী বা ব্যবহারকারী অথবা উপকারভোগী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত সুবিধাদির ক্ষেত্রে ভিন্নতর হইতে পারে।

উদাহরণ: ক্রয়কারী বা ব্যবহারকারী অথবা উপকারভোগী প্রতিষ্ঠান যদি অফিস সামগ্রী, যানবাহন বা উভয়েরই সংস্থান করিতে পারে, সেইক্ষেত্রে উক্ত আইটেমসমূহ আবেদনকারী কর্তৃক ব্যয়ের প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন হইবে না।

৬১.১৭ কাজ সম্পাদনকারী জনবলের জন্য নির্ধারিত ফি বা পারিশ্রমিকই হইবে আবেদনকারী কর্তৃক উহার প্রস্তাবে উদ্ধৃত একমাত্র প্রকৃত অপরিবর্তনীয় ব্যয়।

৬১.১৮ কতিপয় নির্দিষ্ট সেবা, যথা প্রাকজাহাজিকরণ পরিদর্শন, ক্রয় এজেন্সির সেবা, প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ, বিরাষ্ট্রীয়করণ বা টুইনিং-এর (Privatisation or twinning) ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন প্রদানের জন্য, ক্রয়কারী বিপিপিএ কর্তৃক জারিকৃত আদর্শ প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলের ছকসমূহ পুনর্বিন্যস্ত করিতে পারিবে।

৬১.১৯ আবেদনকারীগণকে প্রস্তাব প্রণয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ ক্রয়ের জন্য কমপক্ষে ২৮ (আটাশ) দিন এবং আন্তর্জাতিক ক্রয়ের জন্য কমপক্ষে ৪২ (বিয়াল্লিশ) দিন ন্যূনতম সময় প্রদান করিতে হইবে।

৬১.২০ প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলে যে সময়কালের মধ্যে আবেদনকারী কর্তৃক কোনো বিষয়ে স্পষ্টীকরণের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে তাহা ক্রয়কারী কর্তৃক গ্রহণীয় হইবে এবং উহার প্রয়োজনীয় জবাব প্রদান করা হইবে, তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

৬১.২১ প্রস্তাব দাখিলের আহ্বান সংবলিত দলিল সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত আবেদনকারীদের নিকট ই-মেইল বা কুরিয়ার ডাকযোগে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

৬১.২২ আবেদনকারী কর্তৃক যাচিত কোনো স্পষ্টীকরণের ধরন বিবেচনায়, প্রস্তাব দাখিলের সর্বশেষ সময় বর্ধিত করার প্রয়োজন হইতে পারে এবং সেইক্ষেত্রে স্পষ্টীকরণ বিষয়টিও সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত সকল আবেদনকারীকে অবহিত করিতে হইবে।

৬১.২৩ কোনো বিষয় স্পষ্টীকরণের উদ্দেশ্যে প্রাক-প্রস্তাব সভা অনুষ্ঠানের কোনো অভিপ্রায় থাকিলে, উক্ত প্রাক-প্রস্তাব সভার তারিখ ও সময় প্রস্তাব উপাত্ত শিটে উল্লেখ করিতে হইবে।

৬১.২৪ গুণগত মান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির আওতায় প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলে মূল্যায়নের নির্ণায়ক নির্ধারণ করিবার সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করিতে হইবে:

ক) নির্বাচনের মানদণ্ড হিসাবে মূল্য বিচক্ষণতার সহিত বিবেচনা করিতে হইবে, এবং প্রস্তাব মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উহা আবেদনকারীর যোগ্যতা ও প্রস্তাবের মান অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বসম্পন্ন হইবে;

খ) কাজ সম্পাদনের প্রকৃতি অনুসারে মান এবং মূল্যের মধ্যে তুলনামূলক গুরুত্ব প্রয়োগ করিতে হইবে এবং বহুমাত্রিক সম্ভাব্যতা যাচাই এবং ব্যবস্থাপনাগত সমীক্ষা, যেখানে পরামর্শকের বুদ্ধিভিত্তিক এবং পেশাগত যোগ্যতাই সর্বোচ্চ বিবেচ্য, সেইক্ষেত্রে গুণ এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্ব যথাক্রমে শতকরা ৮০ (আশি) হইতে ৯০ (নব্বই) এবং শতকরা ১০ (দশ) হইতে ২০ (বিশ) নির্ধারণ করা যাইতে পারে:

তবে শর্ত থাকে যে, গুণ এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্ব যথাক্রমে শতকরা ৯০ (নব্বই) এবং শতকরা ১০ (দশ) অনুপাত নির্ধারণ করিবার ক্ষেত্রে বোর্ডের সুপারিশ গ্রহণ করিতে হইবে।

গ) কারিগরি মূল্যায়নে কমপক্ষে শতকরা ৭০ (সত্তর) নম্বর অর্জন করিতে হইবে;

ঘ) যেসকল কারিগরি প্রস্তাব প্রয়োজনীয় ন্যূনতম নম্বর অর্জন করিবে না, সেই প্রস্তাবসমূহ অনুপযুক্ত বিবেচনায় উহাদের আর্থিক প্রস্তাবসমূহ উন্মুক্ত না করিয়া আবেদনকারীর নিকট ফেরৎ প্রদান করা হইবে;

ঙ) কতিপয় নির্দিষ্ট প্রমিত সেবা যেমন: প্রাকজাহাজিকরণ এবং অন্যান্য পরিদর্শন, ক্রয়সেবা, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ এবং অনুরূপ কার্যের ক্ষেত্রে যেখানে সাধারণত ব্যাবসায়িক বা বিধিবদ্ধ মান দ্বারা পর্যাপ্ত গুণগত মান নিশ্চিত করা হয়, সেইক্ষেত্রে মান এবং মূল্যের তুলনামূলক বিভাজন যথাক্রমে ৬৫ এবং ৩৫, ৬০ এবং ৪০, এমন কি ৫৫ এবং ৪৫ এর মত নিম্নসীমা নির্ধারণ করা যাইতে পারে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতিও প্রাসঙ্গিক হইতে পারে; এবং

চ) প্রস্তাবমূল্য মূল্যায়নের একটি নির্ণায়ক বিধায়, প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলে কর্মসম্পাদনের জন্য ক্রয়কারী, ব্যবহারকারী অথবা উপকারভোগী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বরাদ্দকৃত বাজেট অথবা নির্দিষ্ট বাজেটের অধীন নির্বাচন পদ্ধতি ব্যতীত দাপ্তরিক প্রাক্কলন উল্লেখ করা হইবে না, তবে আবেদনকারী কর্তৃক কার্যসম্পাদনে প্রয়োজনীয় বিবেচিত ব্যয়প্রাক্কলন প্রণয়নে সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রধান পেশাদার জনবল, শ্রমমাস, শ্রমসপ্তাহ বা শ্রমদিন আকারে শ্রমসময় প্রকাশ করা হইবে।

৬১.২৫ কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়নে নিম্নবর্ণিত পাঁচটি সাধারণ নির্ণায়ক ব্যবহার করা যাইতে পারে:

ক) আবেদনকারীগণের সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা;

খ) কর্মপরিধির প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত বাস্তবায়ন-পদ্ধতি ও কর্ম-পরিকল্পনার পর্যাপ্ততা;

গ) কাজ সম্পাদনের জন্য মুখ্য পেশাদার ব্যক্তিবর্গের যোগ্যতা ও সামর্থ্য;

ঘ) প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রমের যথোপযুক্ততা অর্থাৎ যেইক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত; এবং

ঙ) স্থানীয় অংশগ্রহণ অর্থাৎ প্রযোজ্যক্ষেত্রে, মুখ্য পেশাদার ব্যক্তিবর্গের নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় নাগরিকদের অন্তর্ভুক্তি।

৬১.২৬ উপ-অনুচ্ছেদ (৬১.২৫) এর অধীন প্রতি নির্ণায়কের বিপরীতে নম্বর নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করিবে:

ক) অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রদেয় নম্বর তুলনামূলকভাবে কম হইবে, কেননা সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্তিকালেই আবেদনকারীর অভিজ্ঞতা বিবেচিত হইয়াছে;

খ) জটিল ধরনের কর্মসম্পাদন যথা-বহুমাত্রিক, সম্ভাব্যতা যাচাই এবং ব্যবস্থাপনাগত সমীক্ষা, ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাস্তবায়নপদ্ধতি ও কর্মপরিকল্পনার ক্ষেত্রে অধিক নম্বর প্রদত্ত হইবে; অনুরূপভাবে যে সমস্ত ক্ষেত্রে কাজ সম্পাদনের জন্য কর্মীবৃন্দের অবদান অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, সেইক্ষেত্রে মুখ্য পেশাদার (Key professionals) ব্যক্তিবর্গের জন্যও অধিক নম্বর প্রদানযোগ্য হইবে;

গ) কোনো কোনো কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে জ্ঞান হস্তান্তর অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইলে, সেইক্ষেত্রে উহার প্রতিফলন হিসাবে উক্ত নির্ণায়ককে অধিক নম্বর প্রদান করিতে হইবে; এবং

ঘ) প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিল আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে জারি করা হইলে, মুখ্য পেশাদার হিসাবে বাংলাদেশি পরামর্শক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে নম্বর প্রদান করা যাইতে পারে, যাহার সর্বোচ্চ পরিমাণ হইবে ১০ (দশ)।

৬১.২৭ বিভিন্ন প্রকার কাজ সম্পাদনের জন্য এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রধান নির্ণায়কসমূহের মধ্যে পয়েন্ট বণ্টন:

	সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা	কর্মসম্পাদন পদ্ধতি এবং কর্মপরিকল্পনা	মুখ্য পেশাদার ব্যক্তিগণের যোগ্যতা	জ্ঞান হস্তান্তর (যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ (যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	মোট নম্বর
পথনির্দেশ:	৫-১০	২০-৫০	৪০-৬০	০-২০	০-১০	১০০
কর্মের ধরন:						
১। কারিগরি সহায়তা/ প্রশিক্ষণ	৫-১০	২০-৩৫	৫০-৬০	০-২০	০-১০	১০০
২। বিনিয়োগ পূর্ব সমীক্ষা	৫-১০	৩৫-৫০	৪০-৫০	০-১০	০-১০	১০০
৩। ডিজাইন	৫-১০	৩০-৪৫	৪০-৫০	০-১০	০-১০	১০০
৪। বাস্তবায়ন/ তত্ত্বাবধান	৫-১০	২০-৩৫	৫০-৬০	০-১০	০-১০	১০০

৬১.২৮ বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নম্বর বণ্টন ভিন্নতর হইতে পারে তবে তা প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

৬২ প্রস্তাব দাখিল এবং উন্মুক্তকরণ

৬২.০১ আবেদনকারী প্রস্তাব দাখিলের সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিবে-

ক) সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত হয় নাই এইরূপ কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ক্রয়কারীর অনুমোদন ব্যতীত যৌথউদ্যোগ গঠন করিতে পারিবে না;

খ) সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত কোনো আবেদনকারী একের অধিক প্রস্তাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না;

গ) মুখ্য পেশাদার ব্যক্তিবর্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মী হইবে বা উহার সহিত দীর্ঘ মেয়াদে এবং একত্রে কাজ করার মতো সুস্থিত অবস্থা (Stable working relationship) বজায় থাকা বাঞ্ছনীয় হইবে;

ঘ) জীবনবৃত্তান্ত প্রত্যেক পরামর্শক কর্তৃক তারিখসহ স্বাক্ষরিত হইতে হইবে;

ঙ) জীবনবৃত্তান্ত সঠিক হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করিতে হইবে এবং মুখ্য পেশাদার ব্যক্তিবর্গের প্রতিশ্রুতি (Commitment) প্রস্তাবের সহিত দাখিল করিতে হইবে;

চ) মনোনীত সহ-পরামর্শক ব্যতীত, মুখ্য কোনো পেশাদার ব্যক্তিকে একের অধিক প্রতিষ্ঠান (Firm) কর্তৃক প্রস্তাব করা যাইবে না; এবং

ছ) এই উপ-ধারায় বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ শর্তাদি পূরণে ব্যর্থতার কারণে প্রস্তাব বাতিলযোগ্য হইবে।

৬২.০২ ক্রয়কারী, কারিগরি প্রস্তাব উন্মুক্তকরণের জন্য, অনুচ্ছেদ ১৫ অনুসারে গঠিত প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটির সভা আহ্বান করিবে।

৬২.০৩ কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান তাঁহার নিকট আর্থিক প্রস্তাব তাঁহার নিরাপদ হেফাজতে বদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষণ করিবেন।

৬২.০৪ প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটি ক্রয়কারীর মাধ্যমে কারিগরি প্রস্তাব এবং উন্মুক্তকরণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র একটি বন্ধ বাক্সে অনুচ্ছেদ ১৬ অনুসারে গঠিত প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির নিকট মূল্যায়নের জন্য প্রেরণ করিবে।

৬৩ কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন

৬৩.০১ এই অনুচ্ছেদ এবং প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিল অনুসারে প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি সকল কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন করিবে।

৬৩.০২ প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির কোনো সদস্যের সহিত ব্যাবসায়িক বা অন্যবিধ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত কোনো আবেদনকারীর নিকট হইতে প্রস্তাব গৃহীত বা আহ্বান করা হইলে, স্বার্থের সংঘাত এড়াইবার উদ্দেশ্যে উক্ত সদস্য বা সদস্যদের পরিবর্তে অন্য কোনো সদস্য বা সদস্যদেরকে নিয়োগ করিতে হইবে।

৬৩.০৩ গুণগতমান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন, নির্দিষ্ট বাজেটের অধীন নির্বাচন, সর্বনিম্ন ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির আওতায় মূল্যায়নের প্রথম পর্যায়ে কেবলমাত্র কারিগরি প্রস্তাব সমূহের পরীক্ষণ এবং মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হইবে এবং প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা মোতাবেক প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক উক্ত মূল্যায়ন সম্পন্ন করিতে হইবে।

৬৩.০৪ প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি প্রতিটি প্রস্তাব কর্মপরিধির প্রতি গ্রহণযোগ্য কি-না উহার আলোকে মূল্যায়ন করিবে, এবং কোনো প্রস্তাব কর্মপরিধির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ প্রতিপালন না করিলে, বা প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলে বর্ণিত ন্যূনতম কারিগরি স্কোর অর্জনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত প্রস্তাব বিবেচনার অযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উহা বাতিল করা হইবে।

৬৩.০৫ কারিগরি প্রস্তাবসমূহ গৃহীত এবং উন্মুক্তকরণের পরে, পরামর্শকদেরকে তাহাদের প্রস্তাবসমূহের সারবস্তু, উহাতে উল্লিখিত মুখ্য পেশাদার ব্যক্তিবর্গ এবং অন্য কোনোরূপ পরিবর্তন সাধন করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া যাইবে না বা পরিবর্তনের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না।

৬৩.০৬ একটিমাত্র প্রস্তাব ন্যূনতম কারিগরি নম্বর অর্জনে সক্ষম হইলে, সেইক্ষেত্রে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের (যদি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নীচের ধাপের কর্মকর্তা হন) অনুমোদনক্রমে আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্ত এবং পরীক্ষা করা যাইবে।

৬৩.০৭ দরপত্র দাখিলের নির্ধারিত তারিখ এবং সময়ে যদি একটিমাত্র প্রস্তাব দাখিল করা হইয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলে উল্লিখিত সময় প্রদান করিয়া সকল সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত আবেদনকারীকে প্রস্তাব দাখিলের জন্য আহ্বান করা সাপেক্ষে, ক্রয়কারী উক্ত একক প্রস্তাবটিই মূল্যায়ন কমিটির বরাবরে অগ্রবর্তী করিবে।

৬৩.০৮ প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির সকল সদস্য পৃথকভাবে প্রস্তাব মূল্যায়ন করিবে, অতঃপর প্রত্যেক প্রস্তাবের অনুকূলে কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত নম্বরের গড় নির্ণয় করিয়া সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবের নম্বর নির্ধারণ করিতে হইবে।

৬৩.০৯ কোনো মূল্যায়নকারী কর্তৃক প্রদত্ত নম্বরসমূহের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্যের ক্ষেত্রে কমিটির সভাপতি বিষয়টি বিবেচনায় আনিয়া সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নকারীকে তাঁহার প্রদত্ত নম্বরের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যার আহ্বান জানাইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে-

ক) তাঁহার ব্যাখ্যার যৌক্তিক ভিত্তি না থাকিলে তাহার মূল্যায়ন প্রত্যাখ্যান করা হইবে; এবং

খ) তাঁহার ব্যাখ্যার যৌক্তিক ভিত্তি থাকিলে এবং তিনি উক্ত বিষয়ে একমাত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইলে তাহার উপস্থাপিত ব্যাখ্যা ও যৌক্তিকতার আলোকে মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে হইবে।

৬৩.১০ সম্মিলিত কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নে বিবেচিত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম কারিগরি নম্বর অর্জনকারী আবেদনকারীগণের চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রস্তাবে প্রদত্ত কারিগরি নম্বর প্রদর্শনপূর্বক একটি প্রস্তাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করিতে হইবে।

৬৩.১১ অনুচ্ছেদ ৩০ এর বিধান অনুসরণক্রমে কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৬৪ আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়ন

৬৪.০১ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের পর যে সকল আবেদনকারী প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলের বর্ণনামতে ন্যূনতম কারিগরি স্কোর অর্জন করিয়াছে, তাহাদিগকে আর্থিক প্রস্তাবের প্রকাশ্য উন্মুক্তকরণ সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য আহ্বান জানানো হইবে।

৬৪.০২ প্রকাশ্য প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ সভায় প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি ন্যূনতম কারিগরি স্কোর অর্জনকারী প্রত্যেক প্রস্তাবের ব্যয় সহকারে প্রাপ্ত কারিগরি স্কোর ঘোষণা করিবে।

৬৪.০৩ গাণিতিক শুদ্ধতা নিরূপণের জন্য আর্থিক প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করা হইবে এবং গণনায় কোনোরূপ ভুল থাকিলে তাহা আবেদনকারীকে অবহিত করা হইবে।

৬৪.০৪ কার্যক্রমসমূহের ব্যয় উল্লেখ আবশ্যিক হইলে, কারিগরি প্রস্তাবে বর্ণিত কোনো কার্যক্রমের ব্যয় উল্লেখ করা না হইয়া থাকিলেও, উক্ত ব্যয় অন্যান্য কার্যক্রমের বা আইটেমে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ধরিয়া লওয়া হইবে।

৬৪.০৫ আর্থিক প্রস্তাবে কোনো কর্মকান্ড এবং লাইন আইটেমের পরিমাণ কারিগরি প্রস্তাব অপেক্ষা ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হইলে, মূল্যায়ন কমিটি আর্থিক প্রস্তাবে প্রদর্শিত উক্ত পরিমাণ এইরূপে সংশোধন করিবে যাহাতে উহা কারিগরি প্রস্তাবের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

উদাহরণ: যদি কারিগরি প্রস্তাবে উল্লেখ থাকে যে, দলনেতা কর্ম সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত স্থানে ১২ (বার) মাস উপস্থিত থাকিবেন, কিন্তু আর্থিক প্রস্তাবে ৮ (আট) মাসের উল্লেখ রহিয়াছে, এইরূপ ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত দর-মূল্যের সহিত বাকি সময়ের আনুপাতিক পারিশ্রমিকের পরিমাণ যোগ করিয়া মূল্য সমন্বয় করা হইবে।

৬৪.০৬ আবেদনকারী যে সকল পুনর্ভরণযোগ্য আইটেমের মূল্য উল্লেখ করিবে, সেইসকল আইটেম গাণিতিক শুদ্ধতা এবং বিষয়বস্তু উভয় আঙ্গিকেই পরীক্ষিত হইবে এবং যদি ইহা নির্ণীত হয় যে, এমন কোনো আইটেম প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে যাহা পরামর্শকের প্রয়োজন নাই, সেইক্ষেত্রে উক্ত আইটেম প্রস্তাব হইতে বাদ দেওয়া হইবে এবং আর্থিক মূল্যায়নে তাহা গণ্য করা হইবে না।

উদাহরণ: পরামর্শক অফিস ভাড়ার পরিমাণ উল্লেখ করিয়াছে অথচ প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ক্রয়কারী বা ব্যবহারকারী বা উপকারভোগী প্রতিষ্ঠান ইহার সংস্থান করিবে।

৬৪.০৭ থোক (Lump sum) চুক্তির ক্ষেত্রে আর্থিক প্রস্তাবের কোনো সংশোধনী প্রযোজ্য হইবে না।

৬৫ গুণগত ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতিতে সম্মিলিত বিবেচনায় কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন

৬৫.০১ নিম্নবর্ণিত উদাহরণ অনুসারে সম্মিলিত কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নে কারিগরি স্কোর নির্ধারণ করিতে হইবে:

উদাহরণ: যদি কোনো কারিগরি প্রস্তাব ৯০ নম্বর প্রাপ্ত হয়, এবং তুলনামূলক গুরুত্ব শতকরা ৮০ হইয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে উক্ত তুলনামূলক গুরুত্ব প্রয়োগ করতঃ এই প্রস্তাবের কারিগরি নম্বর হইবে ৯০×৮০% = ৭২

৬৫.০২ প্রত্যেক প্রস্তাবের আর্থিক স্কোর এইরূপ নির্ধারিত হইবে যে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত আর্থিক প্রস্তাবকে ১০০ নম্বর দেওয়া হইবে এবং অন্যান্য প্রস্তাবের ক্ষেত্রে আনুপাতিক ক্রমহ্রাসমান হারে নম্বর দেওয়া হইবে; সর্বনিম্ন আর্থিক প্রস্তাবের তুলনায় যে হারে অন্যান্যদের আর্থিক প্রস্তাব অধিক হইবে, সেই হারে প্রদেয় নম্বর হ্রাস পাইতে থাকিবে।

উদাহরণ: যদি সর্বনিম্ন আর্থিক প্রস্তাবের দর ১ কোটি টাকা হয়, তাহা হইলে উহাতে প্রদত্ত আর্থিক নম্বর হইবে ১০০ (সর্বোচ্চ) এবং অতঃপর নির্ণেয় আর্থিক স্কোর হইবে নিম্নরূপ:

প্রস্তাব	দর	নম্বর	গুরুত্ব	স্কোর
সর্বনিম্ন আর্থিক প্রস্তাব	টাকা ১.০ কোটি	১০০	২০%	২০
পরবর্তী উচ্চতর আর্থিক প্রস্তাব	টাকা ১.২ কোটি	৮৩.৩	২০%	১৬.৬
পরবর্তী উচ্চতর আর্থিক প্রস্তাব	টাকা ১.৫ কোটি	৬৬.৬	২০%	১৩.৩২

৬৫.০৩ কারিগরি স্কোরের সহিত আর্থিক স্কোর যোগ করিয়া সম্মিলিত স্কোর পাওয়া যাইবে, এবং সর্বোচ্চ সম্মিলিত স্কোর অর্জনকারী পরামর্শককে চুক্তি নেগোসিয়েশনের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে হইবে।

৬৬ নেগোসিয়েশন

৬৬.০১ প্রস্তাব সমূহের মূল্যায়ন সম্পাদনের পর প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি-

ক) গুণগতমান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির ক্ষেত্রে সম্মিলিত কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে সম্মিলিত কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নে সর্বোচ্চ স্কোর অর্জনকারী পরামর্শককে নেগোসিয়েশনের জন্য আমন্ত্রণ জানাইবে;

খ) নির্দিষ্ট বাজেটের অধীন নির্বাচনের ক্ষেত্রে উক্ত বাজেট সীমার মধ্যে সর্বোচ্চ কারিগরি স্কোর অর্জনকারী পরামর্শককে নেগোসিয়েশনের জন্য আমন্ত্রণ জানাইবে;

গ) সর্বনিম্ন ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির ক্ষেত্রে কারিগরি যোগ্যতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ সর্বনিম্ন ব্যয় উদ্ধৃতকারী পরামর্শককে নেগোসিয়েশনের জন্য আমন্ত্রণ জানাইবে।

৬৬.০২ ক্রয়কারী কৃতকার্য পরামর্শককে তাহার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হইয়াছে মর্মে অবহিত করিবে এবং চুক্তি নেগোসিয়েশনের জন্য এইরূপ দিন ধার্য করিবে যাহাতে প্রস্তাবের বৈধতার মেয়াদ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই চুক্তি বলবৎ হইতে পারে।

৬৬.০৩ প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি চুক্তিস্বাক্ষরের নিমিত্ত কৃতকার্য পরামর্শকের সহিত নেগোসিয়েশনের সময় প্রস্তাবের শুধু নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি আলোচনা করিবে:

ক) কর্মপরিধি বাস্তবায়ন পদ্ধতি;

খ) কর্ম পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন কাজের বিস্তারিত সময়সূচি;

গ) সংগঠনকরণ এবং কর্মীবৃন্দ নিয়োজিতকরণ;

ঘ) প্রশিক্ষণ ইনপুট, যদি প্রশিক্ষণ প্রধান উপাদান হয়;

ঙ) গ্রাহক বা ক্রয়কারীর ইনপুট;

চ) সময় ভিত্তিক চুক্তির ক্ষেত্রে পুনর্ভরণযোগ্য ব্যয়; এবং

ছ) প্রস্তাবিত চুক্তি মূল্য।

৬৬.০৪ প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি জনবলের পারিশ্রমিক হিসাবে উদ্ধৃত দরের বিষয়ে কোনো পরিবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিবে না অথবা কোনো ধরনের পরিবর্তন অনুমোদন করিবেন না, যে ক্ষেত্রে আবেদনকারী কর্তৃক প্রস্তাবিত ব্যয় মূল্যায়নে একটি উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৬৬.০৫ মূল্যায়নের সময় যদি প্রতিভাত হয় যে, মুখ্য কোনো পেশাদার ব্যক্তি প্রস্তাবিত কাজসম্পাদনে উপযুক্ত নহে, তাহা হইলে প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে উক্ত মুখ্য পেশাদার ব্যক্তির স্থলে অন্য কোনো উপযুক্ত পেশাদার ব্যক্তি নিয়োজিত করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৬৬.০৬ যদি প্রস্তাবের বৈধতার মেয়াদ বৃদ্ধিই কোনো মুখ্য পেশাদার ব্যক্তি প্রাপ্তিসাধ্য না হইবার কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সমতুল্য বা অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো পেশাদার ব্যক্তিকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করা যাইবে।

৬৬.০৭ নেগোসিয়েশনের সময় ক্রয়কারী কর্তৃক প্রদেয় ইনপুট ও সুবিধাদি (Input and facilities) সুস্পষ্টভাবে নিরূপণ করিতে হইবে।

৬৬.০৮ নেগোসিয়েশনে কর্মপরিধি সম্পর্কে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, কিন্তু মূল কর্মপরিধিতে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা যাইবে না, যাহাতে নেগোসিয়েশনের ন্যায়নিষ্ঠতা এবং কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত না হয়।

৬৬.০৯ বাজেট বরাদ্দের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার উদ্দেশ্যে কাজের ইনপুট উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা যাইবে না।

৬৭ নেগোসিয়েশনে ব্যর্থতা এবং সকল প্রস্তাব বাতিলকরণ

৬৭.০১ যদি নেগোসিয়েশন ব্যর্থ হয় এবং সকল প্রস্তাব অনুপযুক্ত ও অগ্রহণযোগ্য হয়, তাহা হইলে ক্রয়কারী, অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক নিম্নবর্ণিত কারণে উক্ত প্রস্তাবসমূহ বাতিল করিতে পারিবে:

ক) প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলের বিপরীতে দাখিলকৃত প্রস্তাবে গুরুতর ঘাটতি থাকিলে; এবং

খ) প্রাক্কলিত বাজেটের চাইতে দাখিলকৃত মূল্যপ্রস্তাব উল্লেখযোগ্যভাবে অধিক এবং নেগোসিয়েশনের সময় উক্ত পার্থক্য দূর করা সম্ভব না হইলে।

উদাহরণ-১: সুনির্দিষ্ট কোনো কার্যসম্পাদনের দায়িত্ব কোনো চুক্তিবদ্ধ পক্ষের উপর বর্তাইবে, বা প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময়সূচি প্রভাবিত করিবে এইরূপ কোনো সময়সীমার বাস্তবায়নযোগ্যতা বা সংশ্লিষ্ট কাজের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ক্রয়কারী এবং পরামর্শক ঐকমত্যে পৌঁছাইতে ব্যর্থ হইয়াছে।

উদাহরণ-২: ক্রয়কারী পরামর্শক কর্তৃক প্রদেয় সেবার বিপরীতে প্রকৃত পারিশ্রমিকের হার সম্পর্কে সম্যক অবহিত না থাকিলে, বা পরামর্শক কর্মপরিধির অপব্যাখ্যা করিতে পারে বা প্রাপ্ত বাজেটের তুলনায় ক্রয়কারীর পরিকল্পনা অতিমাত্রায় উচ্চাভিলাষী হইতে পারে; পরামর্শকের নিকট প্রাক্কলিত জনমাস (Man-months) এবং ঝুঁকিবণ্টন অগ্রহণযোগ্য প্রতীয়মান হইলে পরামর্শক প্রাক্কলিত বাজেটের চাইতে পর্যাপ্তভাবে অধিক মূল্য প্রস্তাব পেশ করিতে পারে।

৬৭.০২ সকল প্রস্তাব বাতিলের পূর্বে বাজেট বৃদ্ধির অথবা সেবার ব্যাপ্তি সীমিত করিবার সম্ভাব্যতা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচাই করা সংগত হইবে।

৬৭.০৩ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ যদি অবশেষে সকল প্রস্তাব বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহা হইলে ক্রয়কারী প্রস্তাবিত কর্মপরিধি ও বাজেট পুনর্মূল্যায়ন করিয়া অগ্রহণযোগ্য প্রস্তাব প্রাপ্তির ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিল (সংক্ষিপ্ত তালিকাসহ) যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবে।

৬৮ অনুমোদন প্রক্রিয়া

৬৮.০১ প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি সুপারিশসহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং সম্পাদিত নেগোসিয়েশনের কার্যবিবরণী অনুচ্ছেদ ৩০-এর বিধান অনুসরণক্রমে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবে।

৬৮.০২ আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি অনুসারে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ, প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত সুপারিশসহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিবেচনাপূর্বক অনুচ্ছেদ ২৯ অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

৬৮.০৩ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ উহার সিদ্ধান্ত ক্রয়কারী, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলকে অবহিত করিবে।

৬৯ চুক্তি স্বাক্ষর

৬৯.০১ প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি এবং কৃতকার্য পরামর্শক নেগোসিয়েশন সমাপ্ত করিবার জন্য উহার সম্মত কার্যবিবরণী স্বাক্ষর এবং প্রস্তাবিত খসড়া চুক্তিপত্রে অনুস্বাক্ষর করিবে।

৬৯.০২ ক্রয়কারী, চুক্তি স্বাক্ষরের অনুমোদন প্রাপ্তির পর, এবং অনুচ্ছেদ ৯৪ এর অধীন কোনো অভিযোগ দায়ের করা না হইয়া থাকিলে বা বিবেচনাধীন না থাকিলে, কৃতকার্য পরামর্শকের অনুকূলে প্রস্তাব গ্রহণ পত্র (Letter of Acceptance) জারির মাধ্যমে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আমন্ত্রণ জানাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পরামর্শক আমন্ত্রণ প্রাপ্তির পর, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ক্রয়কারীর অনুকূলে উপ-অনুচ্ছেদ ২৫.০১ (ঝ) অনুসারে জামানত প্রদানপূর্বক, প্রস্তাব দলিলে নির্দিষ্টকৃত চুক্তিপত্রের ছকে স্বাক্ষর করিবেন।

৬৯.০৩ প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিল অনুসারে চুক্তির ধরন নির্ধারিত হইবে, যথা: সময়-ভিত্তিক (Time based) অথবা থোক চুক্তি (Lump sum)।

৬৯.০৪ ব্যক্তি পরামর্শককে কার্য-সম্পাদন জামানত দাখিল করিতে হইবে না।

৬৯.০৫ চুক্তির শর্তানুসারে পরামর্শক কর্তৃক সম্পাদিত কাজের মান সন্তোষজনক না হইলে পরামর্শক নিজ খরচে তাহা সম্পাদন অথবা উহার ফলে ক্রয়কারীর কোনো ক্ষতি সাধিত হইয়া থাকিলে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান, প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলে অন্তর্ভুক্ত করিবার বিষয়াদি ক্রয়কারী নিশ্চিত করিবে।

৭০ প্রস্তাব প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি

৭০.০১ ক্রয়কারী, কৃতকার্য পরামর্শকের সহিত চুক্তিস্বাক্ষরের অব্যবহিত পরে, অন্যান্য যেসকল পরামর্শকের প্রস্তাব কারিগরি মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল তাহাদেরকে অকৃতকার্য হওয়ার বিষয়ে অবহিত করিবে।

৭০.০২ উপ-অনুচ্ছেদ ৩০.০৪ (ঝ) ও (ঞ) মোতাবেক ক্রয়কারী চুক্তিসম্পাদন সংক্রান্ত তথ্য নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

৭১ চুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

৭১.০১ চুক্তিসম্পাদনের পর হইতে উক্ত চুক্তি সফলভাবে সম্পন্ন বা বাতিল এবং উহার অধীন মূল্যপরিশোধ অথবা বিরোধ বা দাবি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়কারী কর্তৃক সম্পাদিতব্য সকল প্রশাসনিক, আর্থিক, ব্যবস্থাপনাগত ও কারিগরি বিষয়াদি চুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

৭১.০২ ক্রয়কারী নিশ্চিত করিবে যে, ক্রয়তব্য পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত কারিগরি শর্তাবলি পূরণ করে এবং এতদুদ্দেশ্যে ক্রয়কারী পরিদর্শন ও পরীক্ষণের (Testing) সুবিধা সৃষ্টি, পরিদর্শন টিম গঠন, পরীক্ষাগার (Laboratory) এবং পরিদর্শন ও পরীক্ষণ ব্যবস্থাদির যৌথ বা সম্মিলিত ব্যবহারের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজন অনুসারে পরিদর্শন ও পরীক্ষণ কাজের জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তিসম্পাদন করিতে পারিবে।

৭১.০৩ সরবরাহকারী কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক পণ্যসরবরাহ করা হইলে সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তির বিপরীতে সরবরাহকৃত পণ্যের কারিগরি মান ও পরিমাণ পরিদর্শন ও পরীক্ষান্তে নিরূপিত চাহিদার বিপরীতে উহার উপযোগিতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ক্রয়কারী, বিনির্দেশ ও প্রাক্কলন কমিটির ন্যূনতম ০১ (এক) জন সদস্যসহ, অনধিক ০৩ (তিন) জন সদস্য সমন্বয়ে কারিগরি পরিদর্শন ও গ্রহণ কমিটি গঠন করিবে। কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহণ কমিটির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫" ও উহার সংশোধনী অনুযায়ী উহার প্রত্যেক সদস্যকে ফি বা সম্মানি প্রদান করা যাইবে।

৭১.০৪ চুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে:

ক) কর্মপরিকল্পনা পুনরীক্ষণ ও অনুমোদন;

খ) গুণগতমান পরিদর্শন ও পরীক্ষণ এবং কর্মপরিকল্পনা অনুসারে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর, কার্যসম্পাদনের পরিমাণ নির্ণয়সহ চুক্তিবাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

গ) ভেরিয়েশন অর্ডার, চুক্তি স্থগিতকরণ বা অবসান, মূল্য পুনর্নির্ধারণ, চুক্তির প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থাদি (যথা: ক্ষতিপূরণ আরোপ, বিলম্বে প্রাপ্য পরিশোধ) প্রয়োগ এবং বিরোধ বা দাবি নিষ্পত্তি পদ্ধতির ব্যবস্থাপনা;

ঘ) মূল্যপরিশোধসহ চুক্তিবাস্তবায়ন-সংক্রান্ত আর্থিক বিষয়াদি এবং বাজেট, মূল্যবিশ্লেষণ ও হিসাবরক্ষণ-সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা;

ঙ) চুক্তিবাস্তবায়ন-সংক্রান্ত দলিলাদির বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনা এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর চুক্তিবাস্তবায়ন-সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৭১.০৫ মূল্যসমন্বয়ের সংস্থান সংবলিত কার্যচুক্তি বা সেবাসম্পাদন চুক্তি ব্যতীত, চুক্তিমূল্য অপরিবর্তনীয় হইবে এবং এইসকল ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে এককদর পরিবর্তন করা যাইবে না।

৭১.০৬ চুক্তিতে উল্লেখ থাকা সাপেক্ষে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর (আয়কর, ভ্যাট, শুল্ক, ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট কোনো আইন, বিধি, আদেশ, ইত্যাদি দ্বারা করহার পরিবর্তন করা হইলে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের অনুমোদনক্রমে চুক্তিমূল্য এমনরূপে সংশোধন (হ্রাস বা বৃদ্ধি) করিতে হইবে যেনো উক্ত আইনগত পরিবর্তনের কারণে ইকনোমিক অপারেটরের প্রাপ্য নিট অর্থের কোনো পরিবর্তন না হয়।

৭১.০৭ যে সকল ক্ষেত্রে ইকনোমিক অপারেটর, পণ্যসরবরাহ বা কার্যসম্পাদন বা সেবাসম্পাদনে বিলম্বের কারণে চুক্তির বিশেষ শর্তসমূহে (Particular Conditions of Contract) উল্লিখিত সম্মত অঙ্কের

অর্থপরিশোধে বাধ্য থাকে, সেই সমস্ত দায় পরিশোধের ব্যাপারে ক্রয়কারী নিম্নরূপ অনুবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা:

ক) বিলম্বের সময় এককের ভিত্তিতে প্রদেয় সম্মত অর্থআদায়;

খ) ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদেয় অর্থআদায়; এবং

গ) বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণ হিসাবে অর্থপ্রদানের কারণে, ইকনোমিক অপারেটরকে চুক্তি বাস্তবায়নের দায়-দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান না করা।

৭১.০৮ বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণ পরিশোধ ইকনোমিক অপারেটর উহার দায়-দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবে না।

৭১.০৯ যদি ক্ষতিপূরণের কোনো ঘটনা ঘটে বা অতিরিক্ত সরবরাহ আদেশ / ভেরিয়েশন অর্ডার জারি করা হয়, যাহার দরুন ইকনোমিক অপারেটর কর্তৃক অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ ব্যতিরেকে প্রত্যাশিত সরবরাহ / কার্য / সেবা সমাপ্তির তারিখের মধ্যে তাহা সমাপ্ত করা সম্ভব না হয়, সেইক্ষেত্রে ক্রয়কারী নিম্নে বর্ণিত শতকরা হারের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত সরবরাহ / কার্য / সেবা সমাপ্তির তারিখ সম্প্রসারিত করিবে:

- সরবরাহ / কার্য / সেবা সমাপ্তির মূল সময়সীমার ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ) পর্যন্ত;
- সরবরাহ / কার্য / সেবা সমাপ্তির মূল সময়সীমার অতিরিক্ত ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ) এর অধিক হইতে ১০০% (শতকরা একশ ভাগ) পর্যন্ত হইলে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।
- ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, কার্য সমাপ্তির মূল সময়সীমার ১০০% (শতকরা একশ ভাগ) এর অধিক হইলে বোর্ডের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

৭১.১০ ক্রয়কারী কর্তৃক প্রত্যাশিত সরবরাহ / কার্য / সেবা সমাপ্তির (Intended completion date) সময়সীমা বর্ধিতকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়সীমা ইকনোমিক অপারেটর থেকে বর্ধিতকরণের আবেদন প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে, তবে কার্যসমাপ্তির সময়সীমা উত্তীর্ণের পূর্বে।

৭১.১১ মূল চুক্তিতে প্রত্যাশিত বা সম্প্রসারিত সমাপ্তির তারিখ হইতে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য ইকনোমিক অপারেটর কর্তৃক চুক্তিতে নির্ধারিত দৈনিক বা সাপ্তাহিক হারে বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে,-

ক) কার্য সম্পাদন, ভৌতসেবা সমাপ্তি বা পণ্য সরবরাহের বিলম্বের জন্য ইকনোমিক অপারেটর দায়ী হয়;

খ) বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদেয় জরিমানার মোট পরিমাণ চুক্তিতে নির্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইবে না; এবং

গ) ক্রয়কারী কর্তৃক ইকনোমিক অপারেটরের পাওনা হইতে বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদেয় অর্থ কর্তন করিতে হইবে।

৭১.১২ এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৭২-এ বর্ণিত প্রক্রিয়ায় মূল ক্রয়চুক্তিতে সংশোধন আনিবার প্রয়োজন হইলে, নিম্নোক্তভাবে ভেরিয়েশন অর্ডার বা অতিরিক্ত সরবরাহ আদেশ জারি করা যাইবে:

ক) মূল চুক্তি মূল্যের ১৫% (শতকরা পনের ভাগ) পর্যন্ত মূল্যসীমার ক্ষেত্রে মূল চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে; তবে ভেরিয়েশন অর্ডার অথবা অতিরিক্ত পণ্য সরবরাহের মূল্যসহ মোট চুক্তিমূল্য আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা বহির্ভূত হইলে পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

খ) মূল চুক্তি মূল্যের ১৫% (শতকরা পনের ভাগ) এর অধিক হতে সর্বোচ্চ ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) মূল্যসীমার ক্ষেত্রে যে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মূল চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন প্রদান করা

হয়েছিল, উহার পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে। তবে যদি মূল চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ বোর্ড হয়, তাহলে এক্ষেত্রে মূল চুক্তি মূল্যের সর্বোচ্চ ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) মূল্যসীমা পর্যন্ত বোর্ড এর অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৭১.১৩ ভেরিয়েশন অর্ডার বা অতিরিক্ত সরবরাহ আদেশ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে উহা প্রস্তুতকরণ হইতে শুরু করিয়া অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহা অনুমোদিত হওয়া পর্যন্ত সময়সীমা নিম্নে বর্ণিত সময়সীমার অধিক হইবে না:

ক) যেক্ষেত্রে ভেরিয়েশন বা অতিরিক্ত সরবরাহ আদেশের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের অধঃস্তন কর্মকর্তা - ২৮ কার্যদিবস;

খ) যেক্ষেত্রে ভেরিয়েশন বা অতিরিক্ত সরবরাহ আদেশের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান - ৩৫ কার্যদিবস;

গ) যেক্ষেত্রে ভেরিয়েশন বা অতিরিক্ত সরবরাহ আদেশের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ বোর্ড - ৪২ কার্যদিবস।

৭১.১৪ ভেরিয়েশন অর্ডার বা অতিরিক্ত সরবরাহ আদেশ প্রক্রিয়াকরণে প্রকল্প ব্যবস্থাপক/ চুক্তি বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক ইহার পরিপ্রেক্ষিত ও ভেরিয়েশন মূল্য বা অতিরিক্ত আদেশসংশ্লিষ্ট মূল্যের যথার্থতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত ক্রয়কারীর নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় বহির্ভূত কোনো সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের ন্যূনতম ০১ (এক) জন সদস্যসহ অনধিক ০৩ (তিন) জন সদস্য সমন্বয়ে অনুচ্ছেদ ৭১.১২ অনুযায়ী বর্ণিত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে একটি ভেরিয়েশন প্রতিপাদন কমিটি গঠন করিতে হইবে:

ক) কমিটি ১০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন প্রণয়ন করিবে।

খ) ভেরিয়েশন প্রতিপাদন কমিটির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত উহার প্রত্যেক সদস্যকে কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহণ কমিটির ন্যায় ফি বা সম্মানি প্রদান করা যাইবে।

গ) ভেরিয়েশন অর্ডার বা অতিরিক্ত সরবরাহ আদেশ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে মূল চুক্তিমূল্যের অনধিক শতকরা ০৫ (পাঁচ) ভাগ মূল্যসীমাবিশিষ্ট ভেরিয়েশন অর্ডার বা অতিরিক্ত সরবরাহ আদেশ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে ভেরিয়েশন প্রতিপাদন কমিটি গঠনের প্রয়োজন হইবে না।

৭১.১৫ ভেরিয়েশন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ভেরিয়েশন বা অতিরিক্ত সরবরাহ আদেশ প্রস্তাব এবং ভেরিয়েশন প্রতিপাদন কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

৭১.১৬ ক্রয়কারী অনুচ্ছেদ ৭২, ৭৩ ও ৭৪ অনুযায়ী চুক্তির মূল শর্তে আনীত পরিবর্তনসমূহ প্রতিফলিত করিবার উদ্দেশ্যে আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি অনুসারে চুক্তিসংশোধন করিবে। চুক্তির সংশোধনীতে সাধারণত উপ-অনুচ্ছেদ ৭১.০৯ অনুসারে প্রত্যাশিত কার্যসমাপ্তির তারিখ সম্প্রসারণ এবং অন্য কোনো গ্রহণীয় পরিবর্তনের বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

৭১.১৭ মূল চুক্তিমূল্যে অনুমোদিত শতকরা হার অপেক্ষা অধিক হারে পণ্য বা কার্যের চাহিদার পরিমাণগত হিসাব এবং সেবার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পাইলে, একটি নূতন ক্রয়-প্রক্রিয়া সূচিত করিতে হইবে, অথবা সরাসরি বা একক উৎস হইতে ক্রয়ের সমর্থনে যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতে হইবে।

৭২ ভেরিয়েশন অর্ডার

৭২.০১ কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা, ডিজাইন অথবা বিন্যাসের পরিবর্তনজনিত কারণে কার্য বা সেবায় সংযোজন বা বিয়োজন, প্রকল্পের সাধারণ ব্যাপ্তি ও ভৌত সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সাপেক্ষে, কার্য বা সেবায় নূতন আইটেম অন্তর্ভুক্তিসহ পরিমাণগত বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য ক্রয়কারী মূল ঠিকাদারের নিকট হইতে কার্য ও ভৌতসেবা ক্রয়ের জন্য ভেরিয়েশন অর্ডার জারি করিতে পারিবে।

৭২.০২ ক্রয়কারী, প্রকল্প এলাকার ভূ-গর্ভস্থ অথবা প্রচ্ছন্ন ভৌত অবস্থা চুক্তিতে বর্ণিত অবস্থা হইতে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্নতর হইবার কারণে, অথবা সাধারণভাবে চুক্তির সংস্থান মোতাবেক প্রত্যাশিত বা স্বীকৃত নহে প্রকল্পস্থলের এইরূপ অজ্ঞাত এবং অস্বাভাবিক ধরনের ভৌত অবস্থার কারণে মূলকার্যের সমাপ্তি, উন্নতিবিধান অথবা সংরক্ষণের প্রয়োজনে মূলচুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না এইরূপ কোনো নূতন কার্যের জন্যও ভেরিয়েশন অর্ডার জারি করিতে পারিবে।

৭৩ ভেরিয়েশন অর্ডার প্রণয়ন

৭৩.০১ ভেরিয়েশনের উদ্ভব ঘটিতে পারে এমন কোনো অবস্থা সম্পর্কে অবগত হইবার পর ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারী, যথাসম্ভব দ্রুত তবে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে, উক্ত ভেরিয়েশনের প্রেক্ষাপট ও সম্ভাব্য ব্যয়বিবরণসহ লিখিত নোটিশ প্রদান করিবে, যাহাতে প্রকল্প ব্যবস্থাপক/ বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই করা যাইতে পারে এবং এইরূপ নোটিশ দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ঠিকাদার বা সেবাপ্রদানকারী কোনো দাবি উপস্থাপন করিতে পারিবে না।

৭৩.০২ ভেরিয়েশন অর্ডার নিম্নবর্ণিত রূপে প্রণয়ন এবং দাখিল করিতে হইবে:

ক) যদি প্রকল্প ব্যবস্থাপক প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে যে, ভেরিয়েশন অর্ডার জারি করা আবশ্যক, তাহা হইলে তিনি প্রস্তাবিত আদেশ প্রণয়ন করিবে এবং উক্ত আদেশে ঠিকাদার বা সেবাপ্রদানকারী কর্তৃক দাখিলকৃত নোটিশসহ প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা, সম্পাদিতব্য কার্যের যৌক্তিকতাসহ আইটেম অনুসারে অতিরিক্ত কার্য বা সেবার পরিমাণ ভিত্তিক হিসাব, পরিদর্শন ও অনুসন্ধানের তারিখ, লগবহি, উক্ত কার্য বা সেবার প্রতি আইটেমের প্রাক্কলিত ইউনিট মূল্যের বিবরণাদি অন্তর্ভুক্ত করিয়া ক্রয়কারীর নিকট দাখিল করিবে;

খ) কার্য বা সেবার সহিত সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা, পরিমাণ এবং নূতন কার্য বা সেবাসংশ্লিষ্ট আইটেমসমূহের জন্য প্রস্তাবিত একক মূল্য পুনরীক্ষণের পর ভেরিয়েশন অর্ডার সঠিক ও সন্তোষজনক হইলে উপ-অনুচ্ছেদ (৭১.১২ ও ৭১.১৫) অনুযায়ী ভেরিয়েশন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ উহা অনুমোদন করিবেন;

৭৪ ভেরিয়েশনের মূল্যনির্ধারণ

৭৪.০১ অতিরিক্ত আইটেমের কার্য বা সেবার জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণক্রমে ঠিকাদার বা সেবাপ্রদানকারীকে উহার মূল্য প্রদান করিতে হইবে-

ক) অতিরিক্ত কার্য বা সেবা আইটেমসমূহ মূল চুক্তির একইরূপ হইলে, উক্ত অতিরিক্ত আইটেমসমূহের মূল্যপরিশোধের ক্ষেত্রে মূলচুক্তির একক মূল্য প্রযোজ্য হইবে;

খ) নূতন কার্য বা সেবার যে সকল আইটেম মূল চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না, সেই সকল আইটেমের একক মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি নিম্নরূপ হইবে:

(অ) ঠিকাদার বা সেবাপ্রদানকারীর ব্যয়-প্রাক্কলনে (Cost estimate) প্রদত্ত মূল্য বিভাজনে (Price breakdown) থাকা সাপেক্ষে, অন্যান্য আইটেমের জন্য মূল চুক্তিতে ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ একক মূল্য (Direct unit cost), (যেমন, সিমেন্ট, রড, শ্রম দর, যন্ত্রপাতির ভাড়া ইত্যাদির একক মূল্য); বা

(আ) ক্রয়কারী এবং ঠিকাদার বা সেবাপ্রদানকারীর উভয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য বাজার মূল্য অনুযায়ী স্থিরমূল্য (Fixed prices); বা

(ই) দফা (অ) ও (আ) এর ভিত্তিতে নূতন কার্যের আইটেমের প্রত্যক্ষ একক ব্যয় নির্ধারণের জন্য ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারী কর্তৃক দরপত্রে ব্যবহৃত মার্ক-আপ ফ্যাক্টর (যেমন: কর, ওভারহেড ও মুনাফা) যোগ করিয়া নূতন কার্য বা সেবা আইটেমসমূহের একক দর নির্ধারণ করিতে হইবে।

৭৪.০২ কোনো অতিরিক্ত কার্য বা সেবার বিপরীতে ঠিকাদার কর্তৃক মূল্যপরিশোধের অনুরোধের সহিত দাবিকৃত পাওনার বিস্তারিত হিসাব ও পরিমাণের উল্লেখসহ অনুমোদিত ছকে একটি বিবরণ দাখিল করিতে হইবে এবং পাওনা পরিশোধের দাবি ঠিকাদারের ধারাবাহিক মূল্যপরিশোধ (Progress payment) প্রতিবেদনের সহিত অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৭৪.০৩ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো অবস্থাতেই কোনো ঠিকাদার বা সেবাপ্রদানকারী ভেরিয়েশন অর্ডারের অধীন কোনোরূপ কার্য-সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে না।

৭৪.০৪ উপ-অনুচ্ছেদ (৭৪.০৩) এর ব্যতিক্রম হিসাবে, তহবিলের সংস্থান থাকা সাপেক্ষে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান কোনো ভেরিয়েশন অর্ডারের অধীন নিম্নবর্ণিত যে কোনো শর্তে অনতিবিলম্বে কার্যসম্পাদন বা সেবাসম্পাদন শুরু করার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:

ক) জরুরিভিত্তিতে কার্যসম্পাদন বা সেবাসম্পাদন শুরু করা না হইলে Grid failure, Plant failure ইত্যাদির কারণে Plant shutdown আছে - এরূপ সংকট মোকাবিলায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র সচল করার জন্য জরুরি মেরামত ব্যাহত হতে পারে এমন আশঙ্কা থাকে; বা

খ) সময় যখন মুখ্য বিবেচ্য:

তবে শর্ত থাকে যে,

অ) সংশ্লিষ্ট সময় পর্যন্ত অনুমোদিত হয় নাই প্রকল্পের এইরূপ কার্য বা সেবা মূল্যের ক্রমপুঞ্জিত বৃদ্ধির পরিমাণ সমন্বয়কৃত মূল চুক্তি মূল্যের অনধিক ১০% (শতকরা দশ ভাগ) এর মধ্যে সীমিত থাকিবে; এবং

(আ) কার্য বা সেবা শুরুর অব্যবহিত পরে এই ধরনের ভেরিয়েশন অর্ডার প্রণয়ন করিয়া অনুচ্ছেদ ৩০ অনুসারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের জন্য দাখিল করিতে হইবে।

৭৪.০৫ যথাযথ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর ভেরিয়েশন অর্ডারের অধীন সন্তোষজনকভাবে সম্পাদিত কার্যের মূল্য পরিশোধ করা যাইতে পারে।

৭৪.০৬ ভেরিয়েশন অর্ডারের ক্রমপুঞ্জিত কার্যের মূল্য পরিমাণ মূল চুক্তিমূল্যের ১৫% এর অধিক হইলে, উপ-অনুচ্ছেদ (৭১.১২) অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত কার্যাদেশের অধীন সম্পাদিতব্য কার্য শুরু করা যাইবে না।

৭৫ পণ্যের অতিরিক্ত সরবরাহ আদেশ

৭৫.০১ মূল সরবরাহকারীকে সমধর্মী পণ্যের অতিরিক্ত সরবরাহের আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ প্রতিপালন করিতে হইবে:

ক) নীতিমালায় নির্ধারিত শর্তপালন এবং বিকল্প ক্রয় পদ্ধতিসমূহের আবশ্যকতাকে কোনো উপায়ে পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে সামগ্রিক চুক্তি বা ক্রয়াদেশকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্যায় এবং মূল্যসীমায় বিভক্ত করিয়া অথবা চুক্তি বাস্তবায়নকে কৃত্রিম পর্বে অথবা সাব কন্ট্রাক্টে বিভাজনপূর্বক অতিরিক্ত সরবরাহ আদেশের মাধ্যমে ক্রয় করা যাইবে না;

খ) পণ্যের অতিরিক্ত সরবরাহ আদেশ জারির ক্ষেত্রে মূলচুক্তি বহির্ভূত কোনো আইটেম ক্রয় করা যাইবে না; এবং

গ) সরবরাহ, সেবা বা স্থাপন সংক্রান্ত বিদ্যমান চুক্তি বর্ধিতকরণ, যদি প্রতিযোগিতামূলক ক্রয়প্রক্রিয়া অনুসরণক্রমে মূলচুক্তি সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ঘ) উপ-অনুচ্ছেদ (৭১.১২ ও ৭১.১৫) অনুযায়ী বর্ণিত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ পণ্যের অতিরিক্ত সরবরাহের আদেশ প্রস্তাব অনুমোদন করিবেন;

৭৬ কার্যচুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

৭৬.০১ সময়, ব্যয় ও মান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্ম-পরিকল্পনা এর ব্যাপারে অনুবর্তী ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিবে এবং এই মর্মে নিশ্চয়তা বিধান করিবে যে, চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে ঠিকাদার যেন:

(অ) কার্যসম্পাদনের সাধারণ পদ্ধতি, ব্যবস্থা, ধারাবাহিকতা এবং সময়সূচি প্রদর্শনপূর্বক প্রকল্প ব্যবস্থাপকের বরাবরে একটি কর্মসূচী দাখিল করে;

(আ) চুক্তির শর্তাবলিতে বর্ণিত সময়সীমা অতিক্রম না করিয়া নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রকল্প ব্যবস্থাপকের বরাবরে কর্ম-পরিকল্পনার হালনাগাদ বিবরণী দাখিল করে; এবং

(ই) কর্ম-পরিকল্পনার হালনাগাদকরণ কালে প্রকল্প ব্যবস্থাপকের বরাবরে নগদ অর্থ প্রবাহের একটি হালনাগাদকৃত অর্থ প্রবাহ (Cash flow) এর পূর্বাভাস দাখিল করে।

৭৬.০২ উপ-অনুচ্ছেদ (৭৬.০১) এর অধীন কর্ম-পরিকল্পনা দাখিল না করা পর্যন্ত প্রকল্প ব্যবস্থাপক পরিশোধ সংক্রান্ত সনদসমূহ (Payment certificates) হইতে চুক্তির বিধান অনুযায়ী কোনো অর্থ পরিশোধ স্থগিত করিতে পারিবে।

৭৬.০৩ কার্যের ভেরিয়েশন আদেশ জারি করা হলে উপ-অনুচ্ছেদ (৭১.০৯) অনুসরণক্রমে ক্রয়কারী প্রত্যাশিত সরবরাহ সমাপ্তির তারিখ সম্প্রসারণ করিবে।

৭৬.০৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপক ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত কার্য পরীক্ষা করিবে এবং কার্যের মান সংক্রান্ত চুক্তির দায়বদ্ধতা হইতে ঠিকাদারকে অব্যাহতি প্রদান ব্যতিরেকে শনাক্তকৃত ত্রুটিপূর্ণ কার্যের ব্যাপারে ঠিকাদারকে অবহিত করিবে।

৭৬.০৫ প্রকল্প ব্যবস্থাপক ঠিকাদারকে কোনো ত্রুটি অনুসন্ধান বা প্রকল্প ব্যবস্থাপকের বিবেচনায় ত্রুটি রহিয়াছে এইরূপ সন্দেহযুক্ত কোনো কার্য উদঘাটন ও পরীক্ষণের জন্য ঠিকাদারকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

৭৬.০৬ চুক্তির বাস্তবায়ন সমাপ্ত হওয়ার পর হইতে সূচিত এবং চুক্তিতে যথাযথভাবে নির্ধারিত ত্রুটিজনিত দায়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে প্রকল্প ব্যবস্থাপক তদবিষয়ে ঠিকাদারকে নোটিশ প্রদান করিবে এবং ত্রুটি সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত ত্রুটিজনিত দায়ের মেয়াদ সম্প্রসারিত হইবে।

৭৬.০৭ যদি প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রদত্ত নোটিশের সময়-সীমার মধ্যে ঠিকাদার ত্রুটি সংশোধন না করে, তাহা হইলে প্রকল্প ব্যবস্থাপক উক্ত ত্রুটি সংশোধনের ব্যয়নিরূপণ করিবে এবং ঠিকাদার উক্তরূপে নিরূপিত মূল্য পরিশোধ করিবে।

৭৬.০৮ চুক্তিতে অগ্রিম প্রদানের কোনো বিধান থাকিলে, ক্রয়কারীর নিকট গ্রহণযোগ্য ছকে ও গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল সাপেক্ষে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, চুক্তিতে নির্ধারিত পরিমাণে এবং নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপক ঠিকাদারের অনুকূলে অগ্রিম অর্থ প্রদান করিতে পারিবে।

৭৬.০৯ ঠিকাদার উক্ত অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ শুধু চুক্তি সম্পাদনের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি, যন্ত্রপাতি, দ্রব্যাদি এবং আয়োজনের ব্যয় (Mobilisation) বাবদ ব্যবহার করিতে পারিবে, এবং প্রদত্ত অগ্রিম যেরূপে ব্যয় হইয়াছে তাহা প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নিকট চালান বা দলিলাদি দাখিলের মাধ্যমে প্রমাণ করিবে।

৭৬.১০ প্রকৃত কার্যসম্পাদনের শতকরা হারের ভিত্তিতে ঠিকাদারের পাওনা হইতে আনুপাতিক হারে কর্তনকরত প্রদত্ত অগ্রিম আদায় করিতে হইবে।

৭৬.১১ প্রদত্ত অগ্রিম পূর্ণ সমন্বয় না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংক গ্যারান্টি বলবৎ থাকিবে, তবে ঠিকাদার কর্তৃক অগ্রিম সমন্বয়ের অনুপাতে উক্ত ব্যাংক গ্যারান্টির পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকিবে এবং প্রদত্ত অগ্রিমের উপর কোনো সুদ আরোপিত হইবে না।

৭৬.১২ চুক্তিমূল্য নিরূপণে ব্যবহৃত কার্যের পরিমাণগত হিসাবসংবলিত তফসিল মূল্য পরিশোধের ভিত্তি হইবে।

৭৬.১৩ ঠিকাদার সম্পাদিত কার্যের প্রাক্কলিত মূল্য হইতে পূর্ববর্তী সনদে প্রত্যয়িত ক্রমপুঞ্জিত মূল্য বাদ দিয়া মাসিক বিবরণী প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নিকট দাখিল করিবে।

৭৬.১৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপক ঠিকাদারের মাসিক বিবরণী পরীক্ষা করিবে এবং ঠিকাদারের অনুকূলে পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ প্রত্যয়িত করিবে।

৭৬.১৫ প্রকল্প ব্যবস্থাপক কার্যের পরিমাণগত হিসাব সংবলিত তফসিলে উল্লিখিত দর মোতাবেক সম্পন্ন আইটেমসমূহের মূল্য নিরূপণ করিবে।

৭৬.১৬ পরবর্তী সময়ে প্রাপ্ত কোনো তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প ব্যবস্থাপক পূর্ববর্তী কোনো সনদে প্রত্যয়িত কোনো আইটেম বাদ দিতে বা পূর্ববর্তী কোনো সনদে প্রত্যয়িত কোনো আইটেমের অনুপাত হ্রাস করিতে পারিবে।

৭৬.১৭ অনুচ্ছেদ ৭২, ৭৩ ও ৭৪ এর বিধান অনুসরণক্রমে প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক ভেরিয়েশন অর্ডার প্রণয়ন করিতে হইবে।

৭৬.১৮ কার্যের পরিমাণগত হিসাব সংবলিত তফসিলে সংখ্যায় ব্যক্ত করা হইয়াছে এইরূপ আইটেমসমূহের মূল্য বা হার উদ্ধৃত করা না হইয়া থাকিলে, সেই সকল আইটেমের মূল্য চুক্তির অন্যান্য হার এবং মূল্যে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৬.১৯ ক্ষতিপূরণজনিত ঘটনা সমূহের ক্ষেত্রে চুক্তির সাধারণ ও বিশেষ শর্তাদি অনুসরণ করিতে হইবে।

৭৬.২০ প্রকল্প ব্যবস্থাপক, সংশ্লিষ্ট কার্যসমাপ্ত হইয়া থাকিলে এবং ঠিকাদারের দাবি অনুযায়ী প্রদেয় টাকার অঙ্ক সঠিক হইলে, ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে, চূড়ান্ত পাওনা প্রত্যায়ন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে,-

ক) যদি উক্ত হিসাব সঠিক না থাকে, তাহা হইলে প্রয়োজনীয় সংশোধন বা সংযোজনের বর্ণনাসহ প্রকল্প ব্যবস্থাপক ২১ (একুশ) দিনের এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে ত্রুটিজনিত দায়ের একটি তালিকা প্রদান করিবে;

খ) যদি প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন বা সংযোজন সম্পন্ন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি একটি ত্রুটি সংশোধন সংক্রান্ত সনদ (Defects correction certificate) প্রদান করিবে; এবং

গ) পুনঃদাখিলের পরও যদি চূড়ান্ত হিসাব বিবরণী অসন্তোষজনক থাকে, তাহা হইলে প্রকল্প ব্যবস্থাপক পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত একটি পরিশোধ সনদ জারি করিবে।

৭৬.২১ বাস্তবে যেরূপে নির্মিত হইয়াছে উহার নকশা (As-built drawing) অথবা পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ম্যানুয়াল প্রয়োজন হইলে ঠিকাদার চুক্তিপত্রে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তাহা সরবরাহ করিবে।

৭৬.২২ ঠিকাদার চুক্তিপত্রে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে উপ-অনুচ্ছেদ (৭৬.২১) এ উল্লিখিত অংশ বা ম্যানুয়াল সরবরাহ না করিলে, বা উহা প্রকল্প ব্যবস্থাপকের অনুমোদন প্রাপ্ত না হইলে, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ঠিকাদারের পাওনা হইতে চুক্তিতে নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ স্থগিত করিবে।

৭৬.২৩ ক্রয়কারীর পূর্বানুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক কার্য সমাপ্তির সনদ প্রদান করা হইবে, এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক উপ-অনুচ্ছেদ (৭৬.২০) অনুসারে কার্য সমাপ্ত হইয়াছে মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে উহা জারি করিবে।

৭৭ পণ্য চুক্তি ব্যবস্থাপনা

৭৭.০১ প্রকল্প ব্যবস্থাপক কারিগরি বিনির্দেশের সঙ্গে পণ্যের সামঞ্জস্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এবং উহার মান ও পরিমাণ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিবে।

৭৭.০২ ক্রয়কারী, চুক্তিবদ্ধ পণ্যের প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন সম্পাদন করিবার জন্য বহিস্থ এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

৭৭.০৩ প্রকল্প ব্যবস্থাপক সরবরাহসূচি (Delivery schedule) এবং শর্তাবলি প্রতিপালিত হইতেছে কি-না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এবং বিলম্ব নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিবে।

৭৭.০৪ ক্রয়কারী, চুক্তির শর্তাদি এবং অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্র অনুসারে, যথাসময়ে মূল্য পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৭৭.০৫ ক্রয়কারী রক্ষণাবেক্ষণ গ্যারান্টি, বিক্রয়োত্তর সেবা এবং নির্ভরপত্র মোতাবেক দায়বদ্ধতার প্রতিপালন নিশ্চিত করিবে।

৭৭.০৬ ক্রয়কারী চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি (General Conditions of Contract) এবং বিশেষ শর্তাবলিতে উল্লিখিত অন্যান্য শর্ত প্রতিপালনের নিশ্চয়তা বিধান করিবে।

৭৭.০৭ ইকনোমিক অপারেটর কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক পণ্য সরবরাহ করা হইলে ক্রয়কারী কর্তৃক উপ-অনুচ্ছেদ (৭১.০৩) অনুযায়ী গঠিত কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহণ কমিটি, উক্ত ক্রয়চুক্তির বিপরীতে সরবরাহকৃত পণ্যের কারিগরি মান ও পরিমাণ পরীক্ষান্তে নিরূপিত চাহিদার বিপরীতে উহার উপযোগিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া পণ্য গ্রহণ (Accept) বা অপর কোনো যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করিবে।

৭৭.০৮ অনুচ্ছেদ ৭৫ এর বিধান অনুসরণক্রমে ক্রয়কারী, ক্ষেত্রমতো, অতিরিক্ত সরবরাহ আদেশ প্রণয়ন করিবে।

৭৭.০৯ পণ্যের অতিরিক্ত সরবরাহ আদেশ জারি করা হলে উপ-অনুচ্ছেদ (৭১.০৯) অনুসরণক্রমে ক্রয়কারী প্রত্যাশিত সরবরাহ সমাপ্তির তারিখ সম্প্রসারণ করিবে।

৭৮ বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা সংক্রান্ত চুক্তি ব্যবস্থাপনা

৭৮.০১ সেবাক্রয়ের ক্ষেত্রে সময়, ব্যয় এবং মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে চুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় সূচনা হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে-

ক) নির্ধারিত দায়িত্বের আওতায় প্রণীত ডিজাইন, সমীক্ষা এবং অন্যান্য বিষয়াদির মান পরীক্ষণ;

খ) থোক মূল্যের চুক্তির ক্ষেত্রে সেবা প্রদানের অগ্রগতি ও সময়মত উহা সম্পাদনের বিষয় এবং সময়-ভিত্তিক চুক্তির ক্ষেত্রে জনমাসের কাজের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

গ) সকল প্রকার পরামর্শক সেবা সংক্রান্ত চুক্তির ক্ষেত্রে পরামর্শকের প্রতিবেদন এবং চুক্তির পরিশিষ্টে বর্ণিত মুখ্য জনবলের প্রাপ্যতা পরিবীক্ষণ;

ঘ) চুক্তির সংস্থান মোতাবেক পরামর্শকের প্রতিবেদনের উপর সময়মত মন্তব্য এবং ফিডব্যাক প্রদান;

ঙ) কর্ম-পরিকল্পনা এবং নির্ধারিত কাজের জন্য বরাদ্দকৃত সময় এর প্রতি অনুবর্তিতা;

চ) চুক্তির সংস্থান মোতাবেক পরামর্শককে সময়মত সহায়তা প্রদান;

ছ) মাসিক মূল্য পরিশোধ বা প্রদত্ত সেবার বিপরীতে মূল্য পরিশোধ;

জ) কাজের ব্যাপ্তির কোনোরূপ পরিবর্তন যথাযথ কি-না তাহা নির্ধারণ;

ঝ) বিলম্ব, অতিরিক্ত কাজ এবং চুক্তি বর্ধিতকরণের প্রয়োজন পরিবীক্ষণ;

ঞ) ক্ষতিপূরণ (Indemnification) সংক্রান্ত বিষয়াদি; এবং

ট) চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি, চুক্তির বিশেষ শর্তাবলি এবং প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলে বর্ণিত অন্যান্য শর্ত।

৭৮.০২ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের আবেদনের ভিত্তিতে, যৌক্তিক কারণে, চুক্তিতে উল্লিখিত কোনো মুখ্য পেশাদার ব্যক্তি (Key expert) ও অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তি (Non-key expert) প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ প্রতিস্থাপন কেবল সমতুল্য বা অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী দ্বারাই করিতে হইবে।

৭৮.০৩ পরামর্শক সেবাসম্পাদন চুক্তির সাধারণ ব্যাপ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সাপেক্ষে কার্যপরিধিতে কোনো পরিবর্তন আনয়নের প্রয়োজন হইলে চুক্তিতে নিয়োজিত জনবলের কর্মসময় পরিবর্তন বা চুক্তিভুক্ত আইটেমের বিনির্দেশ পরিবর্তন বা পরিমাণগত হ্রাস-বৃদ্ধি বা চুক্তি বহির্ভূত আইটেমের সংযোজনের কারণে ভেরিয়েশনের উদ্ভব ঘটিলে অনুচ্ছেদ ৭২, ৭৩ ও ৭৪ মোতাবেক নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

৭৮.০৪ ভেরিয়েশন আদেশ জারি করা হলে উপ-অনুচ্ছেদ (৭১.০৯) অনুসরণক্রমে ক্রয়কারী প্রত্যাশিত সেবা সমাপ্তির তারিখ সম্প্রসারণ করিবে।

৭৯ ভৌতসেবা সংক্রান্ত চুক্তি ব্যবস্থাপনা

৭৯.০১ ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সময়, ব্যয় ও মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে চুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় সূচনা হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে

(ক) ভৌতসেবার মান ও পরিমাণ পরীক্ষণ ও উহার পদ্ধতি;

(খ) কর্মপরিকল্পনা এবং নির্ধারিত সেবার জন্য সময়ানুবর্তিতা;

(গ) সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট;

(ঘ) চুক্তির সংস্থান মোতাবেক সেবাপ্রদানকারীকে সহায়তা প্রদান;

(ঙ) সেবার মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি;

(চ) ভৌতসেবার ব্যাপ্তির কোনোরূপ পরিবর্তন যথাযথ কি-না তাহা নির্ধারণ;

(ছ) বিলম্ব, অতিরিক্ত সেবা ও চুক্তি বর্ধিতকরণের প্রয়োজন পরিবীক্ষণ;

(জ) ক্ষতিপূরণ (Indemnification) সংক্রান্ত বিষয়াদি; এবং

(ঝ) চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি, চুক্তির বিশেষ শর্তাবলিতে বর্ণিত অন্যান্য শর্ত।

৭৯.০২ চুক্তিতে অগ্রিম প্রদানের কোনো বিধান থাকিলে, ক্রয়কারীর নিকট গ্রহণযোগ্য ছকে ও গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল সাপেক্ষে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, চুক্তিতে নির্ধারিত পরিমাণে এবং নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ক্রয়কারী সেবাপ্রদানকারীর অনুকূলে অগ্রিম অর্থপ্রদান করিতে পারিবে।

৭৯.০৩ সেবাপ্রদানকারী উক্ত অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ শুধু চুক্তিসম্পাদনের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি, যন্ত্রপাতি, দ্রব্যাদি এবং আয়োজনের ব্যয় (Mobilisation) বাবদ ব্যবহার করিতে পারিবে, এবং প্রদত্ত অগ্রিম যেরূপে ব্যয় হইয়াছে তাহা ক্রয়কারীর নিকট সংশ্লিষ্ট দলিলাদি দাখিলের মাধ্যমে প্রমাণ করিবে।

৭৯.০৪ প্রকৃত সেবাসম্পাদনের শতকরা হারের ভিত্তিতে সেবাপ্রদানকারীর পাওনা হইতে আনুপাতিক হারে কর্তন করত প্রদত্ত অগ্রিম আদায় করিতে হইবে।

৭৯.০৫ প্রদত্ত অগ্রিম পূর্ণ সমন্বয় না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংক গ্যারান্টি বলবৎ থাকিবে, তবে প্রদানকারী কর্তৃক অগ্রিম সমন্বয়ের অনুপাতে উক্ত ব্যাংক গ্যারান্টির পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকিবে এবং প্রদত্ত অগ্রিমের উপর কোনো সুদ আরোপিত হইবে না।

৭৯.০৬ ভৌতসেবা সম্পাদন চুক্তির সাধারণ ব্যাপ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সাপেক্ষে চুক্তিভুক্ত আইটেমের বিনির্দেশ পরিবর্তন বা পরিমাণগত হ্রাস-বৃদ্ধি বা চুক্তিবহির্ভূত আইটেমের সংযোজনের কারণে ভেরিয়েশনের উদ্ভব ঘটিলে অনুচ্ছেদ ৭২, ৭৩ ও ৭৪ মোতাবেক নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

৭৯.০৭ ভেরিয়েশন আদেশ জারি করা হলে উপ-অনুচ্ছেদ (৭১.০৯) অনুসরণক্রমে ক্রয়কারী প্রত্যাশিত সেবা সমাপ্তির তারিখ সম্প্রসারণ করিবে।

৮০ চুক্তি বাতিল এবং বিরোধ নিষ্পত্তি

৮০.০১ কোনো পক্ষ কর্তৃক চুক্তির মৌলিক কোনো শর্ত লঙ্ঘিত হইলে, উক্ত লঙ্ঘনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অপরপক্ষ, ক্রয়কারী বা ইকনোমিক অপারেটর, চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি অনুসারে চুক্তি বাতিল করিতে পারিবে।

৮০.০২ উপ-অনুচ্ছেদ (৮০.০১)-এ উল্লিখিত ক্ষেত্র ছাড়াও নিম্নবর্ণিত কারণে চুক্তিতে আবদ্ধ যে-কোনো পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা হইবার উপক্রম হইলে চুক্তি বাতিল করিতে পারিবে:

ক) দৈব দুর্ঘটনা (Force Majeure) এর কারণে

খ) আর্থিক অস্বচ্ছলতা (Insolvency) বা আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইবার কারণে।

৮০.০৩ ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর স্বার্থে উপযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলে ক্রয়কারী চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি অনুসারে কোনো ক্রয়চুক্তি বাতিল করিতে পারিবে।

৮০.০৪ ইকনোমিক অপারেটর ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হইলে, মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে উক্ত ব্যক্তির আইনগত অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইলে, ক্রয়কারী উক্ত চুক্তি বাতিল করিবে;

৮০.০৫ যে-কোনো পক্ষ হইতেই চুক্তি বাতিল করা হউক না কেনো, বাতিল অবহিতকরণের পত্রে চুক্তি বাতিলের কারণ উল্লেখ করিতে হইবে।

৮০.০৬ ক্রয়কারী কর্তৃক চুক্তির সাধারণ ও বিশেষ শর্তাবলির আওতায় চুক্তি বাতিলের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিকট হইতে অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৮০.০৭ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিকট চুক্তি বাতিলের প্রস্তাব গৃহীত হইলে:

(ক) তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে; বা

(খ) প্রস্তাব গৃহীত হইবার ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে নিম্নবর্ণিত চুক্তি বাতিল প্রস্তাব পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে:

(অ) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান তাঁহার বা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্য কোনো কর্মকর্তার সভাপতিত্বে, ক্রয়কারী ব্যতীত, ক্রয়কারী সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে অনধিক ০৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট চুক্তি বাতিল প্রস্তাব পর্যালোচনা কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং উক্ত কমিটি এই নীতিমালার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুসরণে এতৎসংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন করিবে।

৮১ ক্রয়সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ

৮১.০১ ক্রয়কারী, ক্রয়সংক্রান্ত বিষয়াদির পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন এবং অর্থবহ ক্রয় প্রক্রিয়া-উত্তর পুনরীক্ষণ এবং হিসাব নিরীক্ষণ কাজ সম্পাদনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ১২ (বারো) বছরের জন্য ক্রয়সংক্রান্ত সকল কর্মকান্ডের রেকর্ড ও দলিলপত্র সংরক্ষণ করিবে।

৮১.০২ ক্রয় পরিকল্পনা গ্রহণের শুরু হইতে চুক্তিবদ্ধ দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পালিত হওয়া পর্যন্ত সময়ের ক্রয়কার্য সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৮১.০৩ ক্রয়কার্য সংক্রান্ত রেকর্ডে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র ও তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে-

ক) পণ্য, কার্য ও ভৌতসেবা বা বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অগ্রে বিবেচ্য পদ্ধতি ব্যতীত অন্য ক্রয়পদ্ধতি ব্যবহারের যৌক্তিকতা;

খ) আবেদনপত্র, দরপত্র, প্রস্তাব, কোটেশন বা অন্য কোনো অনুরোধ সংবলিত আহ্বানপত্রের কপিসহ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কপি;

গ) সংশ্লিষ্ট চুক্তির মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের কপি;

ঘ) দরপত্র, প্রস্তাব বা কোটেশন দাখিলকারী দরপত্রদাতা বা আবেদনকারীগণের নাম ও ঠিকানা এবং চুক্তিমূল্যসহ চুক্তি সম্পাদনকারী দরপত্রদাতা বা পরামর্শকের নাম ও ঠিকানা;

ঙ) প্রাকযোগ্যতা, দরপত্র, প্রস্তাব বা অন্য কোনো অনুরোধ-সংবলিত আহ্বানপত্রের (Solicitation documents) কপি;

চ) দরপত্র বা প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ শিট;

ছ) দরপত্রদাতা বা আবেদনকারীগণের সহিত সকল পত্র যোগাযোগের কপি;

জ) মূল্যায়নের জন্য পূর্ব-ঘোষিত নির্ণায়কসমূহ ও উহার প্রয়োগ, মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং গৃহীত দরপত্র, কোটেশন বা প্রস্তাবসমূহের তুলনামূলক বিবরণীর কপি;

ঝ) মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও চুক্তি দলিল অনুমোদন সম্পর্কিত কাগজপত্র;

ঞ) কোনো ক্রয় কার্যক্রম শুরু করিবার পর উক্ত কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিলের কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়া থাকিলে তৎসম্পর্কিত তথ্য;

ট) ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত অভিযোগ ও আপিলের কাগজপত্র;

ঠ) পণ্য সরবরাহ ও গ্রহণের প্রতিবেদন, কার্য সমাপ্তির প্রতিবেদন ও কার্যের পরিমাপ বহি (Measurement Book) এবং সেবা প্রদান সম্পন্ন হইবার প্রতিবেদন;

ড) চুক্তিতে আনীত সংশোধনীসমূহ, এবং চুক্তিমূল্য, সরবরাহ বা কার্য সমাপ্তির সময়সূচি সংক্রান্ত চুক্তির শর্তাদি প্রভাবিত করে এইরূপ কোনো অতিরিক্ত কাজ বা ভেরিয়েশন অর্ডার এর কপিসমূহ;

ঢ) পণ্য, কার্য এবং সেবা ক্রয় বাবদ মূল্য পরিশোধ সংক্রান্ত বিল ও ইনভয়েসসহ সকল রেকর্ডপত্র;

ণ) পরিদর্শন প্রতিবেদন;

ত) কমিশনিং প্রতিবেদন;

থ) Final Acceptance Certificate (FAC);

দ) Provisional Acceptance Certificate (PAC);

ধ) As-built drawing / report, ক্ষেত্রমতো; এবং

ন) Receipt and Inspection (R&I) report.

৮২ ক্রয়সংক্রান্ত কার্যক্রমের রেকর্ডপত্র প্রাপ্তিসাধ্যকরণ

৮২.০১ চুক্তিস্বাক্ষর বা চুক্তিস্বাক্ষরের পূর্বে ক্রয়কার্যক্রম বাতিলের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কোনো ক্রয় কার্যক্রম সমাপ্ত হইলে, উক্ত কার্যক্রমের রেকর্ডপত্র সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির প্রাপ্তিসাধ্য করিতে হইবে।

৮২.০২ উপ-অনুচ্ছেদ (৮২.০১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো উপযুক্ত আদালতের আদেশ ব্যতীত ক্রয়কারী নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোনো তথ্য প্রকাশ করিবে না, যদি উহা-

(ক) বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থি হয়; বা
(খ) আইন প্রয়োগকে বাধাগ্রস্ত করে; বা
(গ) জনস্বার্থের পরিপন্থি হয়; বা
(ঘ) ক্রয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী পক্ষসমূহের আইনসংগত ব্যবসায়িক স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে; বা
(ঙ) অবাধ প্রতিযোগিতাকে বাধাগ্রস্ত করে; বা
(চ) প্রাপ্ত দরপত্র, কোটেশন বা প্রস্তাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত সারসংক্ষেপ ব্যতীত, উক্ত দরপত্র, কোটেশন বা প্রস্তাব পরীক্ষা ও মূল্যায়ন এবং উহার বিষয়বস্তু সংক্রান্ত হয়।

সপ্তম অধ্যায়

অর্পিত ক্রয়কার্য, বৈষম্যহীনতা, ব্যক্তির যোগ্যতা, প্রাকযোগ্যতা, যৌথ উদ্যোগ, তালিকা সংরক্ষণ, স্বার্থের সংঘাত, অভিযোগ ও আপিল, ইত্যাদি

৮৩ 'অর্পিত ক্রয়কার্য' (Delegated procurement) প্রক্রিয়াকরণ

৮৩.০১ কোনো পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়কার্য সম্পাদনের জন্য কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার পর্যাপ্ত কারিগরি সামর্থ্য না থাকিলে, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব উক্ত ক্রয়কার্যে পারদর্শী কোনো ক্রয়কারীকে, অতঃপর এই ধারায় নির্বাহক এজেন্সি (Executing agency) বলিয়া উল্লিখিত, অর্পণ করা যাইবে।

৮৩.০২ অর্পিত ক্রয়কার্য সম্পাদনের জন্য মনোনীত নির্বাহক এজেন্সি 'অর্পিত ক্রয়কার্য' সম্পাদনের জন্য যথাক্রমে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা ক্রয়কারী হিসাবে কাজ করিবে এবং নিম্নবর্ণিত কাজ সম্পাদন করিবে:

ক) এই নীতিমালার বিধান অনুসরণক্রমে ক্রয়কার্য সম্পাদন;

খ) আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি অনুসরণক্রমে অনুমোদন প্রদান; এবং

গ) চুক্তিপরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদন ও সংশ্লিষ্ট তদারকি।

৮৩.০৩ স্বত্বাধিকারী (Owner) মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা অধিদপ্তর বা পরিদপ্তর দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিসহ সমগ্র ক্রয় এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদান এবং ক্রয়কার্য সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং অর্পিত ক্রয়কার্য সমাপ্তির পরে নির্বাহক এজেন্সির নিকট হইতে উহার কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবে।

উদাহরণ: গণপূর্ত অধিদপ্তরের কোনো ইউনিটকে যদি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কোনো ক্রয়কার্য বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ক্রয়কার্যের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের উক্ত ইউনিট এবং উহার প্রধান, যথাক্রমে ক্রয়কারী ও ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান হিসাবে কাজ করিবে এবং উহার বাস্তবায়নকারী পক্ষ হইবে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর উক্ত ক্রয়কার্যের স্বত্বাধিকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হইবে এবং ক্রয়কার্য সমাপ্তির পর গণপূর্ত অধিদপ্তরের নিকট হইতে উহার আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবে।

৮৩.০৪ নির্বাহক এজেন্সি, অর্পিত ক্রয়কার্যের স্থান, লে আউট, ডিজাইন, নির্মাণসামগ্রী এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করিবার পূর্বে স্বত্বাধিকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রয়োজনীয় অনাপত্তি গ্রহণ করিবে এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ক্ষেত্রমতো, স্বত্বাধিকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করিবে।

৮৩.০৫ কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে অর্পিত ক্রয়কার্যের ক্ষেত্রে, নির্বাহক এজেন্সি অনুমোদিত প্রকল্প দলিল এবং সরকারের এতৎসংক্রান্ত নির্দেশনা প্রতিপালন করিবে এবং উন্নয়ন বা পরিচালন বাজেট নির্বিশেষে অর্পিত ক্রয়ের বিপরীতে নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত নিরীক্ষা উক্ত নির্বাহক এজেন্সির ওপর বর্তাইবে।

৮৪ বৈষম্যহীনতাসংক্রান্ত অনুসরণীয় বিধান

৮৪.০১ সরকার কর্তৃক জারিকৃত কোনো স্থায়ী আদেশ বা স্বাক্ষরিত চুক্তিতে নিম্নবর্ণিত কোনো ক্ষেত্রে ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণ সীমিত বা নিষিদ্ধ করা হইলে, সেইক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতার নীতি প্রযোজ্য হইবে না, যথা-

ক) ইতঃপূর্বে কোনো চুক্তির অধীন ত্রুটিপূর্ণ কার্যসম্পাদনের কারণে কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত রাখা বা নিষিদ্ধ করা হইলে; বা

খ) দুর্নীতি, প্রতারণা, চক্রান্ত, জবরদস্তি বা প্রতিবন্ধকতামূলক কোনো কর্মকান্ডে জড়িত থাকিবার কারণে কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত রাখা বা নিষিদ্ধ করা হইলে; এবং

গ) সরকার কর্তৃক কোনো দেশের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক না রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে, সেই দেশের উৎপাদিত পণ্য বা দরপত্রদাতাগণের ক্ষেত্রে।

৮৪.০২ ক্রয়কারী কর্তৃক সাধারণভাবে বা সুনির্দিষ্টভাবে কোনো দরপত্র বা প্রস্তাবে অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত রাখা হইয়াছে এইরূপ ইকনোমিক অপারেটর সংক্রান্ত তথ্য বিরত রাখার কারণ সংক্ষেপে উল্লেখপূর্বক উহার নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে এবং উক্ত তথ্যাদি যুগপৎ বিপিপিএ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিবে।

৮৫ ব্যক্তির যোগ্যতা

৮৫.০১ ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই মর্মে প্রামাণিক তথ্য উপস্থাপন করিতে হইবে যে,

(ক) তাহারা আইন ও এই নীতিমালায় উল্লিখিত পেশাগত ও নৈতিকতার মানদন্ড মানিয়া চলিতে সক্ষম; এবং

(খ) তাহারা যে চুক্তিসম্পাদনের উদ্দেশ্যে দরপত্র বা সেবা প্রদানের প্রস্তাব দাখিল করিয়াছে উহা বাস্তবায়ন করিতে সক্ষম।

৮৫.০২ ক্রয়ের ধরন ও আকারের ভিত্তিতে ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি কর্তৃক অবশ্য পূরণীয় যোগ্যতার শর্ত দরপত্র দলিলে বিশদভাবে উল্লেখ করিতে হইবে এবং উহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা-

(ক) আইনগত সক্ষমতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিশ্চয়তা প্রদান করিবে যে, প্রস্তাবিত ক্রয়কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত কোনো ক্রয়কারীর সহিত তাহার চুক্তিসম্পাদনের আইনগত অধিকার রহিয়াছে;

(খ) ব্যবসা পরিচালনা করার নিমিত্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুমতি;

(গ) করপরিশোধ সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের বিষয়ে উক্ত ব্যক্তি নিশ্চয়তা প্রদান করিবে যে, তাহারা প্রচলিত আইনের অধীন করপরিশোধের শর্তাদি পূরণ করিয়াছে;

(ঘ) নৈতিক বিধি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তি নিশ্চয়তা প্রদান করিবে যে, এই নীতিমালার অধীন কোনো ক্রয়কারী কর্তৃক তাহাদের কোনো ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণ করা হইতে অযোগ্য ঘোষণা (Debarred) করা হয় নাই বা স্থগিতাদেশ (Suspension) প্রদান করা হয় নাই অথবা কোনো আদালত কর্তৃক তাহাদেরকে প্রতারণা, দুর্নীতি, ষড়যন্ত্র, জবরদস্তি বা প্রতিবন্ধকতামূলক কার্যকলাপের জন্য দন্ডপ্রদান করা হয় নাই অথবা বাংলাদেশে কার্যক্রম চলমান রহিয়াছে এমন কোনো উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক তাহাদের ক্রয়সংশ্লিষ্ট কোনো কারণে ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর নাই;

(ঙ) উপদফা (ঘ)-এর অধীন বারিতকরণ, তাহাদের স্বনামে, বেনামে বা ভিন্ন কোনো নামে প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রেও, যদি থাকে, প্রযোজ্য হইবে;

(চ) কৃতকার্য দরপত্রদাতা বা পরামর্শকের মালিকানা বিষয়ক তথ্যাদি (Beneficial ownership) প্রকাশের বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের লক্ষ্যে ক্রয়প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সকল ব্যক্তি উক্ত তথ্যাদি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদি দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের সময় প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে;

(ছ) পেশাগত ও কারিগরি সক্ষমতার ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রমতো, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই মর্মে প্রামাণিক তথ্যপ্রদান করিবে যে, তাহার:

(অ) প্রস্তাবিত কার্যসম্পাদন, পণ্যসরবরাহ বা সেবাপ্রদানের জন্য পেশাগত ও কারিগরি যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা রহিয়াছে;

(আ) যথোপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ভৌত সুবিধা থাকাসহ প্রয়োজনে, কোনো চুক্তির অধীন উক্ত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ভৌত সুবিধাদি ভাড়া বা লিজের মাধ্যমে সংগ্রহের সামর্থ্য রহিয়াছে;

(ই) সন্তোষজনকভাবে উৎপাদন বা তৈরির সামর্থ্য রহিয়াছে;

(ঈ) বিক্রয় পরবর্তী সেবা প্রদানের সুবিধাদি রহিয়াছে;

(উ) ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা রহিয়াছে;

(ঊ) কার্যসম্পাদন, পণ্যসরবরাহ বা সেবাপ্রদান সংক্রান্ত অনুরূপ কাজে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বা ক্রয়কারী কর্তৃক নির্ধারিত, পূর্ব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে;

(ঋ) কোনোরূপ সমস্যা সৃষ্টি ব্যতিরেকে সতর্কতা ও কঠোর শ্রমের মাধ্যমে কোনো ক্রয় চুক্তির অধীন কার্যসম্পাদনের সুনাম রহিয়াছে; এবং

(এ) চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সংখ্যা ও দক্ষতার বিচারে উপযুক্ত লোকবল রহিয়াছে; এবং

(জ) আর্থিক সামর্থ্য ও অবস্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সন্তোষজনক আর্থিক সামর্থ্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি (যথা-প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যালান্স শিট, বাৎসরিক টার্ন ওভার, টেন্ডার ক্যাপাসিটি ও নগদ অর্থ সংক্রান্ত তথ্যাদি, ইত্যাদি) প্রদান করিবে এবং এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করিবে যে-

(অ) তিনি অসচ্ছল নন অর্থাৎ প্রস্তাবিত ক্রয়কার্য সম্পাদনের জন্য তাহার প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্য আছে;

(আ) সংকটজনক আর্থিক অবস্থার কারণে পাওনাদারদের অনুরোধে তাদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিচালনার জন্য আদালত কর্তৃক কোনো রিসিভার বা স্বাধীন নিরীক্ষক নিয়োগ করা হয় নাই;

(ই) তাদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয় নাই বা দেউলিয়া ঘোষণার জন্য কোনো প্রক্রিয়া চালু নাই, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা এইরূপ নহে যে, তাহার সম্পদ অপেক্ষা দায় বেশি এবং তাহার ব্যবসায়িক কার্যপরিচালনায় সক্ষম নহেন;

(ঈ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আর্থিক কারণে তাহাদের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে বিরত করা হয় নাই; এবং

(উ) উপদফা (অ), (আ), (ই) এবং (ঈ)-তে বর্ণিত কোনো কারণে বা অন্য কোনো কারণে তাহার বিরুদ্ধে কোনো মামলা বিচারাধীন নাই।

৮৫.০৩ উপ-অনুচ্ছেদ (৮৫.০২) এ বর্ণিত যোগ্যতার সাধারণ মানদণ্ড এবং কোনো নির্দিষ্ট ক্রয়ের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনাক্রমে ক্রয়কারী প্রাকযোগ্যতা, দরপত্র বা প্রস্তাব দলিলে কোনো ব্যক্তির আবশ্যকীয় যোগ্যতা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিবে।

৮৫.০৪ লটভিত্তিক দরপত্রের ক্ষেত্রে, দরপত্রদাতাগণ কর্তৃক এক বা একাধিক লটের জন্য দরপত্র দাখিল করা হইলে, যেই লট বা লটসমূহের জন্য দরপত্র দাখিল করা হইবে, ক্রয়কারী শুধু সেই লট বা লটসমূহের জন্য দরপত্রদাতাগণের কারিগরি ও আর্থিক যোগ্যতা প্রমাণের শর্তারোপ করিতে পারিবে।

৮৫.০৫ কোনো সম্ভাব্য (Potential) ব্যক্তি এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত যোগ্যতার শর্তপূরণ করে কি-না তাহা যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে, ক্রয়কারী উক্ত ব্যক্তিকে যোগ্যতার শর্তাদি পূরণের সমর্থনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার নিকট হইতে দলিলপত্র ও অন্য কোনো তথ্য দাখিলের নির্দেশ দিতে পারিবে।

৮৬ ব্যক্তির যোগ্যতার সমর্থনে আবশ্যকীয় দলিলপত্র

ক্রয়কারী, দরপত্রদাতা বা আবেদনকারীকে নিম্নবর্ণিত দলিলপত্র দাখিলের জন্য অনুরোধ জানাইতে পারিবে-

(ক) ব্যবসায়িক সক্ষমতার ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদ, যেমন: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স, ইত্যাদি;

(খ) কর পরিশোধ করিবার বিষয়টি প্রমাণের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী উক্ত বিষয়ে বাংলাদেশের কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সনদপত্র এবং দরপত্রদাতা বিদেশি নাগরিক হইলে তিনি যে দেশের নাগরিক সেই দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সনদপত্র এবং উক্ত সনদপত্রে ন্যূনতম নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকিতে হইবে-

অ) মূল্যসংযোজন কর নিবন্ধন নম্বর;

আ) সর্বশেষ বা সাম্প্রতিক মূল্যায়ন বর্ষের (যাহা প্রযোজ্য) আয়কর রিটার্ন প্রাপ্তি স্বীকার পত্রের অনুলিপি।

(গ) ক্রয়কারীর সহিত চুক্তিসম্পাদনের বিষয়ে কোনো আদালত কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উহার কোনো কর্মচারীর উপর কোনো বাধা নিষেধ আরোপ করা হয় নাই মর্মে উহার আইনগত সক্ষমতার সমর্থনে এফিডেভিট দাখিল করিতে হইবে;

(ঘ) পেশাগত ও কারিগরি সক্ষমতার ক্ষেত্রে-

(অ) বাংলাদেশ, বা দরপত্রদাতা বা আবেদনকারী যে দেশের নাগরিক সেই দেশের সংশ্লিষ্ট পেশাগত বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধিত হইবার কাগজপত্র, অথবা যোগ্যতার সমর্থনে শপথপূর্বক ঘোষণাপত্র, বা দরপত্র বা আবেদনকারীর মূল দেশের বা বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের শর্ত মোতাবেক কোনো পেশাগত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র;

(আ) ব্যক্তির কারিগরি সুযোগ-সুবিধা, বিদ্যমান যন্ত্রপাতি, মান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা (যেমন- আইএসও সনদপত্র) এবং ডিজাইন, গবেষণা ও উন্নয়ন সুবিধাদির বিবরণ;

(ই) কোনো নির্দিষ্ট সময়ে পৃথক পৃথক ক্রয় প্রক্রিয়ায় পণ্যের গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহের বিবরণ এবং তৎসহ উহাতে জড়িত অর্থের পরিমাণ, সরবরাহের তারিখ এবং সরকারি বা বেসরকারি নির্বিশেষে সরবরাহ গ্রহীতার তথ্য সংবলিত তালিকা;

(ঈ) ক্রয়কারী, প্রয়োজনে, যোগাযোগ করিতে পারে এইরূপ ক্রয়কারীগণের তালিকা;

(উ) সরবরাহের জন্য নির্ধারিত পণ্যের নমুনা, বিবরণ ও ছবি এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের বিশুদ্ধতার সমর্থনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সনদপত্র; এবং

(ঊ) ব্যক্তি কর্তৃক নিযুক্ত কারিগরি ও প্রশাসনিক জনবলের সংখ্যাসংবলিত বিবরণ; এবং

(ঙ) আর্থিক সামর্থ্যের ক্ষেত্রে-

(অ) ব্যক্তির আর্থিক সামর্থ্য সম্পর্কিত যথোচিত ব্যাংক প্রতিবেদন;

(আ) ব্যক্তি যে দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই দেশের কোম্পানি আইনের বিধান অনুসারে ব্যালেন্স শিট প্রকাশ আবশ্যক হওয়া সাপেক্ষে উক্ত ব্যক্তির ব্যালেন্সশিট বা উহার প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতাংশ;

(ই) ব্যক্তির বার্ষিক লেনদেন (Turnover) এবং কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সংশ্লিষ্ট চুক্তির সহিত সম্পর্কিত পণ্যসরবরাহ, কার্যসম্পাদন বা সেবাপ্রদান সংক্রান্ত লেনদেনের বিবরণ; এবং

(ঈ) Tender capacity নিরূপণের লক্ষ্যে উহার সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিলাদি।

৮৭ প্রাকযোগ্যতার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি

৮৭.০১ কোনো ক্রয়কার্যে প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হইলে দরপত্রদাতা বা আবেদনকারীকে যোগ্যতা সংক্রান্ত অবশ্যপূরণীয় সকল শর্ত সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে যোগ্যতাসংক্রান্ত অবশ্যপূরণীয় শর্তাদি সুস্পষ্টভাবে প্রাকযোগ্যতার দলিলে উল্লেখ করিতে হইবে।

৮৭.০২ ক্রয়কারী, প্রাকযোগ্যতা বা দরপত্র দলিলে বর্ণিত মানদণ্ড অনুসারে, আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদি অনুচ্ছেদ ১৩ ও ১৭ মোতাবেক মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৮৭.০৩ আবেদনকারী কর্তৃক ন্যূনতম যোগ্যতার শর্তপূরণ করা না হইলে, তাহাদেরকে অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) কোনো আবেদনপত্রে এক বা একাধিক শর্তপূরণে ছোটখাট ত্রুটি বা ঘাটতি থাকিলেও যদি উক্ত ত্রুটি বা ঘাটতিসমূহ দরপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত তারিখের পূর্বে সংশোধনযোগ্য হয়, তাহা হইলে আবেদনকারীকে 'শর্তযুক্তভাবে প্রাক্কযোগ্য' হিসাবে বিবেচনা করা যাইবে; এবং

(খ) উক্তরূপ শর্তযুক্ত প্রাকযোগ্যতার ক্ষেত্রে আরোপিত শর্ত বা শর্তাদিপূরণ করা সাপেক্ষে উক্ত আবেদনকারী মূল দরপত্র কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

৮৭.০৪ নির্দিষ্ট চুক্তির অধীন কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে, আবেদনকারীর সামর্থ্য নিরূপণের জন্য ক্রয়কারী নিম্নবর্ণিত মানদণ্ড অনুসরণ করিবে-

(ক) একই ধরনের প্রকল্প বা কর্মসূচিতে অভিজ্ঞতা ও অতীত কর্মদক্ষতা নিরূপণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা যাইবে-

(অ) সমাপ্ত অনুরূপ প্রকল্প বা কর্মসূচির ন্যূনতম সংখ্যা;

(আ) অনুরূপ সমাপ্ত প্রকল্প বা কর্মসূচির, পৃথক ও যৌথভাবে, চুক্তিমূল্যের পরিমাণ;

(ই) আবেদনকারী যে সকল দেশে ইতঃপূর্বে কার্যসম্পাদন করিয়াছে; এবং

(ঈ) সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী, বা দেশে বা বিদেশের অন্যান্য ক্রয়কারীর নিকট সরবরাহকৃত প্লান্ট (Plant), সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য পণ্যের সরবরাহ সক্ষমতা (Supply capacity)।

(খ) লোকবল, যন্ত্রপাতি এবং নির্মাণ বা উৎপাদন সুবিধাদি সম্পর্কিত দক্ষতা নিরূপণার্থে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা যাইবে-

(অ) আবেদনকারীর প্রতিষ্ঠানের মুখ্য (Key) লোকবলের পেশাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা;

(আ) চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আবেদনকারীর হেফাজতে বা দখলে থাকা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত ন্যূনতম যন্ত্রপাতির ধরন ও সংখ্যা, বা চুক্তির অধীন কার্য সম্পাদনের প্রয়োজনে চুক্তির প্রত্যাশিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত যন্ত্রপাতি ভাড়ায় বা লিজে সংগ্রহ করিবার জন্য কোনো চুক্তিমূলক ব্যবস্থা (Contractual arrangement);

(ই) প্রস্তুতকারকের সহিত সম্পাদিত কোনো চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম উৎপাদন ক্ষমতা; এবং

(ঈ) আবেদনপত্র মূল্যায়নের অংশ হিসাবে ক্রয়কারী কর্তৃক যন্ত্রপাতি বা স্থাপনা পরিদর্শনের অভিপ্রায় আছে কি-না;

(গ) কারিগরি, আর্থিক ও আইনগত বিষয়সমূহে অবশ্যপূরণীয় শর্তাদি অনুচ্ছেদ (৮৫.০২) এ বর্ণিত শর্তাদির অনুরূপ হইবে।

৮৭.০৫ কোনো আবেদনকারীই প্রাকযোগ্যতার নির্ণায়কসমূহ পূরণ করিতে সক্ষম না হইলে, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের অনুমোদনক্রমে, সকল আবেদনপত্র বাতিল করা যাইবে।

৮৭.০৬ কোনো আবেদনকারী কর্তৃক যোগ্যতা অর্জনের উদ্দেশ্যে দাখিলকৃত তথ্য কোনো সময় অসম্পূর্ণ বা অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে, ক্রয়কারী উক্ত আবেদনকারীকে অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিবে, তবে সেইক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণার কারণ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করিতে হইবে।

৮৮ ক্রয়কারী কর্তৃক যোগ্যতাসম্পন্ন সরবরাহকারী বা ঠিকাদারদের তালিকা সংরক্ষণ

৮৮.০১ শুধু সীমিত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো ক্রয়কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে, ক্রয়কারী যোগ্যতাসম্পন্ন সম্ভাব্য বা তালিকাভুক্ত দরপত্রদাতাগণের তালিকা সংরক্ষণ করিতে পারিবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে, দরপত্রদাতার যোগ্যতা বৎসরভিত্তিক পুনর্বিবেচনাক্রমে হালনাগাদ করিতে হইবে।

৮৮.০২ ক্রয়কারী সীমিত দরপত্র পদ্ধতির অধীন ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণে আগ্রহী সম্ভাব্য ইকনোমিক অপারেটরদের তালিকাভুক্তির উদ্দেশ্যে তাহাদের যোগ্যতার সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিলের জন্য আহ্বান জানাইতে পারিবে।

৮৮.০৩ ক্রয়কারী কর্তৃক, ইকনোমিক অপারেটরদের তালিকাভুক্ত করিবার ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে:

ক) ক্রয়কারী সরবরাহ বা কার্যের বা ভৌতসেবার ধরনের এবং উক্ত ধরনের সহিত সংশ্লিষ্ট ইকনোমিক অপারেটরগণের সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে তালিকা সংরক্ষণ করিবে;

খ) উপ-অনুচ্ছেদ ৮৮.০৩ (ক) তে বর্ণিত তালিকা, নিম্নরূপভাবে গঠিত একটি কমিটি কর্তৃক প্রস্তুত করিতে হইবে এবং উক্ত তালিকা ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে:

৩ (তিন) জন সদস্য, যাহাদের মধ্যে-

- ১ (এক) জন ক্রয়কারীর অর্থ ইউনিট;
- ১ (এক) জন উহার কারিগরি ইউনিট হইতে; এবং
- ১ (এক) জন সদস্য ক্রয়কারীর কার্যালয় বহির্ভূত হইতে পারে।

গ) নূতন ব্যক্তিগণের সংযোজন বা তাহাদের উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীতকরণ (Upgrading) বা নিম্নতর পর্যায়ে অবনমিতকরণের (Downgrading) মাধ্যমে উক্ত তালিকা হালনাগাদ করিবার জন্য ক্রয়কারী বৎসরে একবার উক্ত কমিটির সভা আহ্বান করিবে; এবং

ঘ) বার্ষিক বিজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য সকল আগ্রহী ব্যক্তিকে কমপক্ষে ১৪ (চৌদ্দ) দিন সময় প্রদান করিতে হইবে।

ঙ) তালিকাভুক্তিকরণ এবং নবায়ন ফি নিম্নোক্ত পরিমাণে নির্ধারণ করিতে হইবেঃ

- শ্রেণী ভিত্তিক তালিকাভুক্তি ফি ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা ।
- শ্রেণী ভিত্তিক নবায়ন ফি ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা।
- একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারী নারী হইলে তালিকাভুক্তি ফি ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা এবং নবায়ন ফি ১,৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা।

৮৮.০৪ তালিকাভুক্তিকরণ কমিটির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫" ও উহার সংশোধনী অনুযায়ী উহার প্রত্যেক সদস্যকে ফি বা সম্মানি প্রদান করা যাইবে।

৮৯ সহঠিকাদার বা সহপরামর্শক নিয়োগ

৮৯.০১ ক্রয়কারী, আদর্শ দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলে উল্লিখিত যথাযথ যোগ্যতা থাকার সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করা সাপেক্ষে, কোনো ইকনোমিক অপারেটরকে সহঠিকাদার বা সহপরামর্শক নিয়োগের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

৮৯.০২ সহপরামর্শক হিসাবে কোনো দরপত্র বা প্রস্তাবে উল্লিখিত কোনো প্রতিষ্ঠান (Firm) একাধিক প্রস্তাবে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে, তবে উক্ত অংশগ্রহণ শুধু সহপরামর্শক হিসাবেই করিতে হইবে।

৮৯.০৩ কোনো ব্যক্তি যদি ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথ উদ্যোগের অংশীদার হিসাবে কোনো আবেদন দাখিল করে, তাহা হইলে একই ক্রয় প্রক্রিয়ায় অন্য কোনো আবেদনকারীর সহপরামর্শক হিসাবে তিনি গ্রহণযোগ্য হইবেন না।

৮৯.০৪ দরপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত সহঠিকাদারের যোগ্যতা ঠিকাদারের যোগ্যতা মূল্যায়নে শুধু তাহার (সহঠিকাদারের) জন্য নির্ধারিত কাজের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

৮৯.০৫ সহঠিকাদারের সাধারণ অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সম্পদ দরপত্রদাতার সাধারণ অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সম্পদের সহিত যোগ করা যাইবে না।

৮৯.০৬ সহঠিকাদার বা সহপরামর্শক নিয়োগ সত্ত্বেও, সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তির অধীন পালনযোগ্য দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে সরবরাহকারী, ঠিকাদার ও পরামর্শকের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং উক্ত দায়দায়িত্ব সহঠিকাদার বা সহপরামর্শকের নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না, বা কোনো অবস্থাতেই চুক্তিবদ্ধ দায়-দায়িত্ব সহঠিকাদার বা সহপরামর্শকের নিকট অর্পণের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না।

৮৯.০৭ মুখ্য সরবরাহকারী বা ঠিকাদার বা পরামর্শক তাহার সহঠিকাদার বা সহ-পরামর্শকগণের ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী থাকিবে, এবং সাব কন্ট্রাক্টসমূহের ব্যাপারে ক্রয়কারীর পর্যালোচনা সাধারণত মুখ্য সরবরাহকারী বা ঠিকাদার বা পরামর্শক কর্তৃক সাব কন্ট্রাক্টসমূহের ব্যবস্থাপনাগত মূল্যায়নের মধ্যেই সীমিত থাকিবে।

৯০ যৌথ উদ্যোগ

৯০.০১ ক্রয়কারী, এককভাবে বা যৌথ উদ্যোগ গঠনের মাধ্যমে, কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে কার্য ও ভৌতসেবা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করিতে পারিবে:

> তবে শর্ত থাকে যে, শুধু যৌথ উদ্যোগ গঠনের ইচ্ছা ব্যক্তকরণই যৌথ উদ্যোগের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হইবে না।

৯০.০২ যৌথ উদ্যোগ সংক্রান্ত চুক্তি ৩০০ (তিন শত) টাকা মূল্যের ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সম্পাদন করিতে হইবে এবং উক্ত চুক্তির পক্ষভুক্ত সকল ব্যক্তির আইনসম্মতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

৯০.০৩ উপ-অনুচ্ছেদ (৯০.০২) এর বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে, দরপত্র বা প্রস্তাব কৃতকার্য হইলে যৌথ উদ্যোগ চুক্তি সম্পাদন করা হইবে মর্মে সকল অংশীদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি লেটার অফ ইনটেন্ট প্রস্তাবিত চুক্তিপত্রসহ দরপত্র বা প্রস্তাবের সহিত দাখিল করিতে হইবেঃ

> তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত লেটার অফ ইনটেন্ট যৌথ উদ্যোগের সকল অংশীদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং নোটারি পাবলিক কর্তৃক প্রমাণীকৃত হইতে হইবে।

৯০.০৪ যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে, উহার প্রত্যেক অংশীদার চুক্তির অধীন সকল দায় এবং নৈতিক বা আইনগত বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়ী থাকিবে।

৯০.০৫ ক্রয় প্রক্রিয়া চলাকালে এবং চুক্তি সম্পাদন করা হইলে চুক্তি বাস্তবায়নকালে, উপ-অনুচ্ছেদ (৯০.০২) ও (৯০.০৩) এর অধীন গঠিত যৌথ উদ্যোগের কোনো অংশীদার বা অংশীদারগণের পক্ষে সকল কর্ম সম্পাদন এবং সকল পাওনা গ্রহণের জন্য ক্ষমতা অর্পণপূর্বক যৌথ উদ্যোগ কর্তৃক একজন প্রতিনিধি মনোনীত করিতে হইবে।

৯০.০৬ যৌথ উদ্যোগের মুখ্য অংশীদার এবং অন্যান্য অংশীদারগণের ন্যূনতম যোগ্যতার শর্ত প্রাকযোগ্যতা, দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সংবলিত দলিলে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

৯০.০৭ উদ্ভূত কোনো বিরোধের কারণে কোনো যৌথ উদ্যোগের অংশীদারদের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা হইলে, যৌথ উদ্যোগের সকল অংশীদারের বিরুদ্ধে, প্রাপ্তিসাধ্য হওয়া সাপেক্ষে, উক্ত আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা হইবে এবং শুধু একজন অংশীদার পাওয়া গেলে, উক্ত অংশীদার সকল অংশীদারের পক্ষে জবাব প্রদান করিবে এবং দায়েরকৃত অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, সকল অংশীদারকে যে দন্ড প্রদেয় হইত, উহা তাহার উপর এককভাবে প্রয়োগযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আইনগত কার্যধারা সমাপ্ত হইবার পূর্বে যদি অন্যান্য অংশীদারদের পাওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত অংশীদারদের বিরুদ্ধেও ক্রয়কারী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৯০.০৮ উপ-অনুচ্ছেদ (৯০.০৬) এবং (৯০.০৭)-এর শর্তাদি পূরণসাপেক্ষে, দেশীয় ও বৈদেশিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে গঠিত কোনো যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশি নাগরিকগণের অংশ ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) বা তাহার উর্ধ্বে হইলে গঠিত যৌথ উদ্যোগকে স্থানীয় অগ্রাধিকার (Domestic preference) প্রদান করা যাইবে।

৯০.০৯ কোনো নির্দিষ্ট ক্রয় কার্যের জন্য গঠিত যৌথ উদ্যোগ, একবার গঠিত হইলে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে উহাতে কোনো পরিবর্তন আনয়ন করা যাইবে না, তবে চুক্তি সম্পাদন পরবর্তী সময়ে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের পূর্বানুমোদন গ্রহণপূর্বক কোনো পরিবর্তন সাধন করা যাইবে।

৯০.১০ কোনো নির্দিষ্ট ক্রয়কার্যের জন্য গঠিত যৌথ উদ্যোগের কোনো অংশীদার অযোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হইলে বা সামগ্রিক কার্যসম্পাদনে বিরূপ প্রভাব ফেলিতে পারে এইরূপ গুরুতর কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হইলে, শুধু সেইক্ষেত্রে মুখ্য অংশীদার ব্যতিরেকে অপর কোনো অংশীদার পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া যাইবে, তবে নূতন অংশীদারকে বিদায়ী অংশীদার অপেক্ষা উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে।

৯০.১১ যৌথ উদ্যোগের কোনো অংশীদার দুর্নীতি, প্রতারণা, চক্রান্ত, জবরদস্তি, বা প্রতিবন্ধকতামূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ততার কারণে ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণের অযোগ্য (Debarred) বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকিলে, উক্ত যৌথ উদ্যোগ কোনো ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না এবং অনুরূপভাবে কোনো যৌথ উদ্যোগ উক্ত ধারা মোতাবেক ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণের অযোগ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকিলে, উক্ত ঘোষণা যৌথ উদ্যোগের প্রত্যেক অংশীদারের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হইবে।

৯০.১২ যেক্ষেত্রে বিশেষ কোনো অংশের (Component) জন্য মনোনীত যৌথ উদ্যোগের কোনো অংশীদার উক্ত অংশের জন্য আবশ্যক ন্যূনতম যোগ্যতার শর্ত পূরণে সক্ষম, সেইক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগের জন্য আবশ্যকীয় সর্বমোট যোগ্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রে উক্ত অংশীদারের অতীত অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য সামর্থ্য অন্যান্য অংশীদারের যোগ্যতার সহিত যোগ করিতে হইবে।

৯০.১৩ নিম্নের উদাহরণসমূহের অনুরূপ ক্ষেত্রসমূহে, যৌথ উদ্যোগের অংশীদারদের বা তাহাদের মুখ্য জনবলের (Key staff) নির্দিষ্ট কারিগরি অভিজ্ঞতা ন্যূনতম যোগ্যতার শর্ত পূরণের ক্ষেত্রে যোগ করা যাইবে না।

উদাহরণ-১: কোনো ক্রয় দলিলে প্রকল্প ব্যবস্থাপকের যোগ্যতার শর্তে অনুরূপ ধরনের ও পরিমাণের কাজে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতার শর্ত থাকিলে, উক্ত ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগের কোনো একজন অংশীদারের প্রকল্প ব্যবস্থাপকের ৩ (তিন) বৎসর এবং অপর আরেক অংশীদারের প্রকল্প ব্যবস্থাপকের ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা যোগ করিয়া মোট ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতার শর্ত পূরণ হইয়াছে বলিয়া নিরূপণ করা যাইবে না।

উদাহরণ-২: কোনো ক্রয় দলিলে দরপত্রদাতার কমপক্ষে ১০০ (একশত) মিটার স্প্যানের আরসিসি ব্রিজ নির্মাণের অতীত অভিজ্ঞতার শর্ত থাকিলে, যৌথ উদ্যোগের অংশীদারগণের অনুরূপ ব্রিজ নির্মাণের পৃথক পৃথক অভিজ্ঞতা একত্রে গণনা করিয়া (যেমন- ৫০মিঃ + ৩০মিঃ + ২০মিঃ = ১০০মিঃ) উক্ত নির্ণায়ক বা শর্ত পূরণ হইয়াছে বলিয়া নিরূপণ করা যাইবে না।

উদাহরণ-৩: কোনো ক্রয় দলিলে যৌথ উদ্যোগের যোগ্যতার শর্তে কোনো নির্দিষ্ট ধরনের নির্মাণ কাজে দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলকারী প্রতিষ্ঠানের ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা অবশ্যই থাকিতে হইবে মর্মে শর্ত থাকিলে, উক্ত ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগের কোনো একটি অংশীদার প্রতিষ্ঠানের ৩ (তিন) বৎসর এবং অপর আরেক অংশীদার প্রতিষ্ঠানের ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা যোগ করিয়া মোট ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতার শর্ত যৌথ উদ্যোগের দ্বারা পূরণ হইয়াছে বলিয়া নিরূপণ করা যাইবে না।

৯০.১৪ কার্য-সম্পাদন জামানত, বিমা, ক্ষতিবহন প্রতিশ্রুতি (Indemnity), ঠিকাদার এবং সহ-ঠিকাদার নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়াদি আইনসম্মতভাবে গঠিত যৌথ উদ্যোগের পক্ষে প্রদান বা সম্পাদন করিতে হইবে।

৯১ স্বার্থের সংঘাত

৯১.০১ বিদ্যমান বা সম্ভাব্য স্বার্থের সংঘাত যাহা ক্রয়কারীকে সর্বোত্তম সেবা প্রদানে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে বা সংশ্লিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে উহা বিরূপ প্রভাব ফেলিবে বলিয়া যুক্তিসংগতভাবে ধারণা করা যায়, উক্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে ক্রয়কারীকে অবহিতকরণ আবেদনকারীর দায়িত্ব বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহা অবহিতকরণে ব্যর্থতার কারণে পরিশিষ্ট-১৩ তে বর্ণিত সারণি (Consultants' conflicts of interest: Range of possible cases)-তে বর্ণিত পরিস্থিতিতে উক্ত পরামর্শক অযোগ্য ঘোষিত বা উহার চুক্তি বাতিল হইতে পারে।

৯১.০২ কোনো পরামর্শক এবং উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বা সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ বস্তুনিষ্ঠ ও পেশাগত পরামর্শ প্রদান এবং সর্বদা ক্রয়কারীর স্বার্থ সমুন্নত রাখার শর্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকিয়া অন্য কোনো কার্যসম্পাদন বা উহার স্বীয় যৌথ স্বার্থের সহিত সংঘাত সৃষ্টি হইতে পারে এইরূপ কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকিবে এবং ভবিষ্যতে কোনো দায়িত্ব প্রাপ্তির প্রত্যাশায় কার্যসম্পাদন করিবে না।

৯১.০৩ কোনো ক্রয়কারী কর্তৃক ইতঃপূর্বে কোনো প্রকল্পে পণ্যসরবরাহ, কার্যসম্পাদন, বা ভৌতসেবা প্রদানের জন্য যদি কোনো ব্যক্তি নিয়োজিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠান পরবর্তীকালে উক্ত পণ্য, কার্য বা সেবার ক্ষেত্রে পরামর্শক সেবা প্রদানের অযোগ্য বিবেচিত হইবে।

৯১.০৪ কোনো প্রকল্প প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের জন্য কোনো ব্যক্তিকে পরামর্শক সেবা প্রদানের জন্য নিয়োজিত করা হইয়া থাকিলে, উক্ত ব্যক্তি বা উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠান পূর্বে প্রদত্ত পরামর্শক সেবা হইতে উদ্ভূত বা সরাসরি সম্পর্কযুক্ত পণ্য সরবরাহ, পরামর্শক সেবা, ভৌতসেবা বা কার্যসম্পাদনের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হইবে।

৯১.০৫ কোনো পরামর্শক, উহার লোকবল ও সহপরামর্শকবৃন্দসহ, বা উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানকে কোনো দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত করা যাইবে না, যদি উক্ত পরামর্শক কর্তৃক একই ক্রয়কারী বা অন্য কোনো ক্রয়কারীর জন্য একই ধরনের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সংঘাতের সৃষ্টি করে।

৯১.০৬ ক্রয়কার্যে জড়িত ক্রয়কারীর কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সহিত কোনো পরামর্শক এবং উহার সহপরামর্শক ও কর্মীবৃন্দের কাহারও কোনো ব্যবসায়িক সম্পর্ক থাকিলে উহার সহিত চুক্তিসম্পাদন করা যাইবে না, যদি না পরামর্শক নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালে উক্ত সম্পর্কজনিত সংঘাতের বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনা করা হইয়া থাকে।

৯১.০৭ ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণ করিতেছে বা করিয়াছে এইরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্যে জড়িত ক্রয়কারীর কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোনো স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা থাকিলে, উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত উহার সম্পর্কের বিষয়ে একটি ঘোষণা প্রদান করিবে এবং উক্ত ক্রয়কার্যের বিনির্দেশ এবং যোগ্যতার নির্ণায়কসমূহ প্রস্তুতকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া সংশ্লিষ্ট পণ্যসরবরাহ বা কার্যসম্পাদন বা সেবাসম্পাদন এবং ক্রয়সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা পরিপূর্ণভাবে পালিত না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়ের কোনো পর্যায়ে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না।

৯২ অভিযোগ করার অধিকার

৯২.০১ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বা পরিস্থিতিতে কোনো ক্রয়কারীর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা যাইবে, যথা:

ক) প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে:

(১) বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখে প্রাকযোগ্যতার দলিল প্রস্তুত করা না থাকিলে বা সম্ভাব্য আবেদনকারীর অনুরোধে উহা প্রাপ্তিসাধ্য না করা গেলে; বা

(২) সম্ভাব্য আবেদনকারীর স্পষ্টীকরণের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে যথাসময়ে তৎসম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান না করা হইলে; বা

(৩) প্রাকযোগ্যতার দলিলে উল্লিখিত নির্ণায়কের আলোকে মূল্যায়ন কমিটি যোগ্যতা মূল্যায়ন করিতে ব্যর্থ হইলে; বা

(৪) প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণে অন্যায়ভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে মর্মে ধারণা করিবার সঙ্গত কারণ থাকিলে; বা

(৫) দুর্নীতি বা চক্রান্তমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে সন্দেহ হইলে।

খ) উন্মুক্ত, সীমিত, সরাসরি, দুই পর্যায়, এক ধাপ দুই খাম বা কোটেশন পদ্ধতির ক্ষেত্রে:

(১) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অনুচ্ছেদ ১০ অনুসরণক্রমে বিজ্ঞাপন প্রদান করা না হইয়া থাকিলে; বা

(২) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখে দরপত্র দলিল প্রস্তুত না হইয়া থাকিলে বা সম্ভাব্য দরপত্রদাতা বা কোটেশনদাতার অনুরোধে উহা প্রাপ্তিসাধ্য করা না গেলে; বা

(৩) সম্ভাব্য দরপত্রদাতার অনুরোধে যথাসময়ে ব্যাখ্যা প্রদান না করা হইলে; বা

(৪) কেবল একটি বা স্বল্পসংখ্যক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পূরণ করা সম্ভব, এইরূপ কারিগরি বিনির্দেশ প্রস্তুত করা হইলে; বা

(৫) দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞাপনে প্রদত্ত বিবৃতি মোতাবেক দরপত্র উন্মুক্ত করিতে ব্যর্থ হইলে বা দরপত্র উন্মুক্তকরণের সময় অসংগত আচরণ করা হইলে; বা

(৬) বিশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার ফলে এক বা একাধিক দরপত্র নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উন্মুক্তক্রমে উহার গোপনীয়তা ফাঁস করিয়া দেওয়া বা প্রকাশ্য সভায় দরপত্র উন্মুক্তকরণে ব্যর্থ হইলে; বা

(৭) দরপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বে প্রাপ্ত সকল দরপত্র উন্মুক্তকরণ করা না হইলে; বা

(৮) মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র দলিলে উল্লিখিত নির্ণায়কের আলোকে দরপত্র মূল্যায়ন করিতে ব্যর্থ হইলে; বা

(৯) উপ-অনুচ্ছেদ ১৮.০১ এর ক্ষেত্র ব্যতীত ক্রয়কারী কর্তৃক কৃতকার্য দরপত্রদাতার সহিত নেগোসিয়েশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইলে; বা

(১০) দুর্নীতি বা চক্রান্তমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে সন্দেহ হইলে; বা

(১১) দুই পর্যায় বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে, প্রথম পর্যায়ে দরপত্র মূল্যায়নের সময় প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে ব্যাখ্যা গ্রহণের সময় গোপনীয়তা রক্ষার শর্ত লঙ্ঘন করা হইলে।

গ) প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে:

(১) কারিগরি প্রস্তাবের খাম উন্মুক্তকরণের পর ক্রয়কারী উহার গোপনীয়তা রক্ষা করিতে ব্যর্থ হইলে; বা

(২) কারিগরি প্রস্তাব উন্মুক্তকরণের সময় আর্থিক প্রস্তাব খোলা হইলে; বা

(৩) প্রস্তাব দলিলে উল্লিখিত নির্ণায়কের ভিত্তিতে প্রস্তাব মূল্যায়ন করিতে ব্যর্থ হইলে; বা

(৪) মূল্য যেখানে মূল্যায়নের একটি নিয়ামক (factor), সেইক্ষেত্রে নেগোসিয়েশনের সময় আবেদনকারীকে তৎপ্রস্তাবিত ফিসের হার পরিবর্তনের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হইলে; বা

(৫) দুর্নীতি বা চক্রান্তমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে সন্দেহ হইলে।

৯৩ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দায়ের, নিষ্পত্তি, ইত্যাদি।

৯৩.০১ কোনো ব্যক্তিকে ০৭ (সাত) পঞ্জিকা দিবসের মধ্যে লিখিতভাবে তাহার অভিযোগ দাখিল করিতে হইবে।

৯৩.০২ ক্রয়কারী কার্যালয়ের যে কর্মকর্তা কর্তৃক দরপত্র বা প্রস্তাব দলিল ইস্যু করা হইয়াছে প্রথমত সেই কর্মকর্তার নিকট (যেমন-প্রকল্প পরিচালক, লাইন ডাইরেক্টর, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ক্রয় কর্মকর্তা, ক্রয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) কোনো ব্যক্তি লিখিতভাবে অভিযোগ দাখিল করিবে।

৯৩.০৩ উপ-অনুচ্ছেদ (৯৩.০২) এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অভিযোগের বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উহা বাতিল বা কোনো সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে কি-না তদবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

৯৩.০৪ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে, অভিযোগ বাতিলের কারণ বা উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে কি কি সংশোধনমূলক ব্যবস্থা (যেমন- দরপত্র বা প্রস্তাব দলিলের অগ্রহণযোগ্য শর্তের সংশোধনী আদেশ জারি) গ্রহণ করা হইয়াছে বা হইবে তদবিষয়ে লিখিত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করিবে।

৯৩.০৫ কোনো ব্যক্তি উপ-অনুচ্ছেদ (৯৩.০৪) এর অধীন ক্রয়কারী কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হইলে ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিকট লিখিতভাবে পুনরায় একই অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে।

৯৩.০৬ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উপ-অনুচ্ছেদ (৯৩.০৫) এর অধীন ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিকট অভিযোগ দাখিল করা হইলে:

ক) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান যদি মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি বা সদস্য হন, তাহা হইলে তিনি উক্ত অভিযোগ প্রাপ্তির পর ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে, উহা পরিচালনা পর্ষদ এর নিকট প্রেরণপূর্বক তৎসম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারীকে অবহিত করিবে; বা

খ) উক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়টি তাহার আওতাভুক্ত হইলে, তিনি অভিযোগের বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উহা বাতিল বা কোনো সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে কি-না তদবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ উল্লেখপূর্বক অভিযোগ বাতিল বা গৃহীত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাহার সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করিবে।

৯৩.০৭ কোনো ব্যক্তি ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হইলে, ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে, পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির নিকট উহার অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে।

৯৩.০৮ পরিচালনা পর্ষদ, ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে, উপ-অনুচ্ছেদ (৯৩.০৬) এবং (৯৩.০৭) এর অধীন দাখিলকৃত অভিযোগের বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উহা বাতিল বা কোনো সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ হইবে কি-না তদবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং কারণ উল্লেখপূর্বক অভিযোগ বাতিল বা কি কি সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তদবিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে লিখিতভাবে অবহিতক্রমে উক্ত সিদ্ধান্তের কপি সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারীকে প্রদান করিবে।

অষ্টম অধ্যায়

পেশাগত অসদাচরণ, ইত্যাদি

৯৪ পেশাগত অসদাচরণ, অপরাধ, চুক্তি বাতিল, ইত্যাদি

৯৪.০১ ক্রয়কারী ও ক্রয়কার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি, ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ও চুক্তি বাস্তবায়নকালে উহার কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা উহার পক্ষে অন্য কোনো এজেন্ট বা মধ্যস্থতাকারী যেন উপ-অনুচ্ছেদ (৯৪.০২) এ বর্ণিত দুর্নীতি, প্রতারণা, চক্রান্ত, জবরদস্তি বা প্রতিবন্ধকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত না হয় এবং চুক্তির মৌলিক শর্ত লঙ্ঘন হইতে বিরত থাকে - উহার নিশ্চয়তা বিধান করিবে।

৯৪.০২ এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

(ক) **"দুর্নীতিমূলক কর্ম" (Corrupt practice)** অর্থে ক্রয়প্রক্রিয়ায় বা চুক্তিসম্পাদনকালীন ক্রয়কারী কর্তৃক কোনো কার্য, সিদ্ধান্ত বা পদ্ধতি গ্রহণে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে, ক্রয়কারী বা অন্য কোনো সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উৎকোচ, চাকরি, মূল্যবান দ্রব্য বা সেবা বা আর্থিক সুবিধা প্রদানের কোনো প্রস্তাব প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার করা বা ক্রয়কারীর কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক উহা গ্রহণ বা চাওয়া বুঝাইবে এবং ক্রয়কারী বা উহার সংশ্লিষ্ট কোনো কর্মচারী এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত দুর্নীতিমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরদস্তিমূলক ও প্রতিবন্ধকতামূলক কর্মে সংশ্লিষ্ট থাকার বিষয়টিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) **"প্রতারণামূলক কর্ম" (Fraudulent practice)** অর্থে ক্রয় কার্যক্রম বা চুক্তিবাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কোনো সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করিবার জন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো মিথ্যা বিবৃতি প্রদান বা অসাধুভাবে কোনো তথ্য গোপন করা তথ্যের ভুল বা বিকৃত উপস্থাপন বুঝাইবে;

(গ) **"চক্রান্তমূলক কর্ম" (Collusive practice)** অর্থে ক্রয়কারীর, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অথবা তাহার বা তাহার কোনো কর্মচারীর সংশ্লিষ্টতায়, প্রকৃত ও অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের সংখ্যা ইচ্ছামত হ্রাস করা বা উহার মূল্য প্রতিযোগিতামূলক নয় এমন পর্যায়ে রাখার উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কোনো চক্রান্ত বা যোগসাজশমূলক কর্ম বুঝাইবে;

(ঘ) **"জবরদস্তিমূলক কর্ম" (Coercive practice)** অর্থে ক্রয় কার্যক্রমের ফলাফলকে প্রভাবিত করা বা চুক্তি বাস্তবায়নে বিঘ্ন সৃষ্টি বা স্বাভাবিকভাবে দরপত্র, আবেদনপত্র, প্রস্তাব বা কোটেশন দাখিলে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোনো ব্যক্তি বা তাহার সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করা বা ক্ষতিসাধনের হুমকি প্রদান করা বুঝাইবে; এবং

(ঙ) **"প্রতিবন্ধকতামূলক কর্ম" (Obstructive practice)** অর্থে ক্রয়সংশ্লিষ্ট তদন্তের সাক্ষ্য প্রমাণ ইচ্ছাপূর্বক নষ্ট করা, মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, বদলাইয়া ফেলা বা লুকাইয়া ফেলা, অথবা তদন্তকারীর নিকট মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া যাহাতে কোনো দুর্নীতিমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরদস্তিমূলক ও প্রতিবন্ধকতামূলক কর্মের অভিযোগের তদন্ত কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়; অথবা তদন্তকারীকে হুমকি দেওয়া, হয়রানি করা বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করা যাহাতে কেউ তদন্তসংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য প্রকাশ না করে বা তদন্তকারী তদন্তকাজ না করেন।

৯৪.০৩ যদি কোনো দুর্নীতি, প্রতারণা, চক্রান্ত বা জবরদস্তিমূলক কার্যে কোনো ব্যক্তি জড়িত হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট কোনো ক্রয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত রাখিবার পাশাপাশি ক্রয়কারী উক্ত কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া বা থাকার বিষয়ে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিবে।

৯৪.০৪ চুক্তির মৌলিক শর্ত ভঙ্গ হইবার কারণে চুক্তি বাতিল করা হইলে ক্রয়কারী অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণার্থ, প্রযোজ্যক্ষেত্রে, ন্যূনতম ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, চুক্তি বাতিল প্রক্রিয়াকরণকালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে লিখিত ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হইয়া থাকিলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে ব্যাখ্যা গ্রহণের আবশ্যকতা থাকিবে না।

৯৪.০৫ উপ-অনুচ্ছেদ (৯৪.০৩) ও উপ-অনুচ্ছেদ (৯৪.০৪) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি, ঠিকাদার, সরবরাহকারী, সেবাপ্রদানকারী বা পরামর্শকের বিরুদ্ধে ক্রয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণে অযোগ্য ঘোষণার প্রক্রিয়াকালে উক্তরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করিবা মাত্রই তাহার উপর সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী সংস্থায় ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা (Suspension) আরোপ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সাময়িক নিষেধাজ্ঞা (Suspension) আরোপ করিবার তারিখ হইতে ৪২ (বিয়াল্লিশ) দিনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে অযোগ্য ঘোষণার (Debarment) বিষয়টি নিষ্পত্তি করিতে হইবে, অন্যথায় উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্তমাত্রই সাময়িক নিষেধাজ্ঞা অকার্যকর হইয়া যাইবে।

৯৪.০৬ উপ-অনুচ্ছেদ (৯৪.০৩) ও উপ-অনুচ্ছেদ (৯৪.০৪) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যাখ্যা প্রদান না করিলে অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহার বা তাহাদের ব্যাখ্যা ক্রয়কারীর নিকট দাখিল করা হইলে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে-

(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যাখ্যা প্রদান না করিলে বা ব্যাখ্যা অগ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে, ক্রয়কারী সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, প্রযোজ্যক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত ব্যাখ্যা ও তথ্যাদি সহকারে একটি প্রতিবেদন ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিবে;

(খ) দফা (ক)-এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরে, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ০৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে অথবা প্রয়োজনে কেবল উপ-অনুচ্ছেদ (৯৪.০৩)-এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান তাঁহার বা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্য কোনো কর্মকর্তার সভাপতিত্বে, অভিযোগ সম্পর্কে প্রথম যে ক্রয় কর্মকর্তা অবহিত হইয়াছে তিনি ব্যতীত, ক্রয়কারী সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে অনধিক ০৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট বারিতকরণ প্রস্তাব পর্যালোচনা কমিটি গঠন করিতে পারিবে;

(গ) দফা (খ) এর অধীন গঠিত কমিটি ক্রয়কারীর সুপারিশ পর্যালোচনা করিয়া অনধিক ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে উক্ত বিষয়ে উহার সুপারিশ প্রদানপূর্বক একটি প্রতিবেদন ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিকট পেশ করিবে; এবং

(ঘ) দফা (গ) এর প্রদত্ত সুপারিশ বিবেচনাক্রমে প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে উপ-অনুচ্ছেদ (৯৪.০৭) অনুযায়ী ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

৯৪.০৭ উপ-অনুচ্ছেদ (৯৪.০৬) এর দফা (ক) অনুযায়ী ক্রয়কারী প্রেরিত প্রস্তাব এবং উপ-অনুচ্ছেদ (৯৪.০৬)-এর দফা (খ) অনুযায়ী, বারিতকরণ প্রস্তাব পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা করিয়া ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে:

(ক) উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোনো চুক্তিসম্পাদনের নোটিশ প্রদান বা চুক্তিস্বাক্ষর করা হইয়া থাকিলে উহা বাতিল করিবার উদ্যোগ গ্রহণ;

(খ) উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ভবিষ্যতে সকল সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনধিক দুই (২) বৎসরের জন্য অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা।

৯৪.০৮ উপ-অনুচ্ছেদ (৯৪.০৭) এর দফা (খ) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অযোগ্য ঘোষণার মাধ্যমে ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণে বিরত রাখার (Debarment) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে ক্রয়কারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সরকারি ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবার বিষয়টি উহাকে সম্বোধনকৃত একটি পত্রযোগে অবহিত করিবে এবং বিপিপিএ-এর ওয়েবসাইটে

ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ হইতে বারিত ব্যক্তিদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রকাশের জন্য বিপিপিএকে উহার কপি প্রদান করিবে।

৯৪.০৯ উপ-অনুচ্ছেদ (৯৪.০৭)-এর অধীন গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ ক্রয়কারী কর্তৃক বিপিপিএ-এর জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করিতে হইবে এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত ও উহার কারণ ক্রয় কার্যক্রমের রেকর্ডে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৯৪.১০ আইন ও এই নীতিমালা প্রযোজ্য হওয়া সাপেক্ষে, কোনো ব্যক্তি বা ক্রয়কারীর কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী যদি পেশাগত অসদাচরণ সংক্রান্ত কোনো অপরাধ করে তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে আইনের ধারা ৬৪(৩) ও (৪), দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

উদাহরণ-১: ক্রয়প্রক্রিয়াকরণ বা চুক্তি বাস্তবায়নকালে কোনো কাজ করা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা কোনো পদ্ধতি প্রয়োগে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি বা উহার কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী বা উহার পক্ষে কোনো মধ্যস্থতাকারী, ক্রয়কারীর কোনো কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বা ক্রয়প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত অন্য কোনো সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আইনত প্রাপ্য সম্মানি ব্যতীত, কোনো চাকুরী বা অন্য কোনো মূল্যবান দ্রব্য বা সেবাপ্রদান, উৎকোচপ্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকারকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং ক্রয়কারীর ও ক্রয় প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাবৃন্দ দুর্নীতিমূলক কর্মে জড়িত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (Penal Code)-এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ (ধারা ১৬১ হইতে ১৭১) অথবা Prevention of Corruption Act, 1947-এর সংশ্লিষ্ট ধারার অধীন শাস্তিযোগ্য হইবে।

উদাহরণ-২: কোনো ক্রয়কার্যক্রমে বা চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদানকে প্রভাবিত করিবার জন্য কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী বা কোনো ব্যক্তি প্রতারণা বা অসততার সহিত কোনো দলিল বা উহার অংশবিশেষ প্রস্তুত স্বাক্ষর ও মোহরযুক্ত করে বা সম্পাদন করে বা কোনো দলিল যে জাল তাহা বিশ্বাস করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি থাকা সত্ত্বেও উহা ব্যবহার করে বা কোনো মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করে বা নকল ট্রেডমার্ক ব্যবহার করে, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা ব্যক্তি দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী (ধারা ৪৬৫ হইতে ৪৮৯) উহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণ-৩: অযৌক্তিকভাবে দরপত্রের সংখ্যা হ্রাস বা সাজানো মূল্যসংবলিত দরপত্র দাখিলের জন্য ক্রয়কারীর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অথবা তাহার বা তাহার কোনো কর্মচারীর সংশ্লিষ্টতায় উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার সুফল হইতে উহাকে বঞ্চিত করিবার লক্ষ্যে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোনো অসৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বা উহার আয়োজনে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে উহা চক্রান্তমূলক অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ধারা ১২০-এ এবং ধারা ১২০-বি (২) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য হইবে।

উদাহরণ-৪: প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি বা হুমকির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা তাঁহার সম্পত্তির উপর বিপদাশঙ্কা সৃষ্টি করিয়া কোনো বেআইনি কাজ করিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা বা আইনত করণীয় কাজে বিঘ্ন সৃষ্টিসহ আবেদন, দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলে বাধাপ্রদান দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ৫০৩ অনুযায়ী অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং ধারা ৫০৬ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য হইবে।

উদাহরণ-৫: কোনো ক্রয়কারী কর্তৃক প্রক্রিয়াকৃত ক্রয়ের বিপরীতে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অভিযোগের সত্যতা যাচাই ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত গঠিত তদন্ত কমিটির চাহিদা মোতাবেক তথ্য বা দলিলাদি প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন অথবা অহেতুক বা ইচ্ছাকৃত বিলম্ব করা, অসত্য তথ্য প্রদান বা প্রকৃত তথ্য গোপন করা, ইত্যাদিতে জড়িত থাকিলে সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী বা তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো কর্মচারী অথবা কোনো দরপত্রদাতা বা ইকনোমিক অপারেটর প্রতিবন্ধকতামূলক কর্মে জড়াইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ধারা ১৭৫, ১৭৭ এবং ১৮৮ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য হইবে।

নবম অধ্যায়

ক্রয়ে ইলেকট্রনিক পরিচালন (e-GP) পদ্ধতির ব্যবহার, ইত্যাদি

৯৫ ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতিতে ক্রয়

৯৫.০১ ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি, ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় বিপিপিএ-এর "প্রকিউরিং এজেন্সি" হিসাবে রেজিস্ট্রেশনকৃত হওয়ায় ক্রয়ে ইলেকট্রনিক পরিচালন (e-GP) পদ্ধতি ব্যবহার করা যাইবে।

৯৫.০২ এই পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিপিপিএ কর্তৃক প্রণীত e-GP গাইড লাইন অনুসরণ করিতে হইবে।

৯৫.০৩ ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রয়ের ক্ষেত্রে, এই ক্রয় নীতিমালার বিধানের সাথে ইলেকট্রনিক পরিচালন (e-GP) গাইড লাইন এর কোনো বিরোধ (Conflict) দেখা দিলে e-GP গাইড লাইন প্রাধান্য পাইবে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১

ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদনের সময়সীমা

অনুমোদন পদ্ধতি / অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	কারিগরি সাব কমিটি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র/ প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান	পরিচালনা পর্ষদ	মোট সময়	
					কারিগরি সাব কমিটি প্রযোজ্য না হইলে	কারিগরি সাব কমিটি প্রযোজ্য হইলে
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	২ সপ্তাহ	৪ সপ্তাহ	১ সপ্তাহ অনুমোদন + ৩ কার্যদিবস NOA ইস্যু	প্রযোজ্য নয়	৬ সপ্তাহ	৮ সপ্তাহ
ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান	৩ সপ্তাহ	৫ সপ্তাহ	২ সপ্তাহ অনুমোদন + ৩ কার্যদিবস NOA ইস্যু	প্রযোজ্য নয়	৮ সপ্তাহ	১১ সপ্তাহ
পরিচালনা পর্ষদ	৩ সপ্তাহ	৫ সপ্তাহ	২ সপ্তাহ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষা + ৩ কার্যদিবস NOA ইস্যু	২ সপ্তাহ অনুমোদন	১০ সপ্তাহ	১৩ সপ্তাহ
দুই পর্যায়/ দুই খাম বিশিষ্ট ক্রয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে (যেখানে আর্থিক প্রস্তাব খোলার আগে কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন) উল্লিখিত সময়সীমা ২ সপ্তাহ বৃদ্ধি করা যাইবে।						
যে ক্রয় পদ্ধতিতে নেগোসিয়েশন প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত ২ সপ্তাহ সময় বৃদ্ধি করা যাইবে।						
যদি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ মূল্যায়ন কমিটির নিকট কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা আহ্বান করে, তবে অতিরিক্ত ২ সপ্তাহ (ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তার নিম্ন পদমর্যাদার অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে) অথবা ৩ সপ্তাহ (পরিচালনা পর্ষদের জন্য) সময় বৃদ্ধি করা যাইবে।						
আগ্রহব্যক্তকরণপত্র এবং প্রাকযোগ্যতা আবেদনপত্র মূল্যায়নের জন্য, প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তার নিম্ন পদমর্যাদার অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের আওতাধীন প্যাকেজগুলির জন্য ৩ সপ্তাহ এবং পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনের আওতাধীন প্যাকেজগুলির জন্য ৫ সপ্তাহ সময় পাইবে।						
যদি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ পুনর্মূল্যায়ন করার জন্য অনুরোধ করে, তবে অনুমোদনের সময়সীমা নিম্নরূপে বৃদ্ধি করা যাইবে: ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তার নিম্ন পদমর্যাদার অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের জন্য ২ সপ্তাহ, এবং পরিচালনা পর্ষদের জন্য ৩ সপ্তাহ।						
উপর্যুক্ত সময়সীমা ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদনের সর্বোচ্চ সীমা। ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের নিজ নিজ কাজ যথাসম্ভব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।						

পরিশিষ্ট-২

পণ্য, কার্য, ভৌতসেবা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ের আদর্শ দলিলসমূহের তালিকা

সারণি-১ (পণ্য)

ক্র. নং	কোড নাম	উৎস	ক্রয়পদ্ধতি, ধরন ও আর্থিক মূল্যসীমা
১	পিজি ১	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	কোটেশনের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনুরোধ জ্ঞাপনের জন্য আদর্শ দলিল (SRFQ)
২	পিজি ২	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	সীমিত অথবা উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) (টাকা ৫০.০০ লক্ষ পর্যন্ত)
৩	পিজি ৩	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) (টাকা ৫০.০০ লক্ষ-এর অধিক)
৪	পিজি ৩-এ	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে উন্মুক্ত বা সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) (দরপত্র পদ্ধতি সাপেক্ষে প্রযোজ্য মূল্যমান অনুযায়ী)
৫	পিজি ৪	আন্তর্জাতিক ক্রয়	উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) (যে কোনো মূল্যমানের)
৬	পিজি ৫-এ	অভ্যন্তরীণ/আন্তর্জাতিক ক্রয়	প্লান্ট ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং সংস্থাপনের জন্য আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) ['টার্ন কি চুক্তির আওতায়' এক ধাপ দুই খাম বিশিষ্ট পদ্ধতির জন্য প্রযোজ্য হইবে) (যে-কোনো মূল্যমানের)
৭	পিজি ৫-বি	অভ্যন্তরীণ/আন্তর্জাতিক ক্রয়	প্লান্ট ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং সংস্থাপনের জন্য আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) ['টার্ন কি চুক্তির আওতায়' দুই পর্যায় বিশিষ্ট পদ্ধতির জন্য প্রযোজ্য হইবে) (যে-কোনো মূল্যমানের)
৮	পিজি ৬	আন্তর্জাতিক ক্রয়	কোটেশনের মাধ্যমে বিভাজ্য (Divisible) পণ্য সামগ্রী অধিক পরিমাণে (in bulk) সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনুরোধ জ্ঞাপনের জন্য আদর্শ দলিল (SRFQ) (যে-কোনো মূল্যমানের)
৯	পিজি ৭	অভ্যন্তরীণ/আন্তর্জাতিক ক্রয়	আইটি ইকুইপমেন্ট, ইতোমধ্যে প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যার সংগ্রহের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) (যে-কোনো মূল্যমানের)
১০	পিকিউজি	অভ্যন্তরীণ/আন্তর্জাতিক ক্রয়	প্লান্ট ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ স্থাপনের ক্ষেত্রে (টাকা ১৫.০০ কোটির উর্ধ্বে) এবং নির্দিষ্ট নকশা ও মাপে যন্ত্রপাতি তৈরি (custom designed equipment) (টাকা ৫.০ কোটির উর্ধ্বে) প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণে আদর্শ দলিল (PQG)
১১	এসএএফই-এ	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তালিকাভুক্তির জন্য আদর্শ আবেদন ছক (SAFE-A) (টাকা ৫০.০০ লক্ষ পর্যন্ত)
১২	পিজি ৮	অভ্যন্তরীণ/আন্তর্জাতিক ক্রয়	এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে উচ্চ কারিগরি বিনির্দেশসম্পন্ন পণ্য ক্রয়ের জন্য আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) (যে-কোনো মূল্যমানের)
১৩	পিজি ৯	অভ্যন্তরীণ/আন্তর্জাতিক ক্রয়	সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে পণ্য ক্রয়ের জন্য আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) (যে-কোনো মূল্যমানের)
১৪	এসএডিই-১	আন্তর্জাতিক ক্রয়	এলএনজি ক্রয়ে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতির জন্য তালিকাভুক্তির নিমিত্ত আবেদনের আদর্শ দলিল

সারণি-২ (কার্য)

ক্র. নং	কোড নাম	উৎস	ক্রয়পদ্ধতি, ধরন ও আর্থিক সেবা
১	পিডব্লিউ ১	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	কোটেশনের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে অনুরোধ জ্ঞাপনের জন্য আদর্শ দলিল (SRFQ)
২	পিডব্লিউ ২-এ	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) (টাকা ৫.০০ কোটি পর্যন্ত)
৩	পিডব্লিউ ২-বি	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	সীমিত দরপত্রের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) (টাকা ৫.০০ কোটি পর্যন্ত)

ক্র. নং	কোড নাম	উৎস	ক্রয়পদ্ধতি, ধরন ও আর্থিক সেবা
৪	পিডব্লিউ ৩	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD): (প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণ ব্যতিরেকে) (টাকা ৫.০০ কোটির উর্ধ্বে যে-কোনো মূল্যমানের)
৫	পিডব্লিউ ৩-এ	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD): (যে-কোনো মূল্যমানের)
৬	পিডব্লিউ ৩-ডি	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পের অধীন কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD): (প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণ ব্যতিরেকে) (যে-কোনো মূল্যমানের)
৭	পিকিউডব্লিউ ৪	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে (টাকা ৫০.০০ কোটির উর্ধ্বে) এবং রক্ষণাবেক্ষণ কার্যের ক্ষেত্রে (টাকা ৫.০ কোটির উর্ধ্বে) প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণের জন্য আদর্শ দলিল (SPD)
৮	পিডব্লিউ ৪	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD): (প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণসহ) (টাকা ৫০.০০ কোটির উর্ধ্বে যে কোনো মূল্যমানের কার্যের ক্ষেত্রে)
৯	পিকিউডব্লিউ ৫	আন্তর্জাতিক ক্রয়	কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে (টাকা ৫০.০০ কোটির উর্ধ্বে) প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণের জন্য আদর্শ দলিল (SPD)
১০	পিডব্লিউ ৫	আন্তর্জাতিক ক্রয়	উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD): (প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণসহ) (টাকা ৫০.০০ কোটির উর্ধ্বে যে-কোনো মূল্যমানের কার্যের ক্ষেত্রে)
১১	পিডব্লিউ ৬	আন্তর্জাতিক ক্রয়	উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD): (প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণ ব্যতিরেকে) (যে-কোনো মূল্যমানের)
১২	পিডব্লিউ ৭	আন্তর্জাতিক ক্রয়	এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD): (যে-কোনো মূল্যমানের)
১৩	এসএএফই-বি	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন ছক (SAFE-B) (টাকা ৫.০০ কোটি পর্যন্ত)

সারণি-৩: (ভৌতসেবা)

ক্র. নং	কোড নাম	উৎস	ক্রয় পদ্ধতি, ধরন ও আর্থিক সেবা
১	পিপিএস ১-এ	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	কোটেশনের মাধ্যমে ভৌতসেবার ক্ষেত্রে অনুরোধ জ্ঞাপনের জন্য আদর্শ দলিল (SRFQ) (আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সেবাপ্রদানকারী নিয়োগ)
২	পিপিএস ১-বি	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	কোটেশনের মাধ্যমে ভৌতসেবার ক্ষেত্রে অনুরোধ জ্ঞাপনের জন্য আদর্শ দলিল (SRFQ) (অন্যান্য ভৌতসেবা ক্রয়ের নিমিত্ত)
৩	পিপিএস-২	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	উন্মুক্ত/সীমিত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) (যে-কোনো মূল্যমানের) (আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সেবাপ্রদানকারী নিয়োগ)
৪	পিপিএস-৩	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	উন্মুক্ত/সীমিত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) (যে-কোনো মূল্যমানের) (অন্যান্য ভৌতসেবা ক্রয়ের নিমিত্ত)
৫	পিপিএস-৪	অভ্যন্তরীণ/আন্তর্জাতিক ক্রয়	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) (যে-কোনো মূল্যমানের)
৬	এসএএফই-সি	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	ভৌতসেবা সম্পাদনের ক্ষেত্রে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন ছক (SAFE-C) (টাকা ৫০.০০ লক্ষ পর্যন্ত)

সারণি-৪: (বুদ্ধিবৃত্তিক এবং পেশাগতসেবা)

ক্র. নং	কোড নাম	উৎস	ক্রয় পদ্ধতি, ধরন ও আর্থিক সেবা
১	পিএস ১	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	সামাজিক সেবামূলক (Community Services) সংগঠন নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFP)
২	পিএস ২	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	এনজিও নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFP)
৩	পিএস ৩	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	থোকচুক্তি (lump-sum) ব্যক্তি পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আবেদন দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFA)

ক্র. নং	কোড নাম	উৎস	ক্রয় পদ্ধতি, ধরন ও আর্থিক সেবা
৪	পিএস ৪	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	সময়ভিত্তিক (time-based) ব্যক্তি পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFA)
৫	পিএস ৫	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFP) (Simple থোকচুক্তি টাকা ১.০০ কোটি পর্যন্ত)
৬	পিএস ৬	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFP) (Simple সময়ভিত্তিক টাকা ১.০০ কোটি পর্যন্ত)
৭	পিএস ৭	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFP) (জটিল ও থোকচুক্তি- টাকা ১.০০ কোটি এর উর্ধ্বে)
৮	পিএস-৭-এ	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	সফটওয়্যার উন্নয়নসংক্রান্ত এবং তথ্যপ্রযুক্তিগত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFP) (জটিল ও থোকচুক্তি- টাকা ১.০০ কোটি এর উর্ধ্বে)
৯	পিএস ৮	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFP) (জটিল ও সময়ভিত্তিক চুক্তি- টাকা ১.০০ কোটি এর উর্ধ্বে)
১০	পিএস ৯	আন্তর্জাতিক ক্রয়	থোকচুক্তি (lump-sum) ব্যক্তি পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আবেদন দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFA)
১১	পিএস ১০	আন্তর্জাতিক ক্রয়	সময়ভিত্তিক (time-based) ব্যক্তি পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আবেদন দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFA)
১২	পিএস ১১	আন্তর্জাতিক ক্রয়	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFP) (থোক চুক্তি, যে-কোনো মূল্যমানের)
১৩	পিএস ১২	আন্তর্জাতিক ক্রয়	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFP) (সময় ভিত্তিক চুক্তি, যে-কোনো মূল্যমানের)
১৪	পিএস ১৩	আন্তর্জাতিক ক্রয়	সফটওয়্যার উন্নয়নসংক্রান্ত এবং তথ্যপ্রযুক্তিগত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFP) (জটিল ও থোকচুক্তি (যে কোনো মূল্যমানের)।

সারণি-৫ (মূল্যায়ন ও অন্যান্য)

ক্র. নং	কোড নাম	বিষয়
১	ইভিজি	পণ্যক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত ছক ও নির্দেশাবলী।
২	ইভিডব্লিউ	কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত ছক ও নির্দেশাবলী।
৩	ইভিপিএস	ভৌতসেবা সম্পাদনের ক্ষেত্রে দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত ছক ও নির্দেশাবলী।
৪	ইভিএস	বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগতসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত ছক ও নির্দেশাবলী।
৫	পিপিপিআর	ক্রয় প্রক্রিয়া-উত্তর পুনরীক্ষণ (Procedure for Procurement Post Review) পদ্ধতি।

পরিশিষ্ট-৩

ফ্লো-ডায়াগ্রাম – উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি

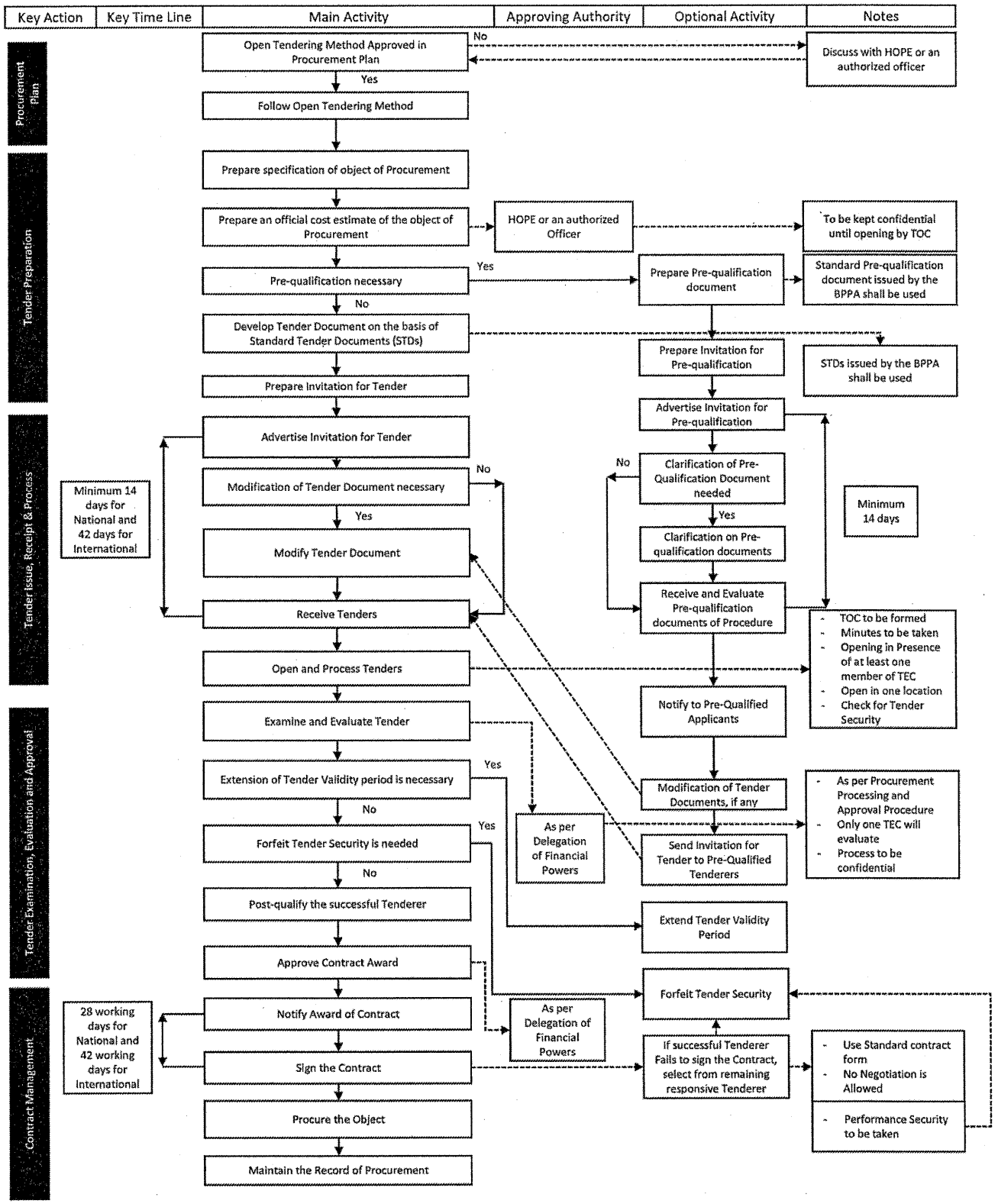

পরিশিষ্ট-৪

ফ্লো-ডায়াগ্রাম – সীমিত দরপত্র পদ্ধতি

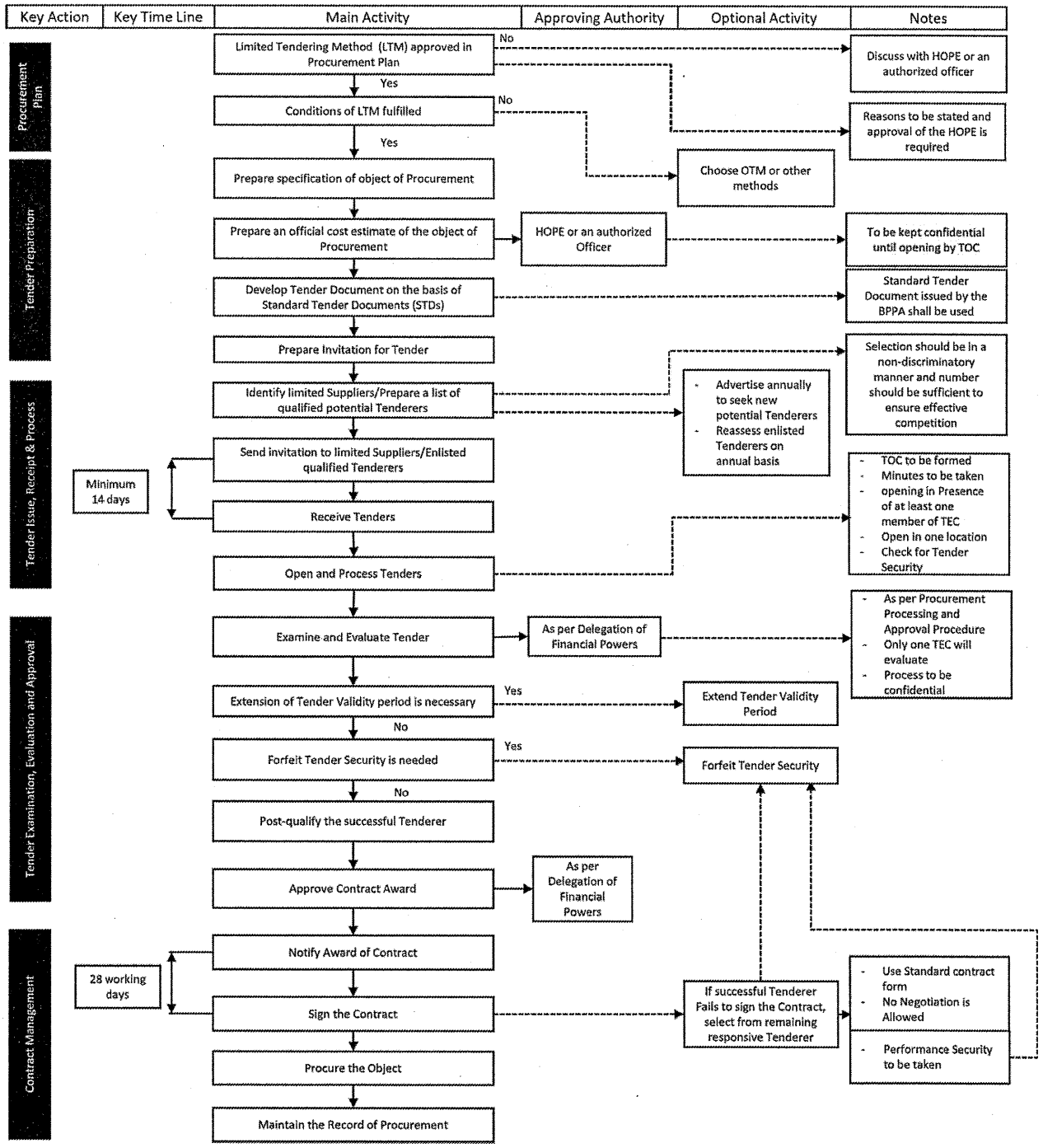

পরিশিষ্ট-৫

ফ্লো-ডায়াগ্রাম – দুই পর্যায় বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি

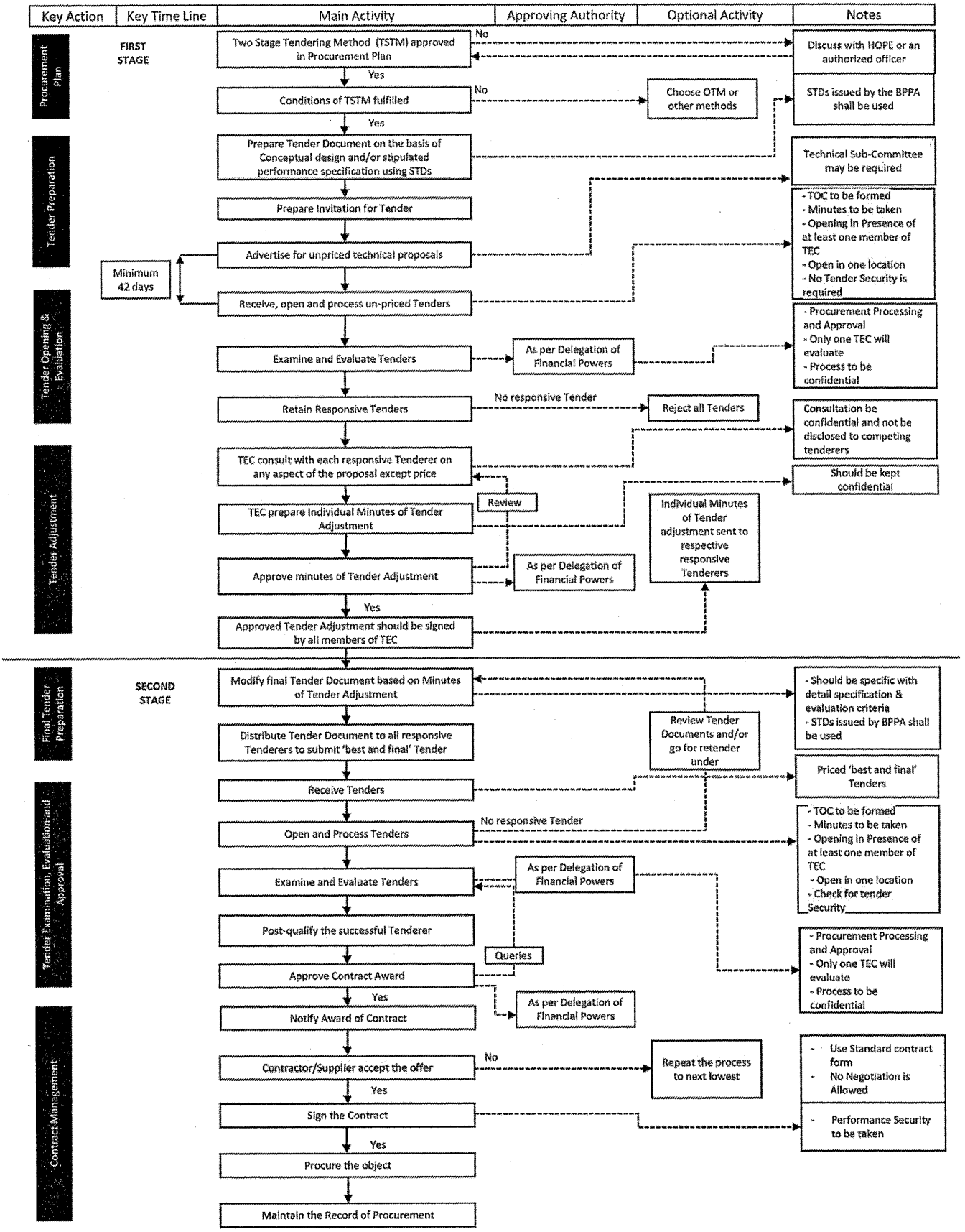

পরিশিষ্ট-৬

ফ্লো-ডায়াগ্রাম – এক ধাপ দুইখাম পদ্ধতি

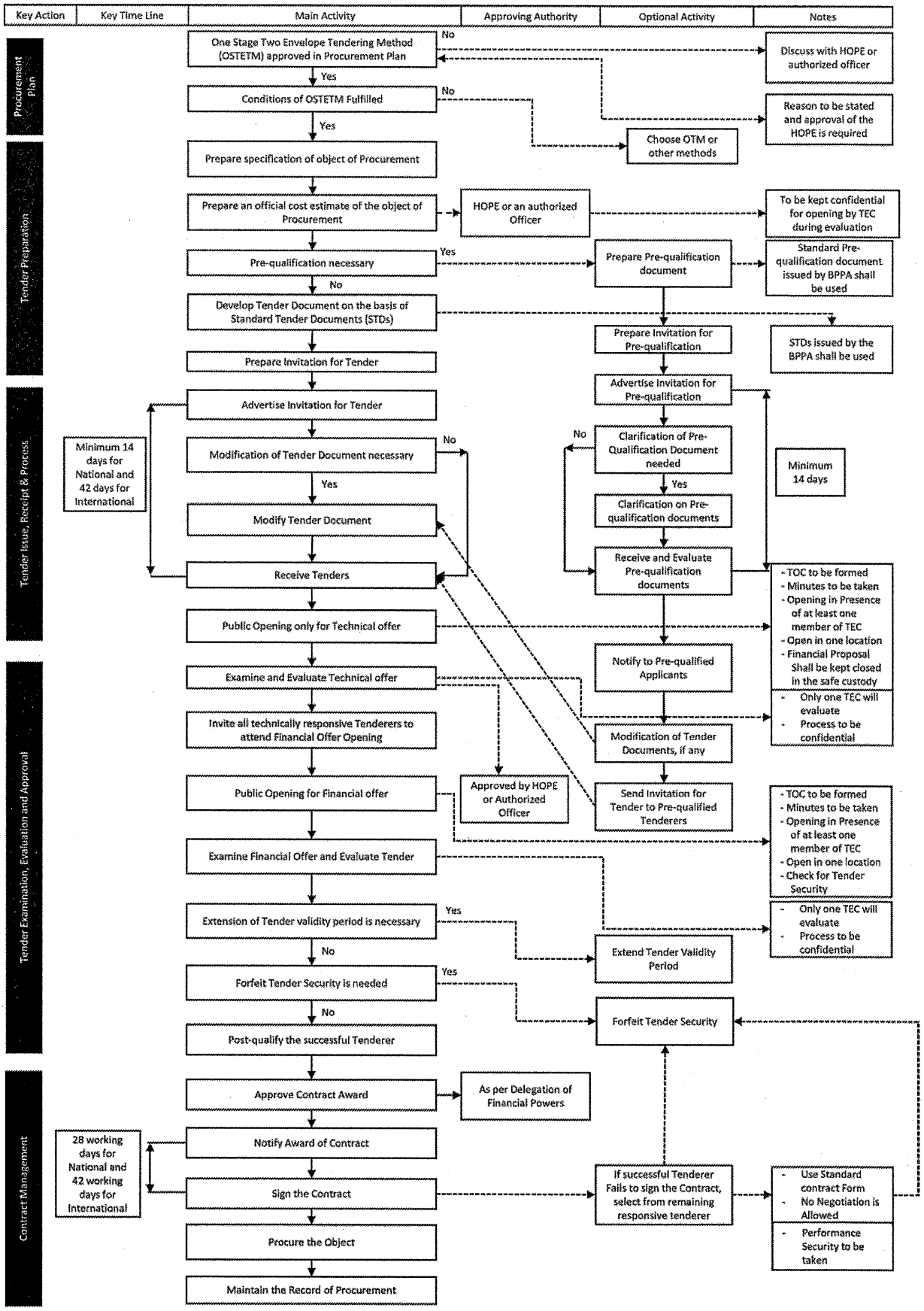

পরিশিষ্ট-৭

ফ্লো-ডায়াগ্রাম – কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি

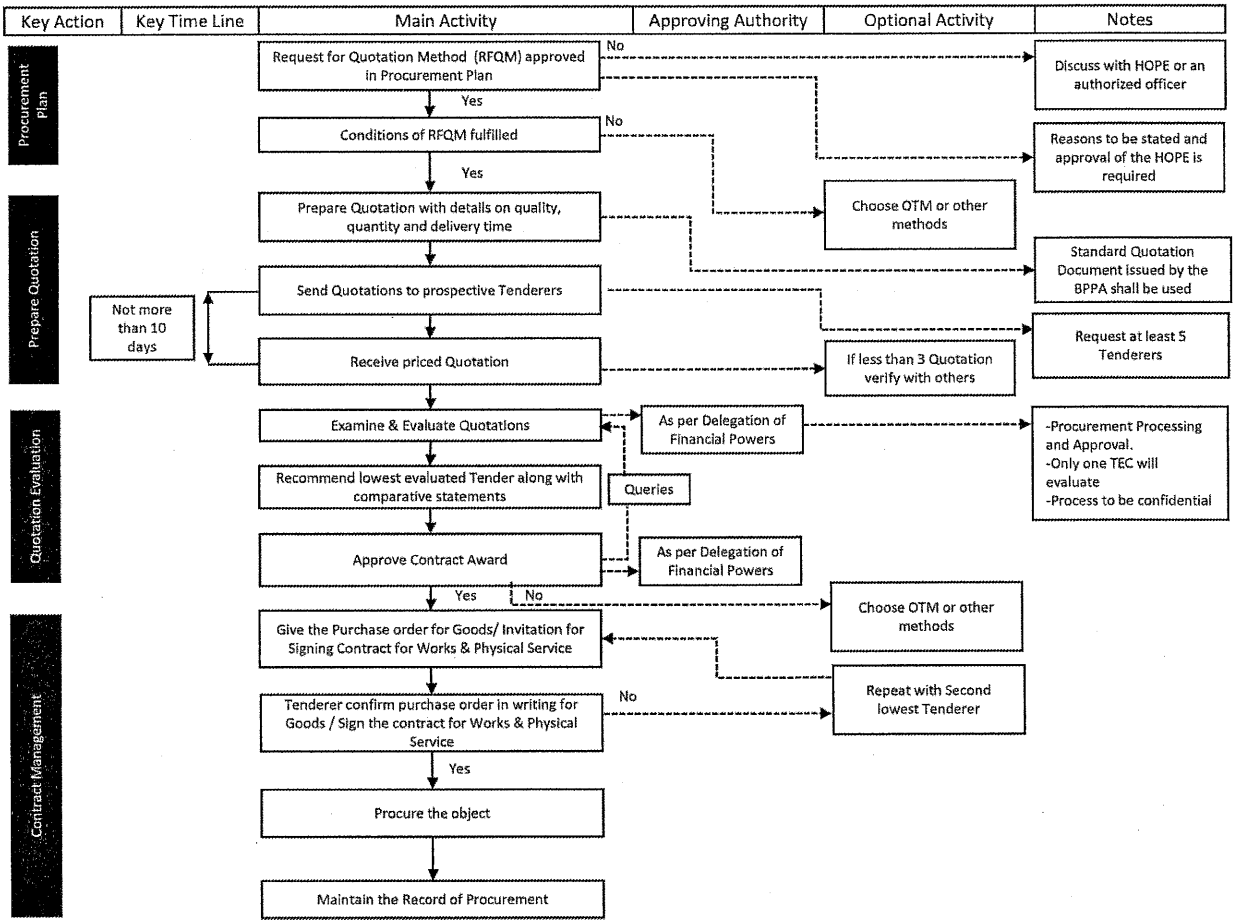

পরিশিষ্ট-৮

ফ্লো-ডায়াগ্রাম – সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি

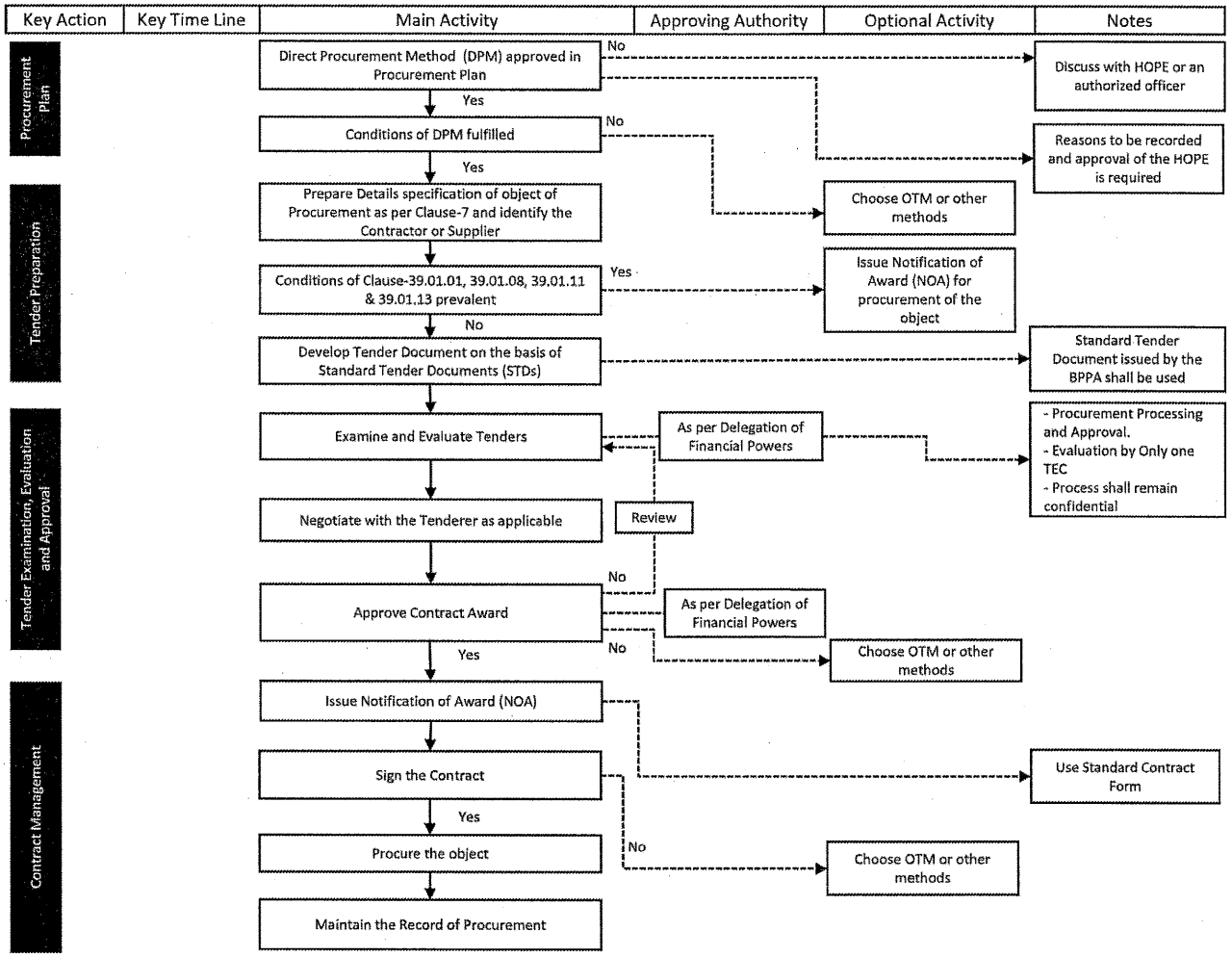

পরিশিষ্ট-৯

ফ্লো-ডায়াগ্রাম – গুণগত মান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি

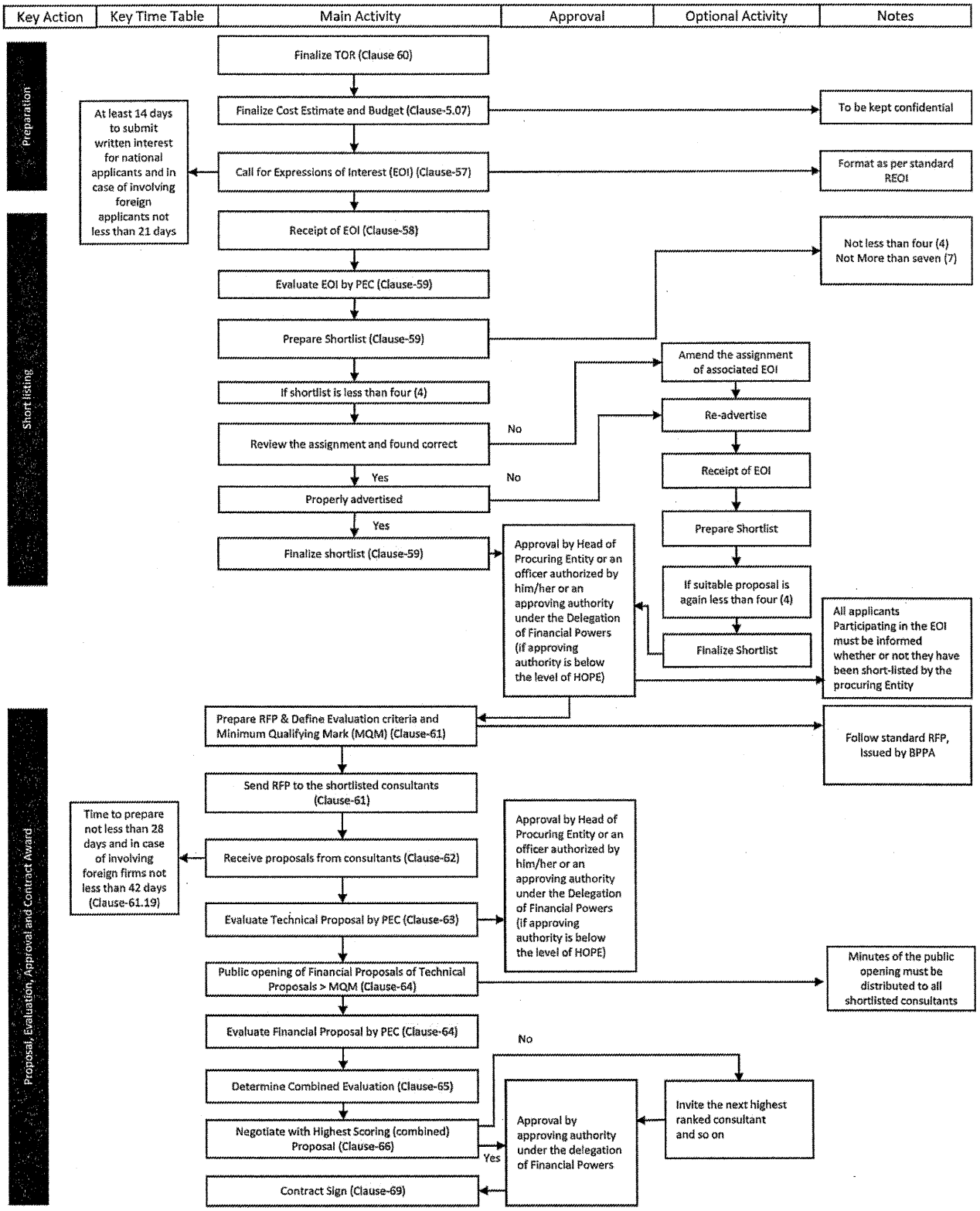

পরিশিষ্ট-১০

ফ্লো-ডায়াগ্রাম – নির্দিষ্ট বাজেটভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি

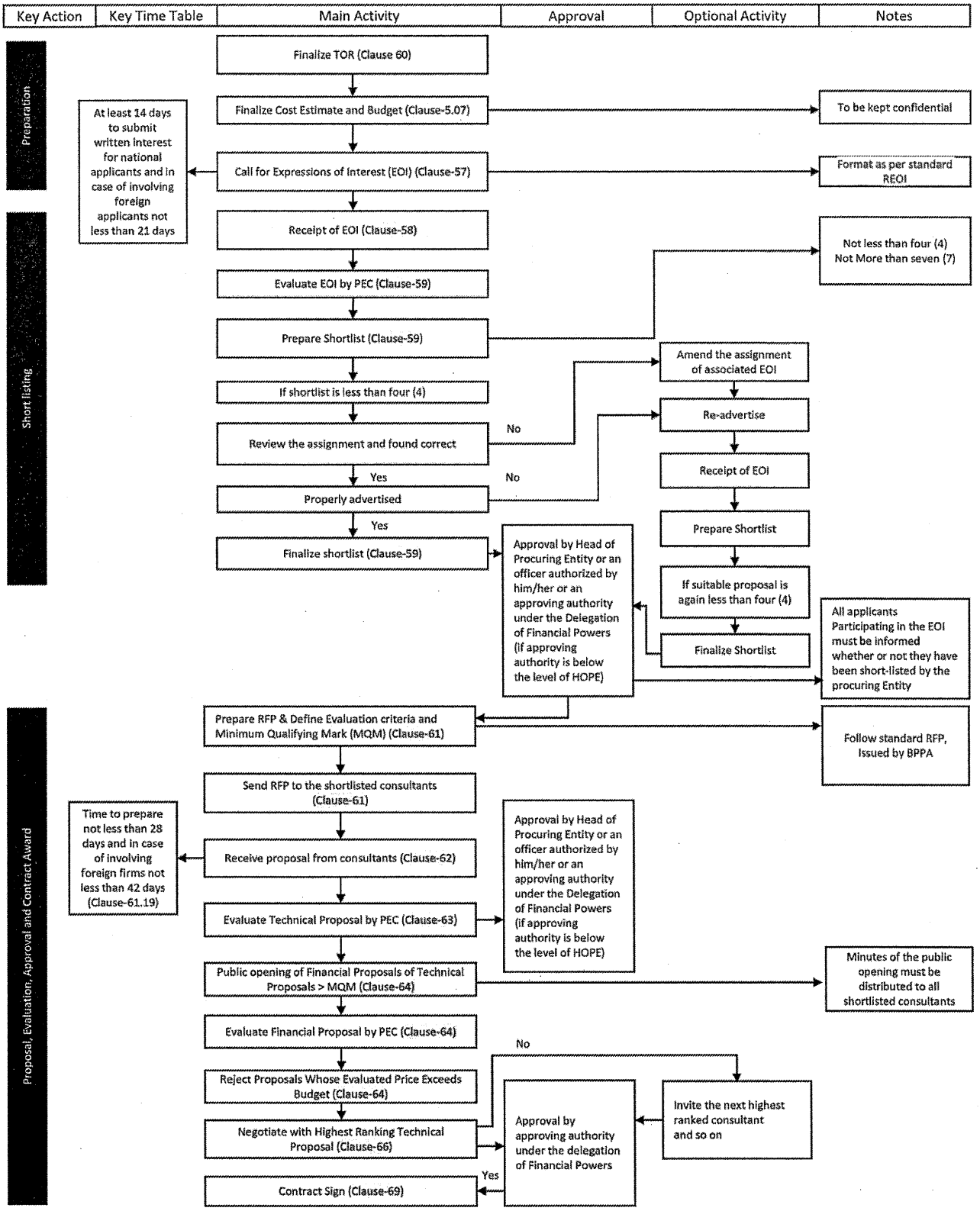

পরিশিষ্ট-১১

ফ্লো-ডায়াগ্রাম – সর্বনিম্ন ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি

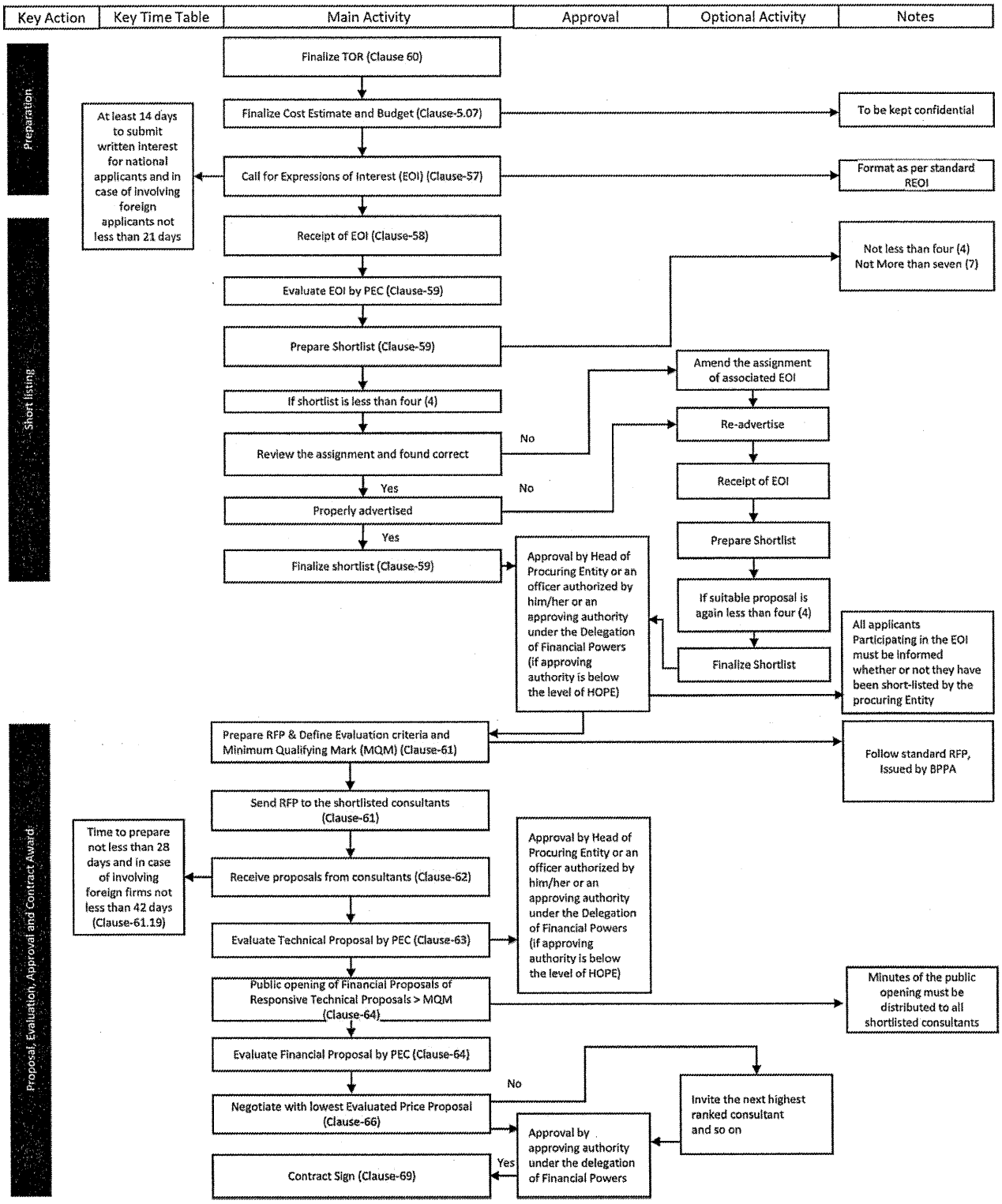

পরিশিষ্ট-১২

ফ্লো-ডায়াগ্রাম – একক উৎস ভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচন পদ্ধতি

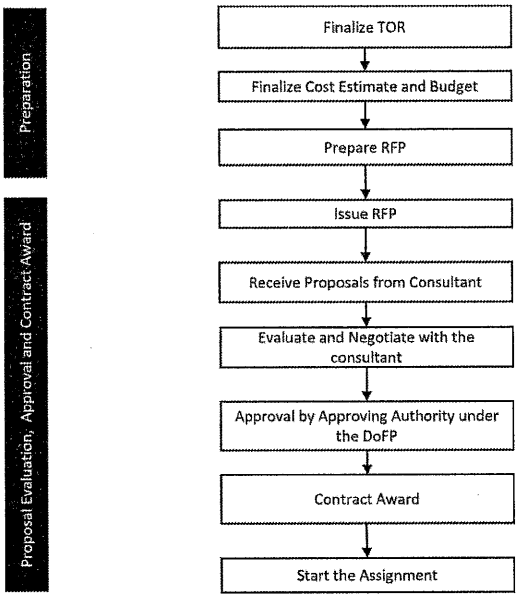

পরিশিষ্ট-১৩
স্বার্থের সংঘাত

[অনুচ্ছেদ ৯১ দ্রষ্টব্য]

(Consultant Conflicts of Interest: Range of Possible Cases)

Category of Consultant Conflicts	Example	Is the Consultant allowed to take part	Risk for Client: Consultant may	Mitigation of Risk
Supply of goods and works whose specifications were prepared by the consultants	Equipment, computers	No	Favor its associates	Disqualification of consultant and affiliates
Continuation assignments	Detailed design after feasibility study	Yes	Influence TOR, bias feasibility-study recommendations	TOR of continuation drafted by third party who validates feasibility
Conflicting assignments	Environmental audit of consultants' project design by the same consultants	No	Apply partiality in assessing its own designs	Disqualify the consultant
Related assignment other than continuation	Restructured study of a public asset after preparing privatization plan	Yes (permissible upon conditions)	Unduly influence TOR of related assignment	Have third party draft TOR, or disqualify the consultant
Related assignment for competing clients	Study of a project competing-with another client's project	No (permissible upon conditions)	Advice to client(s) may be biased	Disqualify the consultant, or both clients agree on scope of work
Related unnecessary assignments	Study of superfluous alternatives	No	Featherbedding*	Disqualify the consultant
Unrelated useful assignments	Study of future projects	Yes	n. a	n. a
Conflicting relationships	A consultant's staff has a family relationship with a client's staff involved in the selection process	No (permissible upon conditions)	Be unduly favored in the proposal evaluation process	Exclude the client's staff from the selection process, or disqualify the consultant
Conflicting relationships	The consultant includes a client employee in its technical proposal	No (permissible upon conditions)	Be unduly favored in the proposal evaluation process	The consultant shall attach to its proposal a client's certification stating that the involved client's employee is on leave without pay

*Featherbedding is the practice of requiring an employer to hire more workers than needed to handle a job.

পরিশিষ্ট-১৪

উল্লেখযোগ্যরূপে নিম্নমূল্যের দরপত্রসমূহকে (Significantly low-priced tender) চিহ্নিতকরণ

অভ্যন্তরীণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক উল্লেখযোগ্যরূপে নিম্নমূল্যের দরপত্রসমূহকে (Significantly low-priced tender) চিহ্নিতকরণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

উল্লেখযোগ্যরূপে নিম্নমূল্যের দরপত্র (Significantly low-priced tender বা সংক্ষেপে SLT) বলিতে এমন একটি দরপত্রকে বুঝায়, যেখানে দরপত্রদাতা উক্ত দরপত্রের মূল্য এবং উহার অন্যান্য উপাদানসমূহ, সংশ্লিষ্ট ক্রয়ের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য, নিকট-সাম্প্রতিক বাজারমূল্য ও অন্যান্য গ্রহণযোগ্য দরদাতাগণের প্রদত্ত মূল্য সাপেক্ষে, এতোটাই কম প্রদান করিয়াছেন যে, দরপত্রদাতা তাহার প্রদত্ত মূল্যে চুক্তিসম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন না মর্মে ক্রয়কারীর নিকট গুরুতর উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে।

২। উল্লেখযোগ্যরূপে নিম্নমূল্যের দরপত্রকে প্রাথমিকভাবে ক্রয়কারীর জন্য বেশ সুবিধাজনক (আর্থিক দিক বিবেচনায়) মর্মে প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবে শেষ পর্যন্ত ইহা সার্বিক ব্যয়বৃদ্ধি, নিম্নমানের ফলাফল (Low-quality output), চুক্তিসম্পাদনে বিলম্ব এমনকি অপ্রত্যাশিতভাবে চুক্তির অবসানেরও কারণ হইতে পারে। অর্থাৎ উল্লেখযোগ্যরূপে নিম্নমূল্যের দরপত্র গ্রহণ করিলে ক্রয়চুক্তি ঝুঁকির মুখে পড়িতে পারে, কারণ কতিপয় দরদাতা চুক্তি পাইবার লক্ষ্যে এমন নিম্নদর প্রদান করিয়া থাকেন যাহারা ঘোষিতমূল্যে কাজ শেষ করিতে সক্ষম নাও হইতে পারেন অথবা দরপত্র প্রণয়নে ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন এবং প্রদত্তমূল্যে কাজ সম্পন্ন করিতে অক্ষম হইতে পারেন। ফলশ্রুতিতে ক্রয়কারীকে একটি দুর্বল (Non-performing) ইকনোমিক অপারেটরের সহিত চুক্তি ব্যবস্থাপনায় বা ক্রয়কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য নূতন ইকনোমিক অপারেটর নির্বাচন করিতে অতিরিক্ত সময় ও অর্থব্যয় করিতে হয়।

৩। দরপত্রসমূহ মূল্যায়নকালে কারিগরিভাবে গ্রহণযোগ্য সকল দরদাতাদের (সর্বনিম্ন দুইটি দরপত্রের ক্ষেত্রে) প্রস্তাবিত মূল্যসমূহ, অনুচ্ছেদ ৪-এ বর্ণিত পন্থায় ক্রয়ের ক্যাটেগরি ভিত্তিতে নির্ণীত অভ্যন্তরীণ ক্রয় প্রক্রিয়ায় সাম্প্রতিক মূল্যসূচক এর ভিত্তিতে প্রাপ্ত দর এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যকে বিবেচনায় নিয়ে একটি ভারযুক্ত গড় (Weighted Average) নির্ণয় করিতে হইবে, যেখানে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের ভার (Weight) হইবে ০.২০, অভ্যন্তরীণ ক্রয় প্রক্রিয়ায় সাম্প্রতিক মূল্যসূচকের ভিত্তিতে প্রাপ্ত দরের ভার হইবে ০.৩০ এবং সকল গ্রহণযোগ্য দরদাতাদের মূল্যসমূহের ভার (Weight) হইবে ০.৫০; এবং যাহার গাণিতিক সূত্র হইবে নিম্নরূপ:

$$\bar{x} = 0.5 \times \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i + 0.2 \times x_{OCE} + 0.3 \times x_{NPPI}$$

উপরের সমীকরণে $\bar{x}$ = ভারযুক্ত গড়, x_i = গ্রহণযোগ্য দরদাতাদের প্রস্তাবিত মূল্য, n = গ্রহণযোগ্য দরপত্রের সংখ্যা, x_{OCE} = দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য এবং x_{NPPI} = ইজিপি পোর্টালে অভ্যন্তরীণ ক্রয় প্রক্রিয়ায় সাম্প্রতিক (দরপত্র উন্মুক্তকরণ দিবস ও পূর্বেকার ২৭ দিনের গড়) মূল্যসূচকের ভিত্তিতে প্রাপ্ত দর।

৪। অতঃপর গৃহীত সকল গ্রহণযোগ্য দরপত্রসমূহের প্রদত্ত মূল্যসমূহের ওয়েটেড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন (Weighted Standard deviation) নির্ণয় করিতে হইবে যাহার সূত্র হইবে:

$$\text{Weighted Standard Deviation, } S_d = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

উপরের সমীকরণে, x_i = দরদাতাদের প্রস্তাবিত মূল্য, $\bar{x}$ = ভারযুক্ত গড়, n = গ্রহণযোগ্য দরদাতাদের সংখ্যা।

৫। পরিশেষে, গ্রহণযোগ্য মূল্যের নিম্নসীমা হইবে $\bar{x} - S_d$। এই সীমার নিম্নমূল্যের সকল দর উল্লেখ্যযোগ্যরূপে নিম্নমূল্যের দরপত্র হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং উক্তরূপ সকল দরপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। অভ্যন্তরীণ ক্রয় প্রক্রিয়ায় সাম্প্রতিক মূল্যসূচক নির্ধারণের জন্য ক্রয়ের ক্যাটেগরির ভিত্তিতে অর্থাৎ পণ্য, কার্য বা ভৌতসেবা অনুযায়ী কোনো দরপত্র উন্মুক্তকরণের জন্য নির্ধারিত দিন ও উহার পূর্ববর্তী ২৭ দিনে অর্থাৎ ২৮ দিনের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্যাটেগরির শতকরা ব্যবধানের জাতীয় গড় গণনা করিতে হইবে। শতকরা ব্যবধানের জাতীয় গড় নির্ণয়ের লক্ষ্যে উক্ত সময়কালে সংশ্লিষ্ট ক্যাটেগরির চুক্তিসম্পাদনের নোটিশ জারিকৃত সকল ক্রয় প্রক্রিয়ার (অভ্যন্তরীণ ক্রয়ে সীমিত দরপত্র পদ্ধতির ক্ষেত্রসমূহ ব্যতিরেকে) দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের সহিত চুক্তিসম্পাদনের নোটিশপ্রাপ্ত দরদাতার উদ্ধৃত মূল্যের শতকরা ব্যবধানের গড় নির্ণয় করিতে হইবে।

৭। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, উপরে প্রদত্ত উভয় ফর্মুলায় কোনো প্রকার অযাচিত প্রভাব এড়াইবার জন্য দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ১০%-এর অধিক কোনো দরপ্রস্তাব বিবেচনা করা যাইবে না এবং উক্তরূপ দরপত্রসমূহ অগ্রহণযোগ্য (Non-responsive) হিসেবেও বিবেচিত হইবে।

উদাহরণ: ধরিয়া লওয়া যাক, কোনো একজন ক্রয়কারী তাহার চাহিদা মোতাবেক ৪ কোটি টাকা দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়সংবলিত কার্যক্রয়ের লক্ষ্যে একটি দরপত্র আহ্বান করিয়াছেন ২০ আগস্ট তারিখে, যাহার দরপত্র জমাদানের শেষ দিবস সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখে অর্থাৎ দরপত্র উন্মুক্তকরণের জন্য নির্ধারিত দিবসও ১৫ সেপ্টেম্বর। আরও ধরিয়া লওয়া হইল যে, নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত উক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ায় মোট ৭ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ দরপত্র দাখিল করিয়াছেন।

(অ) উক্ত দরপত্র মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় ইজিপি পোর্টালে অভ্যন্তরীণ ক্রয় প্রক্রিয়ায় সাম্প্রতিক মূল্যসূচক (NPPI) নির্ণয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর ও তৎপূর্ববর্তী ২৭ দিন অর্থাৎ আগস্ট মাসের ১৯ তারিখ পর্যন্ত (মোট ২৮ দিন) কার্যক্রয়ের ক্ষেত্রে ইজিপি পোর্টালের মাধ্যমে চুক্তিসম্পাদন নোটিশ জারি করা হইয়াছে-এইরূপ সকল কার্য ক্রয়ের প্যাকেজসমূহের চুক্তিমূল্যের সহিত স্ব-স্ব দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের শতকরা ব্যবধানের গড় নির্ধারণ করিতে হইবে, যাহা ইজিপি পোর্টাল ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখ রাত্রি ১২টা অতিবাহিত হইবার পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রকাশ করিবে। উদাহরণের স্বার্থে অনুমান করিয়া নেওয়া যাক, বিবেচ্য ক্ষেত্রে NPPI এর মান ৮.৩২% নিম্ন বা ০.৯১৬৮।

(আ) আরও ধরিয়া নেওয়া হইল যে, গৃহীত ৭টি দরপত্রের মধ্যে কারিগরি মূল্যায়নে ৫টি দরপত্র গ্রহণযোগ্য (Responsive) হিসাবে বিবেচিত হয় এবং অপর একটি দরপত্রের দাখিলকৃত দর দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ১০%-এরও অধিক উর্ধ্বহারে হওয়ায় সেটিও প্রাথমিক মূল্যায়নেই অগ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হইল, যাহার সারাংশ নিম্নরূপ:

দরপত্রদাতার নাম	দরমূল্য (টাকায়)	কারিগরি মূল্যায়নান্তে অবস্থান
'ক'	৩,৪০,৫৭,৫২৫.০০	গ্রহণযোগ্য
'খ'	৩,৬৫,৩৭,৫০০.০০	গ্রহণযোগ্য
'গ'	৩,৮২,৫৪,৬৫৫.০০	গ্রহণযোগ্য
'ঘ'	৪,১১,৪৫,৬৮৯.০০	গ্রহণযোগ্য
'ঙ'	৪,৪৮,৭৬,৯০০.০০	১০% এর অধিক উর্ধ্বহারে দর প্রদান করায় প্রাথমিক মূল্যায়নেই অগ্রহণযোগ্য
'চ'	৩,৬০,০৪,২৬৮.০০	অগ্রহণযোগ্য
'ছ'	৩,৭৭,৮৯,৩২০.০০	গ্রহণযোগ্য

(ই) গ্রহণযোগ্য দরপত্রসমূহের গড় (Average) নির্ণয়:

দরপত্রদাতার নাম	দরমূল্য (টাকায়)	গ্রহণযোগ্য দরদাতাগণের গড়মূল্য ($\bar{x}_i$)
'ক'	৩,৪০,৫৭,৫২৫.০০	৩,৭৫,৫৬,৯৩৭.৮০
'খ'	৩,৬৫,৩৭,৫০০.০০	
'গ'	৩,৮২,৫৪,৬৫৫.০০	
'ঘ'	৪,১১,৪৫,৬৮৯.০০	
'ছ'	৩,৭৭,৮৯,৩২০.০০	

(ঈ) ভারযুক্ত গড় (Weighted average) নির্ণয়:

অনুচ্ছেদ ৩-এ বর্ণিত ফর্মুলা ব্যবহারের মাধ্যমে ভারযুক্ত গড় (Weighted average) নির্ণয়ের জন্য নির্ধারিত তিনটি উপাদানের মান নিম্নরূপ:

(ক) X_{OCE} = দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য= ৪,০০,০০,০০০.০০ টাকা

(খ) X_i = গ্রহণযোগ্য দরদাতাদের প্রস্তাবিত মূল্যের গড়= ৩,৭৫,৫৬,৯৩৭.৮০ টাকা, এবং

(গ) X_{NPPI} = ইজিপি পোর্টালে অভ্যন্তরীণ ক্রয় প্রক্রিয়ায় নিকট-সাম্প্রতিক মূল্যসূচকের ভিত্তিতে প্রাপ্ত দর= (৪,০০,০০,০০০.০০ × ০.৯১৬৮) = ৩,৬৬,৭২,০০০.০০ টাকা

ভারযুক্ত গড় (Weighted Average) = ০.৫ × ৩,৭৫,৫৬,৯৩৭.৮০ + ০.৩ × ৩,৬৬,৭২,০০০.০০ + ০.২ × ৪,০০,০০,০০০.০০ = ৩,৭৭,৮০,০৬৮.৯০ টাকা।

(উ) এক্ষণে, গ্রহণযোগ্য দরপত্রসমূহের ওয়েটেড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন (Weighted Standard Deviation) হচ্ছে:

SD= √[{(৩,৭৭,৮০,০৬৮.৯০ - ৩,৪০,৫৭,৫২৫.০০)^2 + (৩,৭৭,৮০,০৬৮.৯০ - ৩,৬৫,৩৭,৫০০.০০)^2+ (৩,৭৭,৮০,০৬৮.৯০ - ৩,৮২,৫৪,৬৫৫.০০)^2 + (৩,৭৭,৮০,০৬৮.৯০ -৪,১১,৪৫,৬৮৯.০০)^2 + (৩,৭৭,৮০,০৬৮.৯০ - ৩,৭৭,৮৯,৩২০.০০)^2}/৫]

= ২৩,২১,৮১০.৭৯ টাকা

(ঊ) গ্রহণযোগ্য দরপত্রসমূহের ওয়েটেড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের (Weighted Standard Deviation) ভিত্তিতে আর্থিকভাবে গ্রহণযোগ্য সর্বনিম্ন দরসীমা হইতেছে (৩,৭৭,৮০,০৬৮.৯০ – ২৩,২১,৮১০.৭৯) = ৩,৫৪,৫৮,২৫৮.১১ টাকা।

(ঋ) উপঅনুচ্ছেদ (ঊ)-এ প্রাপ্ত আর্থিকভাবে গ্রহণযোগ্য সর্বনিম্ন দরসীমার ভিত্তিতে দরদাতাগণের চূড়ান্ত গ্রহণযোগ্যতার অবস্থান ও ক্রম নিম্নরূপ:

দরপত্রদাতার নাম	দরমূল্য (টাকায়)	আর্থিক মূল্যায়নান্তে অবস্থান
'ক'	৩৪০৫৭৫২৫.০০	উল্লেখ্যযোগ্যরূপে নিম্নমূল্যের দরপত্র (SLT) ও অগ্রহণযোগ্য
'খ'	৩৬৫৩৭৫০০.০০	গ্রহণযোগ্য সর্বনিম্ন
'ছ'	৩৭৭৮৯৩২০.০০	গ্রহণযোগ্য ২য় সর্বনিম্ন
'গ'	৩৮২৫৪৬৫৫.০০	গ্রহণযোগ্য ৩য় সর্বনিম্ন
'ঘ'	৪১১৪৫৬৮৯.০০	গ্রহণযোগ্য ৪র্থ সর্বনিম্ন

(এ) বিবেচ্য দরপত্র প্রক্রিয়ায় গ্রহণযোগ্য সর্বনিম্ন দরপত্রদাতা হিসাবে 'খ', দাখিলোত্তর যোগ্যতা প্রতিপাদন (Post-Qualified) সাপেক্ষে, চুক্তি স্বাক্ষরের নোটিশ প্রাপ্তির জন্য সুপারিশযোগ্য হইবে।

৮। একটিমাত্র গ্রহণযোগ্য দরপত্রের ক্ষেত্রে উপরের ফর্মুলা ব্যবহার না করিয়া সরাসরি প্রাপ্ত সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দর দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের সহিত তুলনা করিতে হইবে। যদি দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য হইতে গ্রহণযোগ্য দরপত্রের মূল্যায়িত দরের ব্যবধান ২০% (শতকরা বিশ ভাগ) এর অধিক নিম্নে হয়, তাহা হইলে সেই দরপত্র অগ্রহণযোগ্য হইবে। দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য হইতে গ্রহণযোগ্য দরপত্রের মূল্যায়িত দরের ব্যবধান ২০% (শতকরা বিশ ভাগ) বা ইহার কম হইলে উক্ত দরপত্রদাতাকে চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ প্রদানের জন্য সুপারিশ করা যাইবে।

৯। আন্তর্জাতিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং অভ্যন্তরীণ ক্রয়ে সেবাকর্মী আউটসোর্সিং এর লক্ষ্যে ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদসমূহের আলোকে উল্লেখযোগ্যরূপে নিম্নমূল্যের দরপত্র (Significantly low-priced tender বা সংক্ষেপে SLT) চিহ্নিত করিয়া দরপত্র মূল্যায়ন করিবার প্রয়োজন হইবে না। আর্থিক মূল্যায়ন সম্পাদন করিয়া সর্বনিম্ন গ্রহণযোগ্য দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে, দাখিলোত্তর যোগ্যতা প্রতিপাদন সাপেক্ষে, চুক্তিসম্পাদন নোটিশ প্রদানের জন্য সুপারিশ করিতে হইবে।

১০। অনুচ্ছেদ ৯ এর ক্ষেত্রে দরপত্রদাতা যদি দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য হইতে উল্লেখযোগ্যভাবে কম মূল্য উদ্ধৃত করিয়া কোনো দরপত্র দাখিল করে, তাহা হইলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য পুনঃপরীক্ষা করাসহ উক্ত কম মূল্য উদ্ধৃত করার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানপূর্বক উক্ত দরপত্র গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে বিবেচনা করিবে, যদি-

(ক) ইহা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, দরপত্রদাতা অনভিজ্ঞ ও দরপত্রমূল্য সঠিক ভাবে উদ্ধৃত করিতে সক্ষম হয় নাই; বা

(খ) দরপত্রদাতা কম মূল্য উদ্ধৃত করার সমর্থনে যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ প্রদর্শন করিতে না পারে।

১১। সরকার সময় সময় পরিপত্র জারির মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ের উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫ এর অধীন তফসিল-১৮ এর বিধান সংশোধন, পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজন করিলে, তাহা এই ক্রয় নীতিমালার অংশ হিসেবে গণ্য হইবে।